



શ્રી મહાલક્ષ્મી ગુરુત્વ યાગ મંત્ર

~~Aussie~~

הנהגות ונהלים של מנהל  
המבחן והמבחן

1834 מ. 2000

Vide

856 מנהל, מנהל, מנהל

Volume I P 183

Marked A



1161162

ସମ୍ପାଦନା  
ସମ୍ପାଦନା ମଣ୍ଡଳ

କଟକ

ପ୍ରକାଶନ  
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯୭୧  
ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ





বহুকালাবধি এই ভারতবর্ষে  
 অধিকার থাকাতে অনেকস্থানে অনেক  
 প্রায় সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার ছিল, এবং  
 সর্বদা এই ভাষা সমাদরপূর্বক অনুশীলন হেতুক  
 প্রবলতর হইলে উত্তরোত্তর তাহাতে উত্তমোত্তম  
 গুণবাহুল্য হইতে ছিল। পরে তত্ত্বগুহ্যরচনা  
 নিয়ম নির্ধারণার্থে অনেকে অনেক প্রকার পাণি-  
 নিপ্রভৃতি ব্যাকরণ রচনা করিলে, তাহার  
 তাৎপর্যার্থ সংক্ষেপে নির্বাহার্থে বহুবিধশাস্ত্র  
 পারদর্শি বিশুশ্রী বোপদেবাদিকতৃক মুখ্যবোধ-  
 দি বিবিধ গুহ্য ও সংগৃহীত হইতে ছিল, এবং  
 তৎকালে সর্বদা সর্বসাধারণ ব্যবহারার্থে সাধু-  
 দিগের সংস্থাপিত সংস্কৃতভাষানুযায়ী ভাষা  
 সাধুভাষা নামে প্রচলিত ছিল। অনন্তর এই হিন্দু-  
 রাজ্যে যবনাধিকার হইলে তাহাদের স্বভাষা প্রতি  
 প্রয়োগ থাকাতে পুথনুতঃ এই সংস্কৃত ভাষায় অনা-  
 দর জন্মিল, এবং যাবনিক ভাষা রাজকীয় ভাষা  
 হওয়াতে সুতরাং স্বয়ং তাহার পুতা পুকাশ পা-  
 ইতে লাগিল অপর অর্থকরী বিদ্যা প্রশংসার  
 সর্বজনননোন্মীতা ইত্যর্থ এই রাজকীয় ভাষা  
 সর্বত্র যবনদিগের এবং অনেকানেক হিন্দুদিগের

এবং পুচলিত হইল, অর্থাৎ অনেকে সংস্কৃত  
 ভাষা শিক্ষাভাগ করিয়া সাধুভাষার চলন পূর্বক  
 হিন্দুধর্মপারস্য ভাষাভ্যাসে তৎপর হইল এবং  
 কারে অন্যান্য হিন্দুদিগেরও কাব্যবশাৎ এই  
 ভাষা প্রতি প্রযত্ন এবং স্বভাষা প্রতি সন্মত অনু-  
 মাহ জন্মিতে লাগিল। তাহাতে ক্রমশঃ যাবনিক  
 ভাষাও সাধুভাষা উভয়ভাষা একপাশি মিশ্রিত হইল  
 যে তাহার প্রভেদ পুর্বোক্তের অসম্ভব, সুতরাং ত-  
 দ্বারা কেবল সাধুভাষার ব্যবহার না থাকিতে ত-  
 ত্ত্বাচার নিয়ামক কোন ব্যাকরণ কোন বিজ্ঞকত্বক  
 সংগৃহীত হয় নাই কিন্তু সংপ্রতি সাম্প্রতিক রা-  
 জ্যাধিকারি অতি বিচক্ষণ নানাভাষা সুবিজ্ঞ গুণ-  
 গ্রাহি গুণাকর শ্রীলক্ষ্মীযুক্ত গবর্ণমেন্টকত্বক  
 পুর্বোক্ত ভাষা অর্থাৎ সারস্ব ভাষায় অনাদর  
 পূর্বক এতদ্দেশে এই সাধুভাষা প্রবলীকৃত হও-  
 য়াতে আধুনিক অনেক প্রকার গুরু উক্ত  
 ভাষায় অনুবাদিত বা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশ পা-  
 ইতেছে। অতএব এই সাধুভাষার ব্যাকরণ এক্ষণে  
 অত্যাৱশ্যক, কারণ সংস্কৃতজ্ঞান ব্যতীত সাধুভা-  
 ষা রচনা দি জ্ঞান হওয়া সুকঠিন এবং এই সংস্কৃত  
 ভাষাও এত কঠিন যে তাহাতে বহুতর পরিশ্রম

ব্যতিরেকে সুন্দররূপে শিক্ষা সিদ্ধি,  
 এবং অন্যভাষা ও সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান এবং  
 কৃতিসাধকরা অসাধ্য ও বর্তমান রাজকীয় ভাষা  
 অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় ভাষারও যেকোন পুণ্ড্রাভাব অর্থাৎ  
 তাহার পুতি লোকের যাদৃশ অনুরাগ তাহাতে  
 স্বদেশীয় ভাষাপুতি বিশেষরূপে বীতরাগ বোধ  
 হইতেছে ততএব কাহারও কেবল সংস্কৃত ভাষার  
 শিক্ষাতে সন্যাক্ত পুত্তি হয় না এবং তত্ত্বনি-  
 র্নয়নির্জারণ পূর্বক ঐ সাধুভাষার কোন ব্যাকরণও  
 অদ্যাবধি কোন ব্যক্তিকর্তৃক রূপিত হয় নাই  
 তবে যে কোন মহাশয়েরা যেহ ব্যাকরণ পুস্তক  
 করিয়াছেন তাহার মধ্যে সংস্কৃতানুযায়ী সাধু  
 ভাষার জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অপুস্তক । কিন্তু কোন  
 গুহে সমুদায় ইতর ভাষাজ্ঞান জন্মিতে পারে  
 ততএব আমি ঐ সাধুভাষার ব্যাকরণ এতদ্দেশে  
 বিশেষোপকারার্থ বহুতরায়ামপূর্বক পূর্বোক্ত  
 মুখ্যবোধাদ্বিধেয় সংস্কৃত ব্যাকরণের স্থলার্থ সং-  
 ক্ষেপে সংগৃহ করিয়া সাধুভাষায় সাধুভাষার  
 এই ব্যাকরণ সারসংগৃহ নামক গুহপ্রস্তুত করিলাম  
 ইহাতে বর্ণলিপিজ্ঞানপূর্বক সন্ধিজ্ঞান, এবং  
 সংজ্ঞাদি প্রভেদপ্রতীতিযুক্ত কারকাদি ভেদজ্ঞান

পূৰ্ণক শব্দজ্ঞান, এবং বিভক্তি জ্ঞান সহিত কান-  
 দাদিতেদজ্ঞান সম্বলিত ক্রিয়াভেদজ্ঞান, ও সমাস,  
 তদ্ধিতজ্ঞান এবং গদ্যপদ্য রচনা রীতিজ্ঞান ও  
 অন্যজ্ঞান অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেক  
 কিন্তু যদিও বিবিধ বিদ্যাবিদ্বদ্বিজ্ঞ মহাশয়দি-  
 গের সন্নিপাে উপহাসার্থ হইব তথাপি গুণাকর  
 রসজ্ঞ মহাশয়েরা সরসসরলান্তঃকরণে স্বাভা-  
 বিকগুণে দোষক্ষেপণ করিয়া ইহার রসা-  
 স্বাদনে তৎপর অবশ্যই হইবেন । তাঁহাদিগের  
 নামেই ইহার পরিণাম দর্শাইতেছে । তত্রপ্রমাণং  
 গুণগুাহা বিসম্বাদি নামাপি হি মহাত্মনাং । যথা  
 সুবর্ণ শ্রীখণ্ড রত্নাকর সুধাকরাঃ । অতএব ইত্যাশয়ে  
 গুণগুাহি মহাশয়দিগের প্রতি বিনীতিপূরঃসর  
 নদীয় নিবেদন এই যে মৎপ্রতি কৃপাবলোকন  
 করিয়া এতৎ প্রতি কটাক্ষ প্রদানে নিতান্তপাধীন জন  
 জ্ঞানমোল্লাসপ্রকাশে পূবৃত্তি করুন ইতি ॥

শ্রীশ্রীহরিঃ।

শরৎ।



## বঙ্গসাহিত্যায় ব্যাকরণ সারসংগ্রহ ॥



পরিভাষা।

তত্র বর্ণ বিবেক।



কঠেতানাদ্যভিঘাত দ্বারা যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহা  
বিষয় ভেদে দ্বিধা ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক।

ধ্বন্যাত্মক।

ধ্বন্যাত্মক ধ্বনিমাত্র অর্থাৎ গন্তগন্তাদির স্বর  
এবং তৎস্বরানুকারি মানব স্বর গীত শাস্ত্রে রাগ  
রাগিণী নুচ্ছ্রনাদি ভেদে নানাবিধ প্রসিদ্ধ আছে  
কিন্তু অত্র প্রয়োজনাভাব প্রযুক্ত তাহা স্পষ্ট করা  
গেল না।

## বর্ণাঙ্কক ।

বর্ণাঙ্কক অর্থাৎ মানব গণ বাগ্ম্যছোড়িত বর্ণ  
 সমূহ নাত্রঃ অতএব ভূরি ভূমি ভূষিত ভূগুণ ভূরি  
 ভাগে বিভক্ত তাহাতে নানাভাগে নানাজাতি ননুয়  
 নজাতীয় ননুহ সহিত বসতি করেন । তাঁহারা স্বয়ং  
 জাতি নিকপিত নানাবিধ ভাষা স্বাতিপ্রার প্রকা-  
 শার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাংগের  
 স্বীয় ব্যবহার ধর্ম্মানুসারে নানাশাস্ত্র নিকপিত  
 নানাভাষা নির্লাহার্থে নানাবিধ বর্ণ ব্যবহার হয় ।  
 তাহাতে এতদেশীয় শাস্ত্রানুসারে প্রাচীন মহাজন  
 মহাশয়গণকর্তৃক ব্যবহৃত ভাষা সংস্কৃতভাষা তৎপরে  
 তদ্ভাষানুযায়ি বঙ্গলাধুভাষা বঙ্গদেশীয় সমুদায়-  
 নাজে প্রচলিতা এবং তদ্ভাষানভিষ্ট মানবগণ ব্যব-  
 হৃত ভাষা অপরভাষা বিখ্যাতা আছে অতএব অপর  
 ভাষা পরিহার পূর্বক সংস্কৃতানুযায়ি বঙ্গলাধুভাষা  
 ব্যবহারার্থে এই ব্যাকরণ সারসংগৃহনামকগ্রন্থ প্রস্তুত  
 করা গেল ইহাতে প্রথমতঃ বর্ণ সমুদয়নিকপণ পূর্বক  
 বর্ণ পরিভাষানিকপিত হইল অতএব তত্ত্বিষ্ট বিশিষ্ট  
 শিষ্ট সমূহকর্তৃক সংগৃহীত প্রসিদ্ধা যে বর্ণাবলী বঙ্গ-  
 ভাষানিপিহীত্যানুসারে ব্যবহার হইয়া থাকে তাহাকে  
 সকলে বর্ণমালা কহেন । তাহার সংখ্যা সমুদায়

পঞ্চাশৎ এবং ঐ পঞ্চাশৎ বর্ণাবলী দুইভাগে বিভক্তা। স্বর এবং ব্যঞ্জন ইতি।

তত্র স্বরবর্ণ।

অ আদি বিসর্গ পর্যন্ত ষোড়শ বর্ণকে স্বরকহা যায়।

যথা।

অ আ ই ঈ উ ঋ ঌ ঐ ঔ ঐ অং অঃ।  
এই ষোড়শ স্বর। \*

ব্যঞ্জন বর্ণ।

ক অবধি ক্ষ পর্যন্ত চত্বিংশদ্বর্ণ কে হ্রস্ব হ্রস্ব  
অথবা ব্যঞ্জন কহা যায়।

যথা।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ।  
ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ  
স হ ঙ। এই চত্বিংশদ্ব্যঞ্জন।

পারিভাষিক সংজ্ঞা।

তত্র স্বরভেদ।

উক্ত ষোড়শ স্বরের মধ্যে হ্রস্বস্বর পঞ্চ এবং দীর্ঘ

\* ঋ ঌ ঐ ঔ এই চারি স্বর অর্দ্ধব্যঞ্জনরূপে ব্যক্ত  
তৎপ্রযুক্ত ভাষায় ব্যঞ্জন সংযোগ ফলার মধ্যে নিবিষ্ট  
হইয়াছে ইতি।



নব অর্দ্ধবিপল কালোচ্ছিন্নিত বর্ণকে হ্রস্ব এবং বিপল কালোচ্ছিন্নিত বর্ণকে দীর্ঘ করা যায়।

যথা।

অ ই উ ঋ ঌ এই পঞ্চ হ্রস্ব। এবং আ ঐ ঔ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ এই নয় দীর্ঘ।

সবর্ণ।

হ্রস্বস্বর বর্ণান্ত হইলে হ্রস্বদীর্ঘ উভয়েরই গুহণ হয় তাহাতে তাহাকে সমান বর্ণ করা যায়।

যথা।

অবর্ণ। অ আ।

ইবর্ণ। ই ঐ।

উবর্ণ। উ ঔ।

ঋবর্ণ। ঋ ঌ।

ঌবর্ণ। ঌ ড। এই পঞ্চ বর্ণ সবর্ণ ইহা

ভিন্ন সাক্ষ্য বিপলকালোচ্ছিন্নিত বর্ণ হ্রস্বরূপে প্লুতস্বর নামে বিখ্যাত তাহার উচ্চারণ দূরহইতে আহ্বান গান ও রোদনাদিতে প্রসিদ্ধ কিন্তু ভাষায় তাহার প্লুত বলিয়া ব্যবহার নাই এতদর্থে তাহার কোন নির্দেশ করা গেল না।

সকল বর্ণপেচ্ছা স্বরবর্ণই প্রধান কারণ স্বরসংযোগ ব্যতীত বর্ণান্তরের উচ্চারণ সম্ভবে না দৃষ্টান্ত্যে।

ক অ। ক। এবং র অ। র। ইহাতেকর উচ-  
 রিত হইয়া পদসিদ্ধ হয়। কিন্তু সমুদায় স্বরের মধ্যে  
 ই উ ও এই তিন ব্যতিরিক্ত একাদশ স্বর। অ আ  
 ঈ ঊ ঋ ঌ ড ঢ ণ ত থ দ দধ ন ণ ণৈ । ইহারা পদের আদি-  
 তেই প্রায় নিবিষ্ট হয় কদাচিত্ পদের মধ্যে বা অন্তে  
 স্বতন্ত্র নিবিষ্ট হয় এইহেতুক স্বর প্রধান বলা যায়।  
 এবং পূর্বোক্ত তিনস্বর যথাযোগ্য যুক্ত অর্থাৎ পদের  
 আদি মধ্যান্তে সকল স্থানেই যুক্ত হয় বিশেষতঃ  
 ক্রিয়াপদে। অতএব উহারা স্বরমধ্যে অপ্রধান স্পষ্ট-  
 রূপে নিদিষ্ট হইল ইতি।

কিন্তু ঋ ঌ ইত্যাদির ভাষায় ব্যবহার নাই।  
 প্রসিদ্ধিহেতুক লেখা গেল এবং ঐ কয় বর্ণ যুক্ত সংস্কৃত  
 শব্দ সাধুভাষায় ব্যবহার করিতে হইলে প্রয়োজন  
 হয়।

অবশিষ্ট অনুস্বার অর্থৎ এক বিন্দু ৎ এবং বিসর্গ  
 অর্থাৎ দ্বিবিন্দু নাত্রঃ বর্ণ ইহারদিগকে স্বর ধর্মিত্ব  
 পুযুক্ত স্বর মধ্যে নিবেদ্য করা গেল ইতি।

ব্যঞ্জন ভেদ।

উক্ত ব্যঞ্জনসকল দুইভাগে বিভক্ত বর্ণ এবং অন্ত্যস্থ  
 বর্ণ।

বর্ণ অর্থাৎ একধর্মাক্রান্ত সমূহার্থ বোধক। তত্র

ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঞ্চবিংশতি বর্ণ মাত্র। ইহার-  
দের প্রত্যেক বর্ণকে বর্ণীয় অর্থাৎ বর্ণসম্বন্ধীয় কহা  
যায়। এই বর্ণীয়াকর সমুদায় পঞ্চ পঞ্চ করিয়া পঞ্চ  
ভাগে বিভক্ত কিন্তু তাহারদের আদ্যাকরে নাম  
নির্দেশ করা গিয়াছে।

কবর্ণ। ক খ গ ঘ ঙ । এই পঞ্চ বর্ণ।  
চবর্ণ। চ ছ জ ঝ ঞ । এই পঞ্চ বর্ণ।  
টবর্ণ। ট ঠ ড ঢ ণ । এই পঞ্চ বর্ণ।  
তবর্ণ। ত থ দ ধ ন । এই পঞ্চ বর্ণ।  
পবর্ণ। প ফ ব ভ ম । এই পঞ্চ বর্ণ।  
অতএব সমুদায় বর্ণীয়াকর পঞ্চবর্ণে পঞ্চবিংশতি।

অনুনাসিক।

বর্ণান্ত বর্ণদিগকে নাসিকা সহকারে উচ্চারণ  
হেতুক পৃথক্ অনুনাসিক নামে কহা যায়। যথা।  
ঙ ঞ ণ ন ন । এই পঞ্চ।

অন্ত্যস্থ।

অন্ত্যস্থ দুইপ্রকার অন্ত্যস্থ এবং উন্ন।

য আদি চারি বর্ণ অন্ত্যস্থ। যথা। য ব র ন।

উন্ন।

উন্ন অর্থাৎ ঞ আদি চারিবর্ণ। যথা। ঞ য ন হ।

অবশিষ্ট ক্ষ যুক্তবর্ণ অর্থাৎ ক এবং য এই দুই বর্ণের যোগাধীন নিম্নান হয়।

ইহাতে ব্যঞ্জন বর্ণ সমুদায়ে চতুর্বিংশৎ। ১

ইহারদিগের উচ্চারণ, স্বরানন্তর যোগ ব্যতীত অসম্ভব তদর্থ প্রথম স্বর অকারের যোগ দর্শিত হইয়াছে।

যথা। অং এবং অঃ।

বর্ণোচ্চারণ ক্রমনিরূপণ।

উক্ত বর্ণ পঞ্চাশৎ কণ্ঠতালু মুর্দ্ধা দন্ত ওষ্ঠ এইপঞ্চ উৎপত্তি স্থান ভেদে পঞ্চ প্রকার বিভিন্ন হয়। অর্থাৎ উচ্চারণানুসারে কণ্ঠ্য তালব্য মুর্দ্ধন্য দন্ত্য ওষ্ঠ্য বলা যায়।

তত্রকণ্ঠ্য।

কণ্ঠ্য অর্থাৎ ক হইতে উচ্চারিত। অ আ এ ঐ ও ঔ ক খ গ ঘ ঙ হ। এই ছাদশ বর্ণ।

তালব্য।

তালব্য অর্থাৎ তালু হইতে উচ্চারিত। ই ঈ এ ঐ চ ছ জ ব ঞ য শ। এই একাদশ বর্ণ।

মূর্দ্ধন্য।

মূর্দ্ধন্য অর্থাৎ মুর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত। ঞ ঞা ট ঠ ড ঢ ণ ণ ঞ এইষট্ঠ বর্ণ।

দন্ত্য।

দন্ত্য অর্থাৎ দন্তহইতে উচ্চারিত। ঞ ঞ ত থ দ  
ধ ন ল ব'স। এই দশবর্ণ।

ঔষ্ঠ্য।

ঔষ্ঠ্য অর্থাৎ ঔষ্ঠোচ্চারিত। উ উ ও ঔ প ফ ব  
ভ ম ব। এই দশবর্ণ।

উভয়স্থানীয়।

তত্র কঠ্য তালব্য।

কঠ্য তালব্য অর্থাৎ উভয়স্থানীয়। এই দুই এ ঐ।

দন্ত্যৌষ্ঠ্য।

দন্ত্যৌষ্ঠ্য। ও ঔ। এই দুই।

এক স্থানোৎপন্ন হইয়া অন্য স্থানোৎপন্ন বৎ  
উচ্চারিত যথা।

ঞ।

ঞ। চ ছ জ ঝ এই চারি বর্ণের পূর্বে যুক্ত হইলে  
নকারের ন্যায় অর্থাৎ দন্ত্যবৎ উচ্চারিত হয়।

যথা।

সঞ্চয়। উঞবৃদ্ধি। পঞ্চর। ঝঞ। ইত্যাদি।

এবং ঐ ঞ জকারের উত্তর যুক্ত হইলে যকার যুক্ত  
জ যাসিক গ কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন  
জা জা প্রজা বিজা ইত্যাদি।

এবং চকারের উত্তর যুক্তহইলে দীর্ঘ সানুনাসিক প্রায় উচ্চারিত হয়। যেমন। যাচ্ঞ ইত্যাদি।

ড এবং ঢ।

ড এবং ঢ কোন শব্দের প্রথমে অথবা কোন ব্যঞ্জন-  
নের সহিত সংযোগে স্বীয়োচ্চারণ পরিত্যাগ করে  
না যেমন ডাল উড়্ডীন প্রোড্ডীন ও ঢাল ঢক্কা দাঢ়  
ইত্যাদি।

কিন্তু অন্যান্য স্থানে প্রায় গুরুতর রেকের ন্যায়  
উচ্চারিত হয়। যেমন উড়ন ক্রীড়া পড়ে ও দৃঢ়  
গাঢ় ইত্যাদি।

ণ এবং ন।

ণ এবং ন ইহারদের বহুভাষামতে উচ্চারণ গত  
বৈলক্ষণ্য নাই। কিন্তু অর্থগত আছে। যেমন।  
আপন। আপণ ইত্যাদি।

ম।

ম কোন ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তে যুক্তহইলে স্বীয়োচ্চারণ  
ত্যাগ করিয়া কেবল সানুনাসিক মাত্র উচ্চারিত হয়।  
যেমন। আম্ম সূক্ষ্ম লক্ষ্ম ভীষ্ম ইত্যাদি।

য।

অন্তস্থ য শব্দের আদিতে থাকিলে বর্ণীয় জকা-  
রের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা। যদু যদি যজ্ঞ ইত্যাদি।

থ

এবং শব্দের মধ্যে অথবা অন্তে থাকিলে অকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন। বয়স্ শয়ন ভয় হয় ইত্যাদি। কিন্তু অন্যাক্ষরের সহিত যোগ হইলে পূর্ববর্ণের দ্বিত্বপ্রায় উচ্চারণ হয়। যেমন। ত্যাগ সত্য তথ্য সৈন্য ইত্যাদি। এবং যকারের সহিত যোগে দীর্ঘোচ্চারণ হয়। যেমন। সূর্য্য বীর্য্য কার্য্য ধৈর্য্য ইত্যাদি।

ব।

অন্ত্যস্থ বর্ণীয় ভেদে বকার দুইপ্রকার কিন্তু লেখনে এবং উচ্চারণে ভাষায় কোন বৈলক্ষণ্য নাই। সংস্কৃত ভাষায় অনেক বিশেষ আছে। তবে শাস্ত্র প্রসিদ্ধি হেতুক লেখা গেল।

ভাষায় ইহার যৎকিঞ্চিৎ যে ভেদ আছে সে অত্যল্প। যথা। র গ ন দ এই চারি বর্ণের অন্তে ঐ ব যুক্তহইলে ও কখন২ দকারের যোগে ঔষ্ঠ্য অর্থাৎ স্বীয়োচ্চারণ ত্যাগ করেন। যেমন। সৰ্ব্ব গৰ্ব্ব সুগী অম্বা কদম্ব উদ্বিগ্ন ইত্যাদি।

অন্যত্র অনেক স্থানে অন্যবর্ণ যোগে স্বীয়োচ্চারণ ত্যাগ করিয়া অন্যবর্ণের দীর্ঘতা বোধ জন্মায়। কিন্তু দ ধ পরে যুক্তহইলে সেদ্ধপ হয় না। যথা। স্বভাব

নিশ্বাস তত্র অনুষ দ্বিত্ব গন্ত্ব ইত্যাদি । এবং শব্দ অক্স  
স্বক্স কুক্স ইত্যাদি ।

ই ।

হকার ঞ্কারের সহিত যুক্তহইলে কঠিন ঞ্কারের  
ন্যায় উচ্চারিত হয় । যেমন । হৃদয় । হৃষ্ট ইত্যাদি ।

এবং নকারের যোগে সানুনাসিক হইয়া উচ্চারিত  
হয় । যেমন । বহি ইত্যাদি ।

মকারের সহিত যোগে সানুনাসিক কঠিন ভকারের  
ন্যায় উচ্চারণ হয় । যেমন । বৃক্ষ ইত্যাদি ।

যকারের যোগে যকারযুক্ত ঞ্কারের ন্যায় উচ্চা-  
রিত হয় । যেমন । সহ ক্রহ দুহ ইত্যাদি ।

রকারের যোগে কঠিন রকারের ন্যায় উচ্চারণ  
হয় । যেমন হ্রস্ব হ্রান ইত্যাদি ।

লকারের যোগে নূর্দ্ধন্যবৎ উচ্চারণ হয় । যেমন ।  
আহ্লাদ । প্রহ্লাদ ইত্যাদি ।

এবং বকারের যোগে দীর্ঘ ভকারের ন্যায় উচ্চারণ  
হয় । যেমন । জিহ্বা আস্থান ইত্যাদি ।

শ ।

তালব্যশ ন ঞ্ এবং রকারের সহিত যোগে দন্ত্য-  
উচ্চারিত হয় । যথা । প্রশ্ন শূঙ্খল শ্রবণ শ্রম ইত্যাদি ।  
অন্যত্র তালব্য । যথা । শরণ শঙ্খ শর্যপ ইত্যাদি ।



য।

মূর্দ্ধন্য য় থকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন।  
ক য যোগাধীন ক হয় অর্থাৎ বৃক্ষ উচ্চারণে বৃকথ  
ইত্যাদি।

কিন্তু ভাষা প্রসিদ্ধোচ্চারণে তালব্য প্রায় উচ্চারিত  
হয়। যেমন। পুরুষ দোষ রোষ ঘেষ ইত্যাদি।

স।

দন্ত্য স ছকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন।  
মুসলমান। অর্থাৎ মুছলমান। ইত্যাদি।

এবং ঞ ত থ ন র এই পঞ্চবর্ণের যোগে দন্ত্যো-  
চ্চারণ হয়। যেমন। সৃষ্টি হস্ত সুস্থ কৃৎন সুব  
সহসু ইত্যাদি।

অন্যত্র তালব্য প্রায় উচ্চারিত হয়। যেমন। সর্ষ  
সকল সহিত সনস্ত সাধু সভ্য সত্য ইত্যাদি।

এবং ত এবং পকারের 'অন্তে যুক্ত হইলে দন্ত্যব্যৎ  
হয়। যেমন। দিৎসা চিকিৎসা লিৎসা ইত্যাদি।

বর্ণ সংযোগ।

উভয় স্থানীয় বর্ণদ্বয়ের সংযোগে এক কালীন উভ-  
য়ের উচ্চারণ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে স্বরের  
অনেক বৈলক্ষণ্য হয়। এবং ব্যঞ্জন সংযোগেও বৈল-  
ক্ষণ্য হইয়া থাকে।

তাহাতে অকার সংযোগে কোন চিহ্ন বিশেষ থাকেনা। যেমন। ক অ। ক। কিন্তু ভাষায় অনেক স্থানে হ্রস্ব প্রায় উচ্চারিত হয়। যেমন। রাম্‌হরি রাম্‌ধন্‌ ইত্যাদি।

এবং উপান্তে ব্যঞ্জন সংযুক্ত হইলে অথবা যুক্তাক্ষর পরে থাকিলে এবং কতিপয় বিশেষণ শব্দের অকারান্ত উচ্চারণ হয়। যেমন। ভদ্র পোষ্য দ্রব্য কৃষ্ণ স্পষ্ট ইত্যাদি। এবং গাঢ়, দৃঢ়, বড়, ছোট, ইত্যাদি।

বানান।

স্বর ব্যঞ্জনসহিত যুক্ত হইলে রূপ বৈলক্ষণ্য হয় এবং তাহাকে ভাষানতে বানান কহা যায়। যেমন।

ব্যঞ্জন।	স্বর।	যোগাধীন নিপ্পন্ন।
ক্	আ	কা
ক্	ই	কি
ক্	ঈ	কী
ক্	উ	কু
ক্	ঊ	কূ
ক্	এ	কে
ক্	ঐ	কৈ
ক্	ও	কো
ক্	ঔ	কৌ ইত্যাদি।

ফলা।

ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনের মধ্যে য র ল ব ন ম ঞ ঞ র।  
এই নয়বর্ণ সহিত যুক্তহইলে তাহাকে ফলা কহা যায়।  
এবং তাহাতে যেকোন বৈলক্ষণ্য হয় তাহার উদাহরণ।

ব্যঞ্জন।      অন্যবর্ণ।      যোগে নিষ্পন্ন।

ক	য	ক্য
ক	র	কু
ক	ল	ক্ল
ক	ব	ক্ব
ক	ন	ক্ন
ক	ম	ক্ম
ক	ঞ	ক্ণ
ক	ঞ	ক্ণ
ক	ঞ	ক্ণ
ক	ক	ক ইত্যাদি :

সানুনাসিক সংযোগ।

অনুনাসিক বর্ণ স্বর বর্ণীয়া করান্তে যুক্তহইলে সানু-  
নাসিক কহা যায়। ভাষায় তাহাকে ঙ ইত্যাদি  
কহে। যেমন।

অনুনাসিক বর্ণ।      স্ববর্ণীয় বর্ণ।      যোগে নিষ্পন্ন।

ঙ	ক	ক্
—	খ	খ্

জ	গ	জ
।	য	ড
।	ঙ	ডু
।		ডু
।		ডু
।	চ	ঝ
।	ছ	ঞ
।	জ	জ
।	ঝ	ঝ
।	ঞ	ঞ
।		ঞ
।	ট	ট
।	ঠ	ঠ
।	ড	ড
।	ঢ	ঢ
।	ণ	ণ
।		
।	ত	ত
।	থ	থ
।	দ	দ
।	ধ	ধ
।	ন	ন

ন	প	ক্ষ
—	ফ	ফ
—	ব	ব
—	ভ	ভ
—	ম	ম
—	—	—

নিয়মাতিক্রান্ত সংযোগ ।

যে সকল বর্ণেরা সংযোগে পূর্বোক্ত প্রায় না হইয়া  
সংক্ষেপ লিপিরীত্যনুসারে সাক্ষেতিক রূপান্তর প্রাপ্ত  
তাহারদিগকেই নিয়মাতিক্রান্ত সংযুক্ত কহা যায় ।  
তন্মধ্যে প্রথমে স্বর সংযোগ যথা ।

পূর্বমত যোগ ।

সাক্ষেতিক যোগ ।

কু  
গু  
তু  
মু  
রু  
বু  
শু  
হু  
হু

জ  
ঙ  
ভ  
ঘ  
ঝ  
বা  
শু  
হ  
হ

ইত্যাদি ।



তয

ভু

হম

হন

ব

সথ

দব

বদ

ভু

কষ

ত্য়

প্র

ক্ষ

ক্স

ফ

হ্

ঘ

ফ

অ

ক ইত্যাদি \*

স্বরযোগশূন্য ব্যঞ্জন যাহাকে ইলন্তু কহা যায় ॥

যথা ।

ত	ৎ	উৎপাত	ইত্যাদি
দ	দ্	পদ	ইত্যাদি
ন	ন্	জ্ঞানবান্	ইত্যাদি
অনুস্বার	°	সং	ইত্যাদি
বিসর্গ	ঃ	অর্থঃ	ইত্যাদি

\* পূর্বোক্ত তাবদ্ধণের কারান্ত হইলে কেবল তন্মাত্র বর্ণকে বুঝায় । যথা । অকার ॥ অ ॥ ঈকার । ঈ ॥ এবং ককার । ক ॥ ইত্যাদি ।

চন্দ্রবিন্দু

তারাতাঁদ . { ইত্যাদি  
বাঁশ

অতঃপর সন্ধিনিয়মানুসারে ক্রিপে সংযোগ  
হয় তাহার বিশেষ সন্ধিপ্রকরণে লেখা যায় ॥

অথ সন্ধি প্রকরণ।

অথ স্বরসন্ধি।

১ সূত্র।

\* অবর্ণাদি স্বরবর্ণেরা সনানবর্ণপরে থাকিলে পর-  
বর্ণের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘ হয় ॥

১ বৃত্তি।

অ আ । অ আ । পরে দীর্ঘে । আ । হয় ।  
ই ঈ । ই ঈ । ঈ

\* অত্র দীর্ঘঃ ৯ এবং প্লুত স্বরের প্রয়োজনা  
ভাবপ্রযুক্ত লেখা গেল না । কারণ ভাষায় উক্ত  
স্বরাদি অথবা উক্ত স্বরান্ত শব্দ পাওয়া যায় না ॥

সংস্কৃতমতে ঋ ৯ পরম্পর সমান এই হেতুক ৯ ঋ  
দীর্ঘে ৯ হয় এবং ঋ ৯ দীর্ঘে ঋ হয় তন্মতানুসারে  
উদাহরণ ॥ যথা ॥

হোতৃ . ৯ কার । হোতৃকার ।

শকু ঋ কার । শকুকার । ইত্যাদি

শকু ৯ দন্ত . । শকুদন্ত । ইত্যাদি



উ উ । উ উ ।

উ

ঊ ঊ । ঊ ঊ ।

ঊ

১ উদাহরণ ।

আদিবর্ণ পরবর্ণসহ দীর্ঘে নিম্নলি ।

স্বর অন্ত স্বরান্ত ।

স্বর আদি স্বরাদি ।

ক্রিয়া অন্ত ক্রিয়ান্ত ।

ক্রিয়া আদি ক্রিয়াদি ।

অতি ইন্দ্রিয় অতীন্দ্রিয় ।

অতি ঈশ্বর অতীশ্বর ।

গৌরী ইচ্ছা গৌরীচ্ছা ।

পার্বতী ঈশ্বর পার্বতীশ্বর ।

কটু উক্তি কটুক্তি ।

শম্ভু উহ শম্ভুহ ।

বধু উক্তি বধুক্তি ।

বধু উহ বধুহ ।

ধাতু ঋদ্ধি ধাতুদ্ধি ।

২ সূত্র

অবর্ণের পর ইবর্ণাদি স্বরবর্ণেরা পূর্ববর্ণের  
সহিত গুণ প্রাপ্ত হয় । এবং একারাদি বর্ণেরা বৃদ্ধি  
প্রাপ্ত হয় ॥

## ২ বৃত্তি।

পূর্ববর্ণ	পরবর্ণ	গুণে নিম্ন
অ আ	ই ঈ	এ
	উ ঊ	ও
	ঋ ঌ	অর
		বৃদ্ধিতে নিম্ন
	ঐ ঐ	ঐ
	ঔ ঔ	ঔ

## ২ উদাহরণ

পূর্ববর্ণসহ	পরবর্ণ	গুণে নিম্ন
গুণ	ইতর	গুণেতর
দুর্গা	ইচ্ছা	দুর্গেচ্ছা
বিশ্ব	ঈশ্বর	বিশ্বেশ্বর
রমা	ঈশ্বর	রমেশ্বর
নন্দ	উৎসব	নন্দোৎসব
দুর্গা	উৎসব	দুর্গোৎসব
হস্ত	উদ্ধ	হস্তোদ্ধ
গলা	উদ্ধ	গলোদ্ধ
সপ্ত	ঋষি	সপ্তর্ষি
রাজা	ঋষি	রাজর্ষি
পূর্ববর্ণসহ	পরবর্ণ	বৃদ্ধিতে নিম্ন

কৃষ্ণ	একচরণ	কৃষ্ণকচরণ
দুর্গা	একচরণ	দুর্গাকচরণ
সর্ষ	ঐক্য	সর্ষক্য
দেবতা	ঐশ্বর্য	দেবতৈশ্বর্য
ভব	ওষধি	ভবৌষধি
বাল্য	ওষধি	বাল্যৌষধি
ইন্দ্র	ঔদার্য	ইন্দ্রৌদার্য
বাল্য	ঔষধ	বাল্যৌষধ

৩ সূত্র

অবর্ণেরপর তৃতীয়াতৎপুরুষসমাসে ঋতশব্দের  
ঋকারের বৃদ্ধি হয় ॥

৩ বৃত্তি

অ আ । ঋ । বৃদ্ধিতে । আর হয়

৩ উদাহরণ।

\*শীত ঋত বৃদ্ধিতে নিষ্পন্ন । শীতান্ত

ক্ষুধা ঋত । । ক্ষুধান্ত

৪ সূত্র

পূর্বপদান্ত স্থিতইবর্ণাদি স্বরেরস্থানে অবর্ণাদি  
স্বরপরে ক্রমে য ব র ল অয় আয় অব আব হয়

\*শীত বা ক্ষুধাবারা ঋত অর্থাৎ পাড়িত শীতান্ত বা  
ক্ষুধান্ত অত্র তৃতীয়াতৎপুরুষসমাস।

( ২৩ )

৪ বৃত্তি ।

\* ই উ ঋ ঌ এ ঐ ও ঔ । স্থানে ।

য ব র ল অয় আয় অব আব । হয়

৪ উদাহরণ

ত্রি	অন্বক	ব্রাহ্মক
দেবী	উক্তি	দেব্যুক্তি
তনু	আত্মা	তন্বাত্মা
শিশু	অবয়ব	শিশ্ববয়ব
বিশু	ঈশ	বিশ্বীশ
বধু	ওষধি	বধৌষধি
বধু	ঐক্য	বধৌক্য
ধাতু	অচ্যুত	ধাত্ৰ্যচ্যুত
ধাতু	আদি	ধাত্ৰাদি
ধাতু	ঈশ	ধাত্ৰীশ
ধাতু	উক্তি	ধাত্ৰুক্তি
পিণ্ড	ঐক্য	পিণ্ডৈক্য
ভ্রাতৃ	ঔৎসাহ	ভ্রাত্রৌৎসাহ
ঐ	আকৃতি	লাকৃতি

\* ই উ ঋ ঌ বর্ণেরা সমান বর্ণ পরে ১ পুংমন লক্ষণ  
দ্বারা দীর্ঘ হয় একারণ ইহারদের অসমান বর্ণ পরে  
এলক্ষণ প্রাপ্তি ॥

শে	অম	শয়ন
নৈ	অক	নায়ক
ভো	অন	ভবন
* নৌ	ইক	নাবিক

৫ সূত্র ।

পদান্তস্থিত এ ও বর্ণের পর অকার হইলে লুপ্ত হয়  
৫ উদাহরণ ।

হরে	অব	হরৈব
বিষ্ণে	অব	বিষ্ণৈব

এই পঞ্চসূত্রে স্বরসন্ধি সমাপ্ত হইল অতঃপর  
ব্যঞ্জনসন্ধি

অথ ব্যঞ্জনসন্ধি

অর্থাৎ ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনযোগ

১ সূত্র

† শকার এবং তবর্ণের স্থানে শকার বা চবর্ণের  
যোগে শকার এবং চবর্ণ হয়। এবং ষকার বা টবর্ণের  
যোগে ষকার এবং টবর্ণ হয় ।

\* ইহার শেষ সংস্কৃতে ব্যবহার আছে ॥ এবং  
গো অক্ষ । ইহাতে গোবাক্ষ । এবং গো ইন্দু ইহাতে  
গবেন্দু প্রসিদ্ধ ব্যবহার আছে ॥ ইত্যাদি ॥

† শকার এবং ট বর্ণের পর অথবা ষকারের পূর্বে

## ১ বৃত্তি

স স্থানে। শ চবর্গযোগে। শ। এবং য টবর্গযোগে।

য। হয়

ত। ১ চ। ট।

দ। ১ জ। ড

ন। ১ ঞ। ণ

## ১ উদাহরণ।

তৎ চেষ্টা ১ তচ্চেষ্টা ১

তৎ ছাগ ১ তচ্ছাগ ১

\* তৎ জাতি ১ তজ্জাতি ১

বিদ্বান্ জন ১ বিদ্বাঞ্জন ১

তৎ টীকা ১ তটীকা ১

তৎ ঠাকুর ১ তটাকুর ১

বিদ্বান ঠাকুর ১ বিদ্বাণাকুর ১

উক্তরূপ যোগ হইলে কোন বর্ণই হয় না ॥ যথা ॥  
প্রশ ন। প্রশ্ন। যট্শ্শু। তৎ যণীতাদি। থ ধ  
স্থানে ছ ঠ। নাই।

\* অত্র আগামি ও সূত্রদ্বারা ত স্থানে দ। পরে  
এ সূত্রের দ্বারা দস্থানে জ হইল। অথবা অগ্নে এলক্ষ  
ণের দ্বারা ত স্থানে চ। পরে ও সূত্রদ্বারা চ স্থানে জ  
ইত্যাদি।

২ সূত্র।

তবর্গের স্থানে লকারপরে লকার হয় ॥

২ বৃত্তি।

\* ত ন স্থানে ল পরে ল হয়।

২ উদাহরণ।

মহত্ লোচন । মহল্লোচন ।

বিদ্বান্ লোক । বিদ্বাল্লোক ।

৩ সূত্র।

+ পদান্তস্থিত বর্গাদ্যবর্ণ স্থানে স্বরবর্ণ ও বর্গ  
তৃতীয় চতুর্থবর্ণ এবং অন্ত্যস্থবর্ণ পরে বর্গতৃতীয়  
বর্ণ হয়। এবং অনুনাসিক বর্ণপরে অনুনাসিক  
বর্ণ হয় ॥

৩ বৃত্তি।

অ আ ই ঐ উ ঊ ঋ

এ ঐ ও ঔ ।

গ ঘ ঙ ঞ ত থ দ

\* অত্রভাষায় থ দ ধ স্থানে লকার সম্ভবে না ॥

+ এলক্ষণে চটপ স্থানে যে ২ বর্ণ হয় ভাষায় তাহার  
প্রয়োজন হয় না। এবং সংস্কৃত মতে অনুনাসিক  
বর্ণ পরে কখন ২ তৃতীয় বর্ণও হইয়া থাকে যথা।  
তত মুকুন্দ। ইহাতে তদ্বুকুন্দ। তদ্বুকুন্দ ইত্যাদি।

ধ ব ভ য র ল ব  
এবং ও ঞ গ ন ন এই  
সকল বর্ণ পরে ।

ক চ ট ত পা । স্থানে ।  
গ জ ড দ ব । আদেশ হয় ।  
ঙ ঞ গ ন ন । এবং হয় ।

৩ উদাহরণ ।

পৃথক্	অনুষ্ঠান	।	পৃথগনুষ্ঠান	।
বাক	আত্মা	।	বাগাত্মা	।
বাক্	ইন্দ্রিয়	।	বাগিন্দ্রিয়	।
বাক্	ঐশ্বর্য	।	বাগীশ্বর্য	।
প্রাক	উৎপত্তি	।	প্রাগুৎপত্তি	।
প্রাক	এব	।	প্রাগেব	।
প্রাক্	ঐশ্বর্য	।	প্রাগৈশ্বর্য	।
প্ৰাক্	গতি	।	প্রাগ্গতি	।
পৃথক্	জাতি	।	পৃথগ্জাতি	।
পৃথক্	ব্যাকার	।	পৃথগব্যাকার	।
পৃথক্	ভিন্ন	।	পৃথগ্ভিন্ন	।
বাক্	দণ্ড	।	বাগ্দণ্ড	।
পৃথক্	ধ্বনি	।	পৃথগ্ধ্বনি	।
পৃথক্	বায়	।	পৃথগবায়	।



পৃথক্	ভীতি	১	পৃথগ্ভীতি	১
বাক্	যন্ত্র	১	বাগ্‌যন্ত্র	১
বাক্	নিষ্পত্তি	১	বাঙ্গিষ্পত্তি	১
বাক্	মনঃ	১	বাউমনঃ	১
মত্	অনুগৃহ	১	মদনুগৃহ	১
মত্	ইন্দ্রিয়	১	মদিন্দ্রিয়	১
মত্	ঈশ্বর	১	মদীশ্বর	১
তত্	উক্তি	১	তদুক্তি	১
ভবত্	ঋদ্ধি	১	ভবদৃদ্ধি	১
তত্	এতত	১	তদেতত	১
তত্	ঐশ্বর্য্য	১	তদৈশ্বর্য্য	১
তত্	ঔৎসাহ	১	তদৌৎসাহ	১
উৎ	গতি.	১	উদ্গতি	১
উৎ	ঘাত	১	উদ্ঘাত	১
তত্	জ্ঞান	১	তজ্জ্ঞান	১
তত্	দানব	১	তদানব	১
তত্	ধাতু	১	তদ্বাতু	১
তত্	বন্ধু	১	তদ্বন্ধু	১
তত্	ভীতি	১	তদ্ভীতি	১
উৎ	যোগ	১	উদযোগ	১
তত্	রোগ	১	তদ্রোগ	১

তত্	নিমিত্ত	।	তন্নিমিত্ত।
তত্	নধ্যে	।	তন্মধ্যে

### ৪ সূত্র।

\* পদান্তস্থিত বর্ণাদ্য বর্ণের পর শকার স্থানে ছকার এবং ছকারস্থানে বর্ণ চতুর্থ বর্ণ হয় ॥

### ৪ কৃতি।

ক	পর।	শ।	স্থানে।	ছ।	এবং	হ।	স্থানে।	ঘ।
ত্	।	।	।	।	।	।	।	ধ।

### ৪ উদাহরণ।

তত্	শরীর	।	তচ্ছরীর	।
বাক্	হস্ত	।	বাগযন্ত	।
তত্	হস্তী	।	তদ্বস্তী	।

### ৫ সূত্র।

স্বরবর্ণোত্তরস্থিত ছকারের দ্বিহ হয়। এবং রকারের উত্তরভাগে ব্যঞ্জনযুক্ত হইলে বিকল্পে দ্বিহ হয় ॥

### ৬ সূত্র।

বর্ণচতুর্থবর্ণস্থানে বর্ণচতুর্থ বর্ণ পরে তৃতীয় বর্ণ

\* এতদ্ব্যতীত চ ট প পর শ স্থানে যে ২ বর্ণ হয়। এবং যে ২ বিকল্প বিধি, তাহারো ভাষায় প্রয়োজন হয় না ॥

হয়। এবণ্ ছকার স্থানে ছকার পরে চকার হয় ॥

৬ বৃত্তি ।

ঘ	স্থানে	ঘ	পরে	গ ।
ঝ		ঝ		জ ।
চ		চ		ড ।
ধ		ধ		দ ।
ভ		ভ		ব ।
ছ		ছ		চ ।

৩ উদাহরণ ।

ইচ্ছা	।			
অর্ক	।	অর্ক	।	
সর্ক	।	সর্ক	।	
মুচ্ছা	।	মুচ্ছা	।	
দুর্গঘট	।	দুর্ঘট	।	
গভ	।	গভ	।	ইত্যাদি ॥

এইকয় সূত্রে ব্যঞ্জন সকি সনাণ্ড ইইল ইহার পর  
অনুস্বার সকি ॥

অথানুস্বার সকি ।

১ সূত্র ।

অনুস্বার স্থানে বর্ণীয়াঙ্কর পরে তত্ত্বর্ণা  
স্ত্যাকর হয় ॥

১ বৃত্তি ।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ	১	৭	৩	১
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	১		ঞ	১
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	১		ণ	১
ত	থ	দ	ধ	ন	১		ন	১
প	ফ	ব	ভ	ম	১		ম	১

১ উদাহরণ ।

অহ্ণ	কার	১	অহ্কার	১
সং	খা	১	সখ্যা	১
সং	গতি	১	সঙতি	১
সং	ঘাত	১	সঙ্ঘাত	১
সং	চার	১	সঞ্চার	১
সায়ং	ছবি	১	সায়ঙ্ছবি	১
সং	জীবন	১	সঞ্জীবন	১
সায়ং	বন্ধন	১	সায়ঙ্বন্ধা	১
ঘণ্টা	টা	১	ঘণ্টা	১
কণ্ঠ	ঠা	১	কণ্ঠা	১
ষণ্	ডা	১	ষণ্	১
সং	তাপ	১	সন্তাপ	১
পাণ	থা	১	পাণ্	১
সং	দর্ভ	১	সন্দর্ভ	১

সং	ধান	।	সদ্ধান	।
সং	নীতি	।	সন্নীতি	।
সং	পাত	।	সম্পাত	।
গেং	ফ	।	লক্ষ্য	।
সং	বোধন	।	সম্বোধন	।
সং	ভোগ	।	সম্ভোগ	।
* সং	মুখ	।	সন্মুখ	।

ইতি অনঙ্গার সন্ধি সঙ্গীত হইল ।

অতঃ পর বিসর্গ সন্ধি ॥

অথ বিসর্গ সন্ধি ।

১ সূত্র ।

† বিসর্গ স্থানে বর্ণীয়াক্ষর দ্বয় পরে স হয় । কিন্তু  
ক খ প ফ পরে বিকস্পে এবং ইবর্ণাদি বর্ণের  
উত্তর হইলে ক খ প ফ পরে যত্ন হয় অর্থাৎ দন্ত্যস  
মুচ্ছর্ন্য হয়

১ বৃত্তি ।

১ ক খ । ৪ ত থ । ৫ প ফ পরে স হয় ।

\* এইরীত্যনুসারে স্ববর্ণীয়াক্ষরের সহিত স্ববর্ণী  
স্ত্রীক্ষরের যোগ হয় স্ববর্ণ ভিন্ন অন্যবর্ণের সহিত  
কদাচ যোগ হয় না । অর্থাৎ সনচার । সঞ্খ্যা ।  
ইত্যাদি হয় না ॥

† স এবং র রূপান্তর হইয়া বিসর্গ অর্থাৎঃ দ্বিবিন্দু

\* ২ চ ছ ।

শ ।

৩ ট ঠ ।

ষ ।

## ১ উদাহরণ ।

পুরঃ	চরণ	।	পুরঃ	চরণ	।
বন্ধঃ	ছেদ	।	বন্ধঃ	ছেদ	।
ধনঃ	টঙ্কার	।	ধনঃ	টঙ্কার	।
মনঃ	তাপ	।	মনঃ	তাপ	।
পুরঃ	কার	।	পুরঃ	কার	।
অন্তঃ	করণ	।	অন্তঃ	করণ	।
নিঃ	কর	।	নিঃ	কর	।
মনঃ	খেদ	।	মনঃ	খেদ	।
দুঃ	থ	।	দুঃ	থ	।
অধঃ	পতন	।	অধঃ	পতন	।
দুঃ	পাপ	।	দুঃ	পাপ	।
উচ্চৈঃ	ফণা	।	উচ্চৈঃ	ফণা	।

## ২ সূত্র ।

† অকারের পর সমস্ত বিসর্গস্থানে অকার এবং  
নাত্র হয় ॥ থ এবং ঠ পরে প্রায় ভাষায় বিসর্গ  
সম্ভবে না ॥

\* ব্যঞ্জন সন্ধির প্রথম লক্ষণদ্বারা স স্থানে চ ছ  
যোগে তালব্যশ এবং ট ঠ যোগে মুক্‌ন্যষ হয় ॥

† অত্র বিসর্গস্থানে উকার হইলে, স্বরসন্ধির

বর্গ তৃতীয় চতুর্থবর্গ অন্ত্যস্থবর্গ এবং ন ম হ এই  
অষ্টাদশ বর্ণপরে উকার হয়। এবং আকারাদি  
স্বরপরে বিসর্গের লোপ হয় ॥

## ২ বৃত্তি।

অ গ ঘ ঙ ঝ ঞ ড ঢ দ ধ ন ব  
ভ ম য র ল ব হ পরে উ হয়।  
এবং আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ  
পরে লোপ হয় ॥

## ২ উদাহরণ ॥

* মনঃ	অভিলাষ	।	মনোভিলাষ	।
অধঃ	গতি	।	অধোগতি	।
বন্ধঃ	ঘাত	।	বন্ধোঘাত	।
বয়ঃ	জ্যেষ্ঠ	।	বয়োজ্যেষ্ঠ	।
পুরঃ	ডাশ	।	পুরোডাশ	।
বয়ঃ	দশা	।	বয়োদশা	।

দ্বিতীয়সূত্রদ্বারা তাহার গুণ হয় অর্থাৎ ওকার  
হয়। এবং ঙঐঔ ইহাদের যোগ সম্ভব হয় না একা-  
র্য লেখা গেল না ॥

\* অত্র বিসর্গজাত উকারের গুণ ওকার হইলে উক্ত  
সন্ধির পঞ্চম সূত্রদ্বারা ঐ ওকারের উত্তর অকার  
লুপ্ত হইল ॥

পূরঃ	ধাবক	১	পুরোধাবক	১
মনঃ	নীত	১	মনোনীত	১
মনঃ	বেগ	১	মনোবেগ	১
পূরঃ	ভাগ	১	পুরোভাগ	১
মনঃ	মধ্যে	১	মনোমধ্যে	১
মনঃ	যোগ	১	মনোযোগ	১
শিরঃ	বেদনা	১	শিরোবেদনা	১
অর্শঃ	রোগ	১	অর্শোরোগ	১
শিরঃ	লেপ	১	শিরোলোপ	১
পূরঃ	হিত	১	পুরোহিত	১
* অতঃ	আদি	১	অতআদি	১
অতঃ	ইতি	১	অতইতি	১
ততঃ	ঈশ্বর	১	ততঈশ্বর	১
মনঃ	উদ্বেগ	১	মনউদ্বেগ	১
অতঃ	উদ্ধৃ.	১	অতউদ্ধৃ.	১
অতঃ	এব	১	অতএব	১

\* বিসর্গের লোপ হইলে পুনঃসন্ধি নিষেধ হয় কারণ সন্ধিযোগ্যপদের কোন বর্ণের লোপ হইলে পুনরায় সন্ধিকার্য্য হয় না অতএব সন্ধি সম্ভাবনা থাকিলেও সন্ধি নাহইয়া উক্তরূপই ব্যবহার হইয়া থাকে ॥



মনঃ এক্য ১ মনএক্য ১

একান্তিতঃ ঔৎসাহ ১ একান্তিতঔৎসাহ ১

৩ সূত্র ১

\* ইবর্ণাদিস্বরের পর যে বিসর্গ এবং অবর্ণের পর রেফজাত যে বিসর্গ তাহাদের স্থানে স্বরবর্ণ এবং পূর্ক লক্ষণে উক্ত ব্যঞ্জন পরে রকার হয় কিন্তু রকার পরে বিসর্গস্থানীয় রকারের লোপ হয় এবং তাহাতে ঐ রকারের পূর্কস্বরের দীর্ঘতা হয় ॥

৩ বৃত্তি ১

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ  
এবং গ ঘ ঙ ঝ ড ঢ দ ধ ন ব  
ভ ম য র ল ব হ ॥ এই সকল বর্ণ  
পরে ১ র হয় ॥

৩ উদাহরণ ১

নিঃ অবধি ১ নিরবধি ১

নিঃ আকার ১ নিরাকার ১

নিঃ ইন্দ্রি় ১ নিরিন্দ্রি় ১

\* অত্র বিসর্গ স্থানীয় রকার পরবর্ণের সহিত যুক্ত হয় ১ এবং র ব্যঞ্জনের আগে যুক্ত হইলে সর্বদা কপান্তর হইয়া এইরূপ বর্ণোপরি যুক্ত হয় ১ মথা দুর্ভোগ দুর্বল ইত্যাদি ১

নিঃ	ঈক্ষণ	১	নিরীক্ষণ	১
নিঃ	উত্তর	১	নিরুত্তর	১
নিঃ	উহ	১	নিরুহ	১
নিঃ	ঐশ্বর্য	১	নিরৈশ্বর্য	১
নিঃ	ওষাধি	১	নিরোষাধি	১
নিঃ	ওৎসাহ	১	নিরোৎসাহ	১
দুঃ	গন্ধ	১	দুর্গন্ধ	১
দুঃ	ঘটনা	১	দুর্ঘটনা	১
দুঃ	জন	১	দুর্জন	১
নিঃ	ঝর	১	নিঝর	১
দুঃ	দিন	১	দুর্দিন	১
নিঃ	ধন	১	নির্ধন	১
দুঃ	নাম	১	দুর্নাম	১
দুঃ	বল	১	দুর্বল	১
দুঃ	ভাগ্য	১	দুর্ভাগ্য	১
দুঃ	মুখ	১	দুর্মুখ	১
দুঃ	যোগ	১	দুর্যোগ	১
নিঃ	রব	১	নিরব	১
দুঃ	লভ	১	দুর্লভ	১
দুঃ	বিনয়	১	দুর্বিনয়	১
নিঃ	হর্ষ	১	নির্হর্ষ	১
			ইত্যাদি	

অন্তঃ	অঙ্গ	।	অন্তরঙ্গ ।
অন্তঃ	আত্মা	।	অন্তরাত্মা ।
অন্তঃ	ইচ্ছা	।	অন্তরিচ্ছা ।
অন্তঃ	ঈক্ষ	।	অন্তরীক্ষ ।
অন্তঃ	গত	।	অন্তর্গত ।
অন্তঃ	ধান	।	অন্তর্ধান ।
অন্তঃ	বাহ্য	।	অন্তর্বাহ্য ।
অন্তঃ	ভূত	।	অন্তর্ভূত ।
অন্তঃ	বাণী	।	অন্তর্বাণী । ইত্যাদি ।

৪ সূত্র ।

অবর্ণাদির পর রজাত বিসর্গস্থানে বর্ণাদ্যাকর  
দ্বয় পরে বিকম্পে র এবং স হয় কিন্তু অহন্ নম্ব-  
ক্ষীয় বিসর্গ স্থানে'র ক পরে র হয় না ॥

৩ উদাহরণ ।

অন্তঃ	পক্ষ	।	অন্তর্পক্ষ । অন্তম্পক্ষ ।
			এবং অন্তঃপক্ষ ।
* অন্তঃ	করণ	।	অন্তর্করণ । অন্তক্ষরণ ।
			এবং অন্তঃকরণ ।

\* অত্র বিসর্গ যন্ত্র যে পদ তাহাই সর্জিত ব্যবহার  
হইয়া থাকে । কিন্তু সংস্কৃত নতে নানা প্রকার  
ব্যবহার আছে ॥

গীঃ            পতি            ।            গীপতি । গীপতি ।  
এবং গীঃপতি । ইত্যাদি ॥

অহন শব্দ ।

অহঃ            রাত্রি            ।            অহোরাত্রি  
অহঃ            কর            ।            অহকর । ইত্যাদি ।

ইতি বিসর্গ সন্ধি প্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

অতঃপরঃ প্রকরণ ॥

অথ এত প্রকরণ ।

১ সূত্র

১ র য় এবং স্ববর্ণের উত্তর ন স্থানে এত হয় অ-  
র্থীৎ দন্ত্য ন স্থানে মূর্দ্ধন্যং হয় । এবং স্বরবর্ণ কব-  
র্গ পবর্গ এবং হ য ব এই সকল বর্ণব্যবধান সন্তেও  
এত হয় ॥ ব্যবধান অর্থীৎ মধ্যবর্তিতা ॥

যেনন । কৃষ্ণ । কৃষাণ । বর্ণ । হরণ । তূণ ইত্যাদি  
ব্যবধান সন্তে । যেনন । জেপণ । জপণক । দর্পণ ।  
দ্রবিণ । কার্যাপণ । গুহণ । কৃপণ ইত্যাদি ॥

অন্যবর্ণ ব্যবধানে । অর্চনা । বজ্জর্জন । বজ্জন ।  
ক্রীডন । দর্শন ইত্যাদি ॥

২ সূত্র

সমানস্থপদে পূর্বপদস্থ রবকারাদি কারণ সন্তে  
উত্তর পদস্থ ন এত হয় ॥ কুঁচিৎ হয় না ॥

যেনন । গ্লকুবণ । প্রবীণ । অন্তর্বণ । ইক্ষুবণ ।  
 পরিব্রাণ । পরিণাম । পরায়ণ । নারায়ণ ।  
 প্রণিপাত । ইত্যাদি ॥

কচিৎ নিষেধ । যেনন । দেবদাকুবন । বিদারীবন ।  
 হরিদ্রাবন । ইক্ষুবহন ইত্যাদি ॥  
 এবং কোন২ স্থলে বিকল্প বিধিও আছে ॥  
 যেনন । হরিভাবিণী হরিভবানী ইত্যাদি ।

৩ সূত্র ।

টবর্ণীয় বর্ণ অন্ত্যযুক্ত হইলে কারণাভাব সত্ত্বেও  
 গত্ব হয় ॥ যেনন । কণ্টক । কণ্ঠা । পিণ্ড । টুনি  
 ইত্যাদি ॥

৪ সূত্র ।

গকারের পর কেবল স্বরব্যথানেন গত্ব হয় ॥  
 যেনন । গণ । গণিত । গুণ । দ্বিগুণ । গণনা । ইত্যাদি ।  
 কিন্তু গগণ । ফাল্গুণ । ফেণ ইহার। বিকল্পে  
 গত্ব হয় । কোন২ পণ্ডিত মহাশয়েরা ব্যবহার  
 করেন ॥ যে । গগন ফাল্গুন ফেন ইত্যাদি ।

৫ সূত্র ।

স্বাভাবিক অর্থাৎ কারণাভাবে ব্যবহারাধীন গত্ব ।  
 সংস্কৃতমতে আভিধানিক গত্ব কহা যায় ॥  
 যেনন । অণু । কণা । কণাদ । কাণ । পণ । ককণ ।

কোণ । কিণ । চিক্ণ । কুণি । কুণপ ।  
 কণ । কঙ্কণ । আপণ । বিপণি । পণ্যবী-  
 থিকা । পাণি । মৎকুণ । অঙ্কণ । এণ ।  
 গোণী । যুণ । ফাণিত । কফোণি । পুণ ।  
 নিপুণ । ফণা । ফণী । ফেণা । ঘোণা ।  
 উলুণ । লবণ । বেণী । শূণ । পণব ।  
 লাবণ্য । বেণু । কল্যাণ । তুণ । শাণ ।  
 শোণ । শোণিত । বাণ । বাণী । বণিক্ ।  
 মণি । শণ । ইত্যাদি ।

৬ সূত্র ।

ভাষাক্রিয়াপদে অথবা দন্ত্যবর্ণসহিত যোগে ।  
 কারণসত্ত্বেও ন গন্য হয় না ।

যেনন । হারান । করেন । করুন । পারেন ।  
 নিরুদ্ধ । নিরন্তর ইত্যাদি ॥

৭ সূত্র ।

ঐতর্য্যতীত তাবত্ ন দন্ত্যব্যবহার হইয়া থাকে ।  
 যেমন । শপন । শয়ন । পবন । গমন ইত্যাদি ।  
 ইতি গন্যপ্রকরণ সমাপ্ত হইল ইহার পরে শকার  
 ভেদ ॥

অথ শকারভেদ নির্ণয় ॥

## ১ সূত্র।

চ ছ সহিত যোগে তালব্য শযুক্ত হয়।  
যেমন ॥ নিশ্চয়। পশ্চাৎ। শিরশ্ছেদ। বক্ষশ্ছেদ  
ইত্যাদি।

## ২ সূত্র।

টবর্ণযোগে নুর্দ্ধান্য য হয়। যেমন। দৃষ্টা। স্পষ্টা।  
ভ্রুষ্টা। নিষ্ঠা। বিষ্ঠা। বিষ্ণু। উষ্ণ ইত্যাদি ॥

## ৩ সূত্র।

ক খ। ত থ ন। প ফ ম। ইত্যাদি বর্ণযোগে দন্ত্য  
স হয়। যেমন। বয়স্ক। স্থলিত। অন্ত। বস্ত।  
প্রস্থ। পুস্থান। স্নান। বাস্প। স্ফটিক। ভস্ম।  
অস্মদীয় ইত্যাদি ॥

## ৪ সূত্র।

ইবর্ণ উবর্ণের পর দন্ত্যস ক খ প ফ ম ইত্যাদি  
বর্ণপরে যত্র হয় ॥

যেমন। নিকর। পরিকার। দূকর। পূকর। নিষ্খলন  
দুষ্ট। নিস্পাপ। পুষ্প। নিষ্ফল। দুষ্কল। উষ্ম।  
যুষ্মদীয়। ভীষ্ম। গ্রীষ্ম ইত্যাদি।

## ৫ সূত্র।

\* উপসর্গের এবং ধাতুর ইবর্ণাদি বর্ণের উদ্ভব

\* অত্র ধাতু অর্থাৎ সংস্কৃত পুসিদ্ধ ধাতু ॥

ধাতুসম্বন্ধীয় দন্ত্যস প্রায় সম্ব হয়। অর্থাৎ কৃচিৎ হয় না।

যেনন। নিষেধ। অভিষেক। অভিষঙ্গ। পুতিষেধ।  
বিষাদ। বিষুব। বিষাগ। সুষুপ্তি। তোষ। রোষ।  
পোষ ইত্যাদি ॥

নিষেধ যথা। বিস্মৃতি। বিস্বাদ। বিস্ময়। বিস্মরণ।  
বিসর্গ। বিস্তুত ইত্যাদি ॥

৬ সূত্র।

এতদ্যতিরিক্ত স্বাভাবিক অথবা আভিধানিক  
অর্থাৎ ব্যবহারাধীন তালব্য শ ব্যবহার হয়।  
যেনন। শক্তি। শক্কা। শব। শর। শশী।  
শর্মা। শরীর। শলা। শিখা। শিক্কা। শোভা।  
ইত্যাদি।

৭ সূত্র।

উপসর্গের নং সু এই দুই দন্ত্যসযুক্ত শব্দ অনেক  
পদের আদিত্তে ব্যবহার হয়। ইহাতে অনায়াসে  
অনেক শব্দ বোধ হয়। তদ্যতীত ব্যবহারাধীন  
দন্ত্য।

সং

যেনন। সংযোগ। সংলগ্ন। সংক্রান্ত। সম্বন্ধ।  
সম্বৎসর। সম্ভোগ। সংজ্ঞা। সংখ্যা ইত্যাদি।



সু ।

সুধারা । সুনীতি । সৃজন । সুগম । সুমাধ্য ।  
সুদৃশ্য । সুকার্য্য । সুশীল ইত্যাদি ॥

স্বাভাবিক ।

সার । সেবা । সূর্য্য । সূত্র । সূচনা ।  
সুচী । সোম । সলিল । সখা । সভা ।  
সেনা । সাহস । সর্ষ । বাস । সরস ।  
সর্প । সব্য । সরোজ । সহায় । সহজ ।  
সাধু । সহস্র । নোপান । ইত্যাদি

৮ সূত্র ।

স্বাভাবিক মূর্ত্তন্য য ॥ যথা । যট্পদ । যট্ট । যড়া-  
মন । যড়িধ । যষ্ঠী । যোড়শ । যণ্ড ইত্যাদি

সকারভেদজ্ঞান অভিধানজ্ঞানধীন তবে ব্যাক-  
রণজ্ঞানদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ বোধনাত্ৰ ইতি .

সকারভেদসমাপ্ত্যানন্তর শব্দপ্রকরণনির্ণয়ে প্রবর্ত্ত  
হওয়া গেল ।

অথ শব্দপ্রকরণ ।

তত্র প্রকৃতিনির্ণয় ।

১ পূর্ব্বোক্ত বর্ণেরা সংযোগবিশেষ দ্বারা প্রকৃতি  
নাম প্রাপ্ত হয় । এবং ঐ প্রকৃতি অর্থবিশেষবোধি-  
কা হইয়া দ্বিধা বিভক্তা । শব্দপ্রকৃতি এবং দ্বাত্ব-  
প্রকৃতি ॥

পদসংজ্ঞা ।

২ ঐ প্রকৃতিদ্বয় প্রযোগযোগ্যকালে পদসংজ্ঞা  
প্রাপ্ত হয় ॥

শব্দপ্রকৃতির পদভেদ ।

৩ শব্দপ্রকৃতির পদ অর্থের তাৎপর্যবিশেষ  
বোধকতাহেতুক নানাপ্রকার হয় । উপসর্গ অব্যয়  
এবং সংজ্ঞা সঙ্গনাম বিশেষণ ইত্যাদি ॥

তত্র উপসর্গ ।

১ উপসর্গ অর্থাৎ যাহা ধাতুনিষ্পন্নসংজ্ঞা অথবা  
বিশেষণশব্দের পূর্ববর্তী হইয়া তদর্থের বিশেষ  
বৈচিত্র্যবোধ করায় । তাহার সংখ্যা বিংশতি ॥  
যেমন ॥

প্র পরা অপ সং নি অব অনু নির দূর  
বি অধি সু উৎ পরি প্রতি অভি অতি অপি  
উপ আ ইতি .২০ ॥

উপসর্গঘটিত শব্দ ॥

যেমন ॥ গ্রহান ১ পরামর্শ ১ অপবাদ ১  
সংস্থান ১ নিনাদ ১ অবস্থা ১  
অনুষ্ঠান ১ নির্ণয় ১ দুর্ভাগ্য ১  
বিশেষ ১ অধিকার ১ সুস্থ ১  
উৎপাত ১ পরিষ্কার ১ প্রতিজ্ঞা ১

অভিমান । অতিক্রম । অপিধান ।  
 কেহ অকারের লোপ করে । পিধান । উপরোধ ।  
 আক্রমণ । ইত্যাদি ॥

### অব্যয়শব্দ

১ অব্যয়শব্দ অর্থাৎ বাক্যান্তর্গত হইয়া বাক্যার্থের  
 দাহিত্য বা পৃথক্‌ত্ব বোপ করায় ॥

যেমন । তিনি এবং আমি একত্র যাইব । ও যদি  
 তুমি যাও তবে তাহাকে পাঠাইব কিন্তু তিনি তথায়  
 থাকিবেন না ইত্যাদি ॥

### অব্যয়ভেদ ।

২ অব্যয়শব্দ তাৎপর্যভেদে অনেকপ্রকার হয় ॥  
 যোজক । পার্থক্যসূচক । সন্দেহসূচক । হেতুবোধক ।  
 ভাববোধক । এবং বিভক্তি ইত্যাদি ॥

### তত্রযোজক ।

১ যোজক অর্থাৎ যাহা পদগত হইয়া কুল্যাকপে  
 তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ বোধ করায় ॥ এবং ও  
 আর । যথা । যেমন ইত্যাদি ॥

যেমন । তুমি এবং তিনি বুদ্ধিমান ও শাস্ত্রজ্ঞ  
 ইত্যাদি ॥

### পার্থক্যসূচক ।

২ পার্থক্যসূচক অর্থাৎ যাহা বাক্যান্তর্গত হইয়া

পার্থক্যরূপে তদর্থ সঙ্কোচ করে ॥ যেমন । কিম্বা  
অথবা বা ইত্যাদি যথা । তিনি কিম্বা আমি যাইব  
অথবা লিখিব নতুবা কোনলোক পাঠাইব ইত্যাদি ।

সন্দেহসূচক ।

৩ সন্দেহসূচক অর্থাৎ যাহা বাক্যাগতহইয়া  
তদর্থের কিঞ্চিৎ আশংসাবোধ করায় ॥ যথা ।  
যদি যদিপি কিন্তু বরং তবে তথাপি তত্রাপি তবু  
ইত্যাদি ।

যেমন । যদি তুমি যাইতে তবে কি এমন হইত  
ইত্যাদি ॥

হেতুবোধক ।

৪ হেতুবোধক অর্থাৎ যাহা পূর্ববাক্যের বা পর-  
বাক্যের বিশেষরূপে সপ্রমাণ অর্থবোধ করায় ॥  
যথা । একারণ । এইহেতুক । তন্নিমিত্তে । যেহেতু ।  
অতএব । কারণ । কেননা । এজন্য । ইত্যাদি ॥

যেমন তিনি সেখানে গিয়া তাহার অত্যন্ত অপকার  
করেন । তাহার কারণ এই যে তিনি নির্বোধ ।  
অতএব তুমি তাহাকে সাবধানে রাখিবা ইত্যাদি

ভাববোধক ।

৫ ভাববোধক অর্থাৎ যাহা অন্তর্গত নানাপ্র-  
কার ভাব স্পষ্টরূপে বোধ করায় ॥ যথা । হায়

উঃ আঃ ইঃ আহা হায়হায় হাঁ বটে হাঁহাঁ নানা ইত্যাদি ॥

যেমন হাঁ তোমার যে অন্তঃকরণ তাহা কিক-  
হিব । হায়২ মহাশয় হাঁ বটে সকলই জগদী-  
শ্বরের ইচ্ছা ॥

বিভক্তি ॥

৩ বিভক্তি অর্থাৎ যাহা বিশেষ২ অর্থে প্রযুক্ত  
হইয়া কারকসম্বন্ধাদি পুতিপন্ন করায় ॥ দ্বারা  
হইতে তে ইত্যাদি যেমন । তদ্বারা আমার এইলাভ  
হইয়াছে ইত্যাদি ।

বিভক্তিভেদ ।

৭ বিভক্তি তাৎপর্যভেদে সপ্তপুকার হয় ॥  
যেমন । প্রথম দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থী পঞ্চমী ষষ্ঠী  
সপ্তমী ইতি ॥

বিভক্তিসংখ্যা ।

	একত্ব	বহুত্ব	
প্রথমা	অ	রা	১
দ্বিতীয়া	কে	কে	১
তৃতীয়া	তে	তে	১
চতুর্থী	কে	কে	১
পঞ্চমী	হইতে	হইতে	১

ষষ্ঠী	র	র	!
সপ্তমী	তে	তে	!

১ তত্র প্রথম সূত্র ।

১ প্রথনাবিভক্তির অকারের লোপ হয় ॥

যেমন । আমি করিলাম । হরি ছিলেন । তিনি  
কহেন ইত্যাদি

২ সূত্র ।

২ বিভক্তির রকারপরে শব্দের অন্ত্যঅকার-  
স্থানে একার হয় । এবং ঐ একারের পর রাপ্রত্য-  
য়ের কখন২ লোপও হয় । যথা । লোকেরা বলে  
অথবা লোকে কহে ইত্যাদি

৩ সূত্র

৩ দ্বিতীয়াদিবিভক্তিপরে বহুবচনে দিগশব্দ  
প্রয়োগ হয় । এবং ঐ দিগশব্দ ও তৃতীয়া এবং  
পঞ্চম্যর্থপ্রত্যয়যোগে ও সহ্যর্থ সাম্যর্থ নিম্নি-  
ভার্থ সামীপ্যাদ্যর্থশব্দসংযোগে ষষ্ঠীবিভক্তি  
হইয়া থাকে তাহাতে পূৰ্ব্বপদ ষষ্ঠ্যন্ত হয় । এবং  
কখন২ সমানরূপে ঐষষ্ঠীর লোপ হয় ॥

যেমন । বালকেরদিগকে অথবা বালকদিগকে  
তাহারদ্বারা তাহাহইতে ইত্যাদি

## ৪ সূত্র ।

৪ তেপ্রত্যয়পরে অন্ত্যঅকারস্থানে একার হয় ।  
 এবং ঐ একারের পর তেপ্রত্যয়ের লোপও হয় ।  
 যেমন । তিনি ধনেতে কিম্বা ধনে সুখী হইয়াছেন ।  
 এবং গৃহেতে অথবা গৃহে বসিয়া থাকেন ইত্যাদি

## ৫ সূত্র

৫ তৃতীয়ার্থেদ্বারা এবং কতৃকপ্রত্যয়ের প্রয়োগ  
 হয় কিন্তু কতৃকপ্রত্যয় কেবল তৃতীয়ান্ত অনুক্ত  
 কতৃপদেই ব্যবহার হয় । যথা । তৎকতৃক ধরা  
 পড়িলাম কিন্তু কেবল অর্থদ্বারা রক্ষা পাইলাম  
 ইত্যাদি

## ৬ সূত্র ।

৬ চতুর্থীর কেপ্রত্যয়ের স্থানে রেও আদেশ হয় ।  
 যথা । তাহাকে অথবা তাহারে দিলান ॥

## ৭ সূত্র ।

অপেক্ষাশব্দও পঞ্চমীপ্রত্যয়ার্থে কখন২ ব্যব-  
 হার করা যায় । যথা । তিনি তাহাহইতে অথবা  
 তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি

## ৮ সূত্র

৮ ষষ্ঠীর বহুবচনে দিগশব্দের স্থানে দ শব্দও

আদেশ হয় । যথা । তাহারদিগের ধন অথবা তাহাদের ধন ইত্যাদি

৯ সূত্র ।

৯ আকারান্তশব্দের উত্তর সপ্তমীর তেপুতায় স্থানে কখন২ য় আদেশ হয় ॥

যেমন । আমাতে কিম্বা আনায় এই ঘটিল ॥

কিন্তু বহুবচনে অকারান্তশব্দের ন্যায় দিগশব্দ পুয়োগ হয় । যেমন । আমাদিগে অথবা আমারদিগেতে তোমার শক্কা নাই ইত্যাদি ॥

ইতি অব্যয়শব্দসমাপ্ত্যনন্তর সংজ্ঞানির্ণয় ॥

অথ সংজ্ঞানিকপণ ।

১ সংজ্ঞা অর্থাৎ যাহা আমারদের চক্ষুর্গোচর অথবা জ্ঞানমাত্রের বিষয় হইয়া বস্তুমাত্রকে পুতিপন্ন করায় । যেমন । মনুষ্য । পশু । জ্ঞান । ধর্ম । কাশী । কাঞ্চীত্যাदि ॥

সংজ্ঞাভেদ ।

২ সংজ্ঞা প্রথমতঃ তিন প্রকার হয় ।

যেমন । নামবাচক । ভাববাচক । এবং ক্রিয়াবাচক ॥

নামবাচক ।

১ নামবাচক অর্থাৎ যাহা বস্তুর নামমাত্রকে প্রতি-



পন্ন করায়। যেমন। নর। নারী। রাম। হরি। তরী।  
জরীত্যাदि

ভাববাচক।

৩ ভাববাচক অর্থাৎ যাহা বস্তুর নামরূপভাব-  
বোধক হয়। যেমন। মনুষ্য। জ্ঞানি। ভদ্র।  
ইত্যাদি

ক্রিয়াবাচক।

৪ ক্রিয়াবাচক অর্থাৎ যাহা ভাববাচ্যপ্রত্যয়ান্ত  
হইয়া ধাত্বর্থমাত্র বোধ করায়॥

যেমন। করণ॥ করা। যাওন। যাওয়া ইত্যাদি

পুনর্ভেদ।

৩সংজ্ঞা সামান্যপ্রকৃতভেদে পুনর্বিধা॥

সামান্যসংজ্ঞা।

১ সামান্যসংজ্ঞা অর্থাৎ যাহা সাধারণ নামের  
বোধক হইয়া একজাতীয়বহুত্বসূচক হয়।

যেমন। ধর্ম, কর্ম, নর, নারী ইত্যাদি

প্রকৃতসংজ্ঞা।

২ প্রকৃতসংজ্ঞা অর্থাৎ যাহা বিশেষনামের বোধ  
জন্মায়॥ যেমন। রামচন্দ্র। রামহরি। কাশী।

কাশী। মথুরাপুরী ইত্যাদি

ইতিসংজ্ঞাস্বরূপনিকৃপণানন্তরনর্থনামনিকৃপণ॥

অথ সৰ্বনামনিৰূপণ ।

১ সৰ্বনাম অৰ্থাৎ যাহা সৎস্কার প্রতিনিধিস্বরূপ  
বিশেষণ হইয়া অর্থবিশেষে ব্যক্তিবিশেষকে  
প্রতিপন্ন করাইবার নিমিত্তে নির্দ্বারিত হয় ।

যেনন । অস্মদ্ যুষ্মদ্ তদ্ যদ্ ইত্যাদি

সৰ্বনামভেদ ।

২ তাৎপর্য্যভেদে সৰ্বনাম তিন প্রকার হয় ।

অস্মাদাদিসৰ্বনাম । বিশেষণসৰ্বনাম । এবং সৎখ্যা  
বাচক সৰ্বনাম ইতি

অস্মাদাদিসৰ্বনাম ।

১ অস্মাদাদিসৰ্বনাম অৰ্থাৎ যাহা সৎস্কার প্রতি-  
নিধিত্বরূপে কেবল ব্যবহৃত হয় ॥ যেনন । অস্মদ্  
যুষ্মদ্ তদ্ যদ্ এতদ্ অদস্ কিন্ ইত্যাদি

২ অস্মাদাদিশব্দেৰা বিভক্তান্ত হইয়া রূপান্তর  
হয় । যেনন ।

প্রথমার একবচনে ।

অন্যবিভক্তিতে

পুং স্ত্রী . . ক্রীবাণিহ্মে । ত্রিণিহ্মে ।

অস্মদ্ আমি

আমা

যুষ্মদ্ তুমি

তোমাএবংতো

স্বয়ং আপনি

আপনা

তদ্ তিনি

তাহা

তাহা এবং তা

যদ্	যিনি	যাহা	যাহা এবং যা
এতদ্	ইদম্ ইনি	ইহা	ইহা এবং এ
অদস্	উনি	উহা	উহা এবং ও
কিন্	কে	কি	কাহা এবং কা

### বিশেষণসৰ্বনাম ।

২ বিশেষণসৰ্বনাম অর্থাৎ তদাদিশব্দেরা বিশেষণস্বরূপ হইয়া কপান্তরপ্রাপ্ত হইলেই তাহারদিগকে বিশেষণসৰ্বনাম কহা যায় ।

তদ্রূপকপান্তর । যথা ।

বিশেষণে ।

ত্রিনিজে ।

তদ্                      সে            ১

যদ্                      যে            ১

এতদ্                    এ            ১

অদস্                    ঐ            ১

কিন্                      কোন ।

উভয়                    উভয় ।

সৰ্ব                        সৰ্ব । এবং সকল । ইত্যাদি

সংখ্যাবাচক ।

সংখ্যাবাচক অর্থাৎ যাহা একতাদিসংখ্যার বোধক । যেমন । এক । দুই । তিন । চারি ইত্যাদি

ইতি সম্বন্ধান্ননিকপণানন্তর বিশেষণস্বরূপনিক-  
পণ ।

অথবিশেষণনিকপণ ।

\* ১ বিশেষণ অর্থাৎ যদ্বারা বস্তুর গুণ বা অবস্থা-  
বিশেষ ব্যক্ত হয় । যেমন । সুন্দরীস্ত্রী । বৃদ্ধা স্ত্রী ।  
যুবাপুরুষ । ইত্যাদি

বিশেষণভেদ ।

২ বিশেষণপদ ক্রমভেদে তিনপ্রকার বিভক্ত হয় ।  
যেমন । স্বরূপবিশেষণ । তরপুত্র্যাস্ত বিশেষণ  
ইত্যাদি .

স্বরূপবিশেষণ ।

১স্বরূপবিশেষণ অর্থাৎ যদ্বারা গুণের তারতম্য  
ভেদবোধ নাহইয়া কেবল স্বরূপার্থের বোধ হয় ॥  
যমন । ভদ্রলোক । বিজ্ঞলোক ইত্যাদি

\* মূলধাতু কত্ববাচ্য এবং কর্মণিবাচ্যপুত্র্যাস্ত  
হইলে বিশেষণস্বরূপ হয় । যথা । সম্পাদক মান্য  
এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি . ইত্যাদিএবং কর্মণিবাচ্য  
পুত্র্যাস্ত বিশেষণের অন্তে অন্য অকর্মক হও যাও  
ইত্যাদিধাতুযুক্ত . হইলে কর্মণিবাচ্যক্রিয়াব্যব-  
হার হয় ॥

যেমন । ইহা দৃষ্ট হইল । এবং বক্ত হইল ইত্যাদি

### তরপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ।

২ তরপ্রত্যয়ান্তবিশেষণ অর্থাৎ যদ্বারা উভয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষাপকর্ষজ্ঞানপূর্বক ইতর-বিশেষবোধ হয় ॥

যেনন । তিনি ইহাহইতে ভদ্রতর । ইনি এব্যক্তি ইহাতে বিজ্ঞতর ইত্যাদি ॥

### তমপ্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ।

৩ তমপ্রত্যয়ান্তবিশেষণ অর্থাৎ যাহারদ্বারা অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষাপকর্ষবিশেষজ্ঞান হয় ।

যেনন । তিনি সকলব্যক্তিইহাতে ভদ্রতম, বিজ্ঞতম, অথবা অজ্ঞতম, মন্দতম ইত্যাদি ॥

৩ উক্তবিশেষণপদসমুদায় বিশেষ্যলিঙ্গ অর্থাৎ বিশেষ্যনিষ্ঠ পুংস্ত্রাদিলিঙ্গ প্রাপ্ত ও বিশেষ্য ব্যক্তিক অর্থাৎ বিশেষ্যগতপ্রথমাদিব্যক্তিভেদ প্রাপ্ত হয় ও বিশেষ্যসংখ্যক অর্থাৎ বিশেষ্যনিষ্ঠ এক-হাদিসংখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং বিশেষ্যবিভক্তিক হয় । অর্থাৎ বিশেষ্যনিষ্ঠকর্তৃত্বাদিবিহিতবিভক্তিগৃহণ করে ইত্যাদি । যেনন । উত্তম পুরুষ, উত্তমাস্ত্রী, উত্তমধন বা রত্ন ইত্যাদি

### বিশেষণীয় বিশেষ্য ।

\*৪ যখন এই সকল বিশেষণপদ বিধেয়তা অর্থাৎ প্রধানত্বরূপে নির্দিষ্ট হয় তখন বিশেষ্যের স্বরূপ অর্থাৎ লিঙ্গসংখ্যাাদিপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষণীয়বিশেষ্য অর্থাৎ বিশেষণরূপ বিশেষ্য নির্দ্ধারিত হয়। যেমন। জ্ঞানিরা অর্থাৎ জ্ঞানিব্যক্তিরা এবং দুঃখিরা অর্থাৎ দুঃখিব্যক্তিরা কহিলেন ইত্যাদি ॥ অতঃপর পদার্থ নির্ণয় ॥

### অথ পদার্থনির্ণয় ।

১ পদার্থ অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞাপদে প্রতীক্ষমান হইলে তদর্থের বিশেষ বিশেষরূপে ব্যক্তি হয়। এবং তাহাতে সংজ্ঞানুগতসর্বনাম ও বিশেষণ পদেও তদর্থাবগতি হয় ॥

### তদ্রূপে ।

২ রূপভেদে তাহা চারিপ্রকার বিভক্ত। যেমন। ব্যক্তি। সংখ্যা। লিঙ্গ এবং কারক ॥

\*কোন স্থলে দুইতিন বিশেষ্যশব্দ, বিশেষ্য বিশেষণের ন্যায় স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহারা পরস্পর ভিন্নলিঙ্গ, ভিন্নবিভক্তিক হইলেও স্বীয় স্বীয় লিঙ্গসংখ্যাত্যাগ করে না। যথা। বিবাহের ফল সন্তান, যবনের দুষ্টজাতি ইত্যাদি ॥ .

### ১তম ব্যক্তি।

১ব্যক্তি অর্থাৎ যাহা সংজ্ঞাদিপদের ভেদক হইয়া  
তমিকপিতক্রিয়াপদেরও ভেদবোধ করায় ॥

### ব্যক্তিভেদ।

২ ব্যক্তি প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়ভেদে তিনপ্রকার  
কহা যায় ॥

### প্রথমব্যক্তি।

১ প্রথম অর্থাৎ অসম্ভব্যক্তি যাহার বক্তৃত্বরূপে  
ভান হয়।

যেনন। আমি। আমরা। আমাকে। আমার  
ইত্যাদি

### দ্বিতীয়ব্যক্তি।

২ দ্বিতীয় অর্থাৎ যুগ্মব্যক্তি যাহার প্রতি বক্তার  
বাক্যোদ্দেশ্য বোধ হয়। যেনন। তুমি। তোমার।  
তোমাকে ইত্যাদি।

### তৃতীয় ব্যক্তি।

৩ তৃতীয় অর্থাৎ নামরূপ ব্যক্তি যাহাকে অবলম্ব  
করিয়া বক্তার তাৎপর্যার্থের ভান হয়। যেনন।  
হরি। জ্ঞান। রাম ইত্যাদি

### উদাহরণ।

আমি তোমার কথায় তাহাকে বন্ধ করিয়াছিলাম  
ইত্যাদি

## ২ সৎখ্যাবিষয় ।

১ সৎখ্যা অর্থাৎ যাহা সৎজ্ঞাদিপদের একত্বাদি বোধ করায় । তাহাতে সৎস্কৃতভাষামতে এক বচন বিবচন বহুবচনভেদে তিনপুকার কিন্তু সাধুভাষায় তাহাদুইপুকার ব্যবহার হয় । এক বচন এবং বহুবচন ।

## একবচন ।

২ একবচন অর্থাৎ যদ্বারা পদার্থের একত্বমাত্র বোধ হয় । যেমন । আমি, তিনি, রান, শ্যান, ইত্যাদি বহুবচন ।

৩ বহুবচন অর্থাৎ যদ্বারা পদের বহুত্ববোধ হয় । যেমন । আমরা । তাহারা । রানেরা ইত্যাদি

## ৩ লিঙ্গবিষয়

\* ১ লিঙ্গ অর্থাৎ যাহা সৎজ্ঞাদিপদের পুংস্ত্বাদি ভেদবোধ করায় । তাহা পুংস্ত্বাদিভেদে তিনপুকার পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্রীবলিঙ্গ ইত্যাদি

\* লিঙ্গজ্ঞান অভিধানজ্ঞানাধীন ব্যাকরণদ্বারা সফলজ্ঞান হয় না । যেমন । পুং, বৃক্ষ । স্ত্রী, লতা । ক্রী, ফল ইত্যাদি ইহাতে পুংক্রীবলিঙ্গে বড় রূপ-বিশেষ অর্থাৎ আকারের ভিন্নতানাই । বৃক্ষ । ফল ইত্যাদি



### ১ পুংলিঙ্গ

পুংলিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষবোধকশব্দমাত্র। যেমন।  
নর। ব্রাহ্মণ। সিংহ। ব্যাঘ্র। নৃগ ইত্যাদি

### ২ স্ত্রীলিঙ্গ।

স্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীবোধক শব্দমাত্র। যেমন।  
নারী। ব্রাহ্মণী। সিংহী। নৃগী ইত্যাদি

### ৩ ক্লাবলিঙ্গ।

ক্লাবলিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রীপুংম্ভোদকশব্দভিন্ন শব্দ  
মাত্র।

যেমন। ধন। মান। জ্ঞান। গৃহ। জন। স্থল।  
ইত্যাদি।

### পুংলিঙ্গের রূপবিশেষ।

যে২ শব্দে পুংলিঙ্গে যেকূপ রূপান্তর হয় তাহার  
ভাষায়ব্যবহারযোগ্য বিশেষনিশ্চয় করা যাই-  
তেছে।

### তত্র ঋকারান্ত।

ঋকারান্তশব্দেরা পুংলিঙ্গে আকারান্ত হইয়া  
প্রয়োগযোগ্য হয়। অর্থাৎ ঋকারের স্থানে  
আকার হয়।

### উদাহরণ।

পিতৃ এস্থলে পিতা প্রয়োগ হয়। জামাতৃ

জামাতা। হোত্ হোতা। কত্ কৰ্তা। দাত্ দাতা  
ইত্যাদি

কারকবিশেষেও তদ্রূপ ॥

যেনন। পিতা পিতার। পিতাকে পিতাছারা  
ইত্যাদি

মত্ এবং বত্ ভাগান্ত।

\* ২ মৎ এবং বত্ ভাগান্তশব্দেৱা পুংলিঙ্গে মান্  
এবং বান্ভাগান্ত হইয়া ব্যবহার হয় অর্থাৎ তকা-  
রের স্থানে নকার এবং ঐ নকারপরে অকার  
স্থানে আকারযুক্ত হয় ॥

যেনন। কপবত ব্যবহারে কপবান্। ধনবত্ ধনবান্।

শ্রীমত শ্রীমান্। বুদ্ধিমৎ বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি  
বিভক্তিভেদেও তদ্রূপ।

যেনন। ধনবান্ ধনবানের। ধনবান্কে ইত্যাদি  
ইন্ভাগান্ত।

৩ ইন্ভাগান্তশব্দেৱা পুংলিঙ্গে কত্গদেৱ এক  
বচনে এবং বিষয়তাকপং বিশেষণে দীর্ঘঈকারান্ত।

\* অএ। বতু এবং মতু প্রত্যয় উকারেত হইলে  
তদন্তশব্দকে বত্ এবং মত্ভাগান্তবলিয়া নির্দে-  
শ করাগেল ॥

ইইয়া ব্যবহার হয় অর্থাৎ নকারের লোপ ও ইকারের দীর্ঘতা হয় ॥

যেমন। ধনিন্, ধনী। জ্ঞানিন্, জ্ঞানী ইত্যাদি  
এবং তিনি ধনী ও তাঁহারা ধনী ছিলেন ইত্যাদি  
৪ অন্যবিভক্তিতে এবং বিশেষণে কেবল নকার  
লুপ্ত হয় ইকার হ্রস্বই থাকে ॥

যেমন ॥ জ্ঞানিরা জ্ঞানিহইতে জ্ঞানিদের এবং  
জ্ঞানিমনুষ্য ইত্যাদি

### নান্ত

৫ নান্তশব্দে রা ও পূ লিঙ্গে আকারান্ত ইইয়া থাকে।  
অর্থাৎ নকার লুপ্ত হইলে অকারের দীর্ঘ আকার  
হয় ।

যেমন। রাজন্, রাজা রাজারা রাজার ইত্যাদি

৬ সংখ্যাব্যাক্যকনান্তের কেবল নকারের লোপ  
হয় ।

যেমন। পঞ্চন্, পঞ্চ । দশন্, দশ । নবন্, নব  
ইত্যাদি

### উদাহরণ।

দশজনরাজারদের সঙ্গে পঞ্চজন সন্ন্যাসী ছিল।  
ইত্যাদি

চান্তাদি ।

১ চান্ত এবং জান্ত শব্দেরা কান্ত হইয়া পুয়ক্ত হয় ।  
এবং কখন২ গান্ত হয় এবং শান্ত ও হান্ত শব্দেরাও  
কান্ত হয় । অর্থাৎ অন্ত্যচকারস্থানে ক এবং গ হয়  
ইত্যাদি কিন্তু এস্থলে লিঙ্গের বিশেষ নাই অর্থাৎ  
ত্রিলিঙ্গে একুপ হইয়া থাকে ।

যেনন ।

সুযুক্ত ইহাতে সুযুক্ত, সুযুগ্ । ও অবাচ্ অবাক ।  
ইদৃশ্ ইদৃক্ । তাদৃশ্ তাদৃক্ ইত্যাদি  
স্ত্রীলিঙ্গে ।

ভচ্ ভক, সুজ্ সুক, বাচ্ বাক, দৃশ্ দৃক্, এবং উষ্ণিহ্  
উষ্ণিক্ ইত্যাদি

ক্লীবলিঙ্গে ।

তির্য্যচ্ তির্য্যাক্ । অনৃজ্ অনৃক্ ইত্যাদি

ঊদাহরণ ।

তাহার সুযুক্ত বা সুযুগ্ দেখিতেছি না কিন্তু তিনি  
ইহাতে অবাক্ হইয়াছেন ॥ তাহার এক্ষণে তাদৃক্  
ক্লেণ নাই কিন্তু অদ্যাবধি মুখে বাক্ সরে নাই  
ইত্যাদি

স্ত্রীলিঙ্গ প্রকরণ ।

১ অকারান্ত শব্দেরা আকারান্ত হইয়া স্ত্রীলিঙ্গ

বোধক হয় কিন্তু অকভাগান্তপদের ককারের  
পূৰ্ববৰ্ত্তি অকারেরস্থানে ইকার হইয়া থাকে ॥

উদাহরণ ।

কেবল অকারান্ত ।

উভম

উভমা

সৰ্ব

সৰ্বা ইত্যাদি

অকভাগান্ত ।

\* নায়ক

নায়িকা ।

কারক

কারিকা । ইত্যাদি

নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ ।

২ কতিপয়শব্দ নিত্যস্ত্রীলিঙ্গ অর্থাৎ যাহারদের  
লিঙ্গান্তরভাবনাই কেবল স্ত্রীলিঙ্গমাত্র তাহাতে  
আকারান্ত এবং ইবর্ণান্ত সামান্যতঃ ব্যবহার হইয়া  
থাকে ।

যেমন । গজা । লতা । অজা । ভাৰ্য্যা । কন্যা ইত্যাদি  
এবং বুদ্ধি । মতি । স্ত্রী । লক্ষ্মী । হ্রী ইত্যাদি

\* কতক অকভাগান্তের বিকল্পবিধি আছে । যথা ।  
চটকিকা চটককা । আৰ্য্যিকা আৰ্য্যকা ইত্যাদি

ঈপ।

\* ৩ ষকারেত্ টকারেত্ উকারেত্ এবং ঞ্কারেত্  
প্রত্যয়ান্ত শব্দ নাশ্ত ও ঞ্কারান্ত শব্দ এবং নদাদি  
অর্থাৎ নদ ইত্যাদিশব্দের ঈকারান্ত হইয়া  
স্ত্রীবোধক হয় অর্থাৎ অন্তে দীর্ঘঈকারযুক্ত হয়।  
যকারেত্ প্রত্যয়ান্ত।

বৈষ্ণব বৈষ্ণবী।

দাক্ষায়ণ দাক্ষায়ণী। ইত্যাদি।

\* স্ত্রীলিঙ্গের দীর্ঘঈপ্রত্যয়পরে অন্ত্য অকারের  
ও অন্তভাগান্তের অকারের লোপ হয়। এবং কোন  
অন্ত ভাগান্তের অকারের উত্তর নকার হয় কিন্তু  
আন্ত ভাগান্তের আকারের উত্তর সম্ভব হইলে  
বিকল্পে নকার হয় এবং শ্বন্ ও যুবন্ শব্দের বকার  
স্থানে উকার হয়। যথা।

অকারান্ত।

অন্তভাগান্ত।

বৈষ্ণবী নদী ইত্যাদি।

দীবা/স্ত্রী ইত্যাদি

অন্তভাগান্ত।

আন্তভাগান্ত।

রাক্ষী পৃথ্বী ইত্যাদি। ভাস্ত্রী ভাতী ইত্যাদি

শ্বন্ যুবন্

শুণী যুণী এবং যুবতিও  
হয় ইতি

( ৬৬ )

টকারেত্।

একাদশ

একাদশী।

ভূষণ

ভূষণী। ইত্যাদি

উকারেত্।

ক্রীমত্

ক্রীমতী।

কপবত্

কপবতী। ইত্যাদি

ঋকারেত্।

দীবাৎ

দীবাঙী।

পচত্

পচন্তী।

ভাত্

ভাতী। ভাত্তী। ইত্যাদি।

নাস্ত।

দণ্ডিন্

দণ্ডিনী।

মানিন্

মানিনী।

রাজন্

রাজ্ঞী।

শূন্

শূনী।

যুৱন

যুৱনী। ইত্যাদি।

ঋক্কারান্ত।

কৰ্ণত্

কৰ্ণী।

ধাত্

ধাত্বী। ইত্যাদি

নদাদি।

নদ

নদী।

গৌর

গৌরী ।

মৎস্য

মৎসী । ইত্যাদি ।

৪ জাতিবাচক অকারান্ত গুণবাচক উকারান্ত এবং স্বাক্ষবাচক ও তিকারভিন্ন হ্রস্বইকারান্ত শব্দেরা প্রায় দীর্ঘঈকারান্ত হয় । অর্থাৎ ত্রীনিজে অন্তে দীর্ঘ ঈকারযুক্ত হয় ॥

জাতি বাচক ।

মৃগ

মৃগী ।

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণী । ইত্যাদি

গুণবাচক ।

মৃদ

মৃদী ।

লঘু

লঘী । ইত্যাদি

স্বাক্ষবাচক ।

বিম্বোষ্ঠ

বিম্বোষ্ঠী ।

সুকেশ

সুকেশী ।

সুস্তন

সুস্তনী । ইত্যাদি

\* কখন২ ওষ্ঠ এবং ও তুল্যরূপে পূর্বের অক্ষরের লোপও হয় । এবং স্বরসন্ধির দ্বিতীয় লক্ষণ দ্বারা বৃদ্ধিও হয় । যথা । বিম্বোষ্ঠ, বিম্বোষ্ঠী, সুস্তোতু, সুস্তোতুী ॥



হ্রস্ব ইকারান্ত ।

রাজি

রাজী এবং রাজি ইত্যাদি

তিকাৱান্ত ।

গতি

গতি ।

মতি

মতি । ইত্যাদি

৫ পুংলিঙ্গবোধকশব্দের অন্তে ভাৰ্য্যার্থে দীৰ্ঘ  
ঈকার হয় । এবং বুদ্ধরূদ্রাদিশব্দের অন্তে তদ-  
র্থে আনীযুক্ত হয় ।

ভাৰ্য্যার্থে ।

\* গোপ

গোপী ।

দেব

দেবী । ইত্যাদি

বুদ্ধরূদ্রাদি ।

বুদ্ধ

বুদ্ধাণী ।

রূদ্র

রূদ্রাণী ।

ভব

ভবাণী ।

মাতুল মাতুলী মাতুলানী মাতুলী ইত্যাদি

৬ সৎপ্রাচক শব্দ মনভাগান্ত শব্দ এবং স্বসৃ  
আদি ঞ্কারান্ত ও অজাদি অকারান্ত ইহারদের  
দীৰ্ঘ ঈকার সম্ভাবনা থাকিলেও অন্তে ঈকারযোগ  
হয় না ।

\* অত্র গোপা অর্থাৎ গোপভাৰ্য্যা এবং দেবী দেব  
পত্নী ইত্যাদি

( ৬৯ )

সংখ্যাবাচক ।

পঞ্চন্ পঞ্চ । ইত্যাদি

মনভাগান্ত ।

স্রীমন্ স্রীমা । ইত্যাদি

স্বসুদি ।

স্বস্ স্বসা ।

মাতৃ মাতা । ইত্যাদি

অজাদি

অজ অজা ।

বাল বাল । ইত্যাদি

ক্লীবলিঙ্গপ্রকরণ ।

১ ক্লীবলিঙ্গে স্বকারান্ত এবং বৎ ও মৎ ভাগান্ত  
শব্দের কোন রূপান্তর হয় না এবং ইন্ভাগান্ত  
শব্দেরা হ্রস্বইকারান্তই সম্ভব হয় ।

যেনন ।

দাতৃ জাতৃ ইত্যাদি এবং ধনবত গৃহবত  
বিধিমত ইত্যাদি এবং মানি ধনি দণ্ডি ইত্যাদি

২ কিন্তু কেবল চান্তাদির কিছু বিশেষ হয় তাহা  
পূর্বে বলাগিয়াছে । যথা ।

সুযুক্ত তিষ্ঠাক্ ইত্যাদি

## অর্থকারকপ্রকরণ

১ ক্রিয়াসামিধ্য সম্বন্ধিপদসকলকে কারক কহা যায় ।

কারকভেদ ।

২ কারক ছয়প্রকার সৰ্ব্বপ্রসিদ্ধ । যথা ।

কর্তা কৰ্ম্ম করণ সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ ।

তত্রক্রিয়াসম্বন্ধের উদাহরণ ॥

কর্তা ।

কৰ্ম্ম ।

করণ

তিনি, করেন থাকেন । ধৰ্ম্ম কর । করদ্বারা, মাঝে

সম্প্রদান । অপাদান ।

ব্রাহ্মণকে, দেও । প্রাণি হইতে পাইলাম ।

অধিকরণ ।

রাজাধিকারে, থাকি । ইত্যাদি

৩ সম্বন্ধ এবং সম্বোধনপদের তদ্রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না তদর্থ ইহারা কারকপদবাচ্য নহে ।

সম্বন্ধ ।

মানির,মান । ধার্মিকের, ধৰ্ম্ম । রাজার, প্রজাই  
ধন হইয়াছে ইত্যাদি

সম্বোধন ।

হে মহারাজ তদ্রূপধনসঞ্চয়ে যত্নবান্ হউন  
ইত্যাদি

তত্র কৰ্তৃনিৰূপণ।

১ ক্রিয়াপদের প্রধানআশ্রয়কেই কৰ্তা কহা যায়। কারণ কৰ্তৃভিন্না ক্রিয়া প্রয়োগার্থী হয় না। যেমন। থাম্ অর্থাৎ তিনি এবং থাকেন্ অর্থাৎ ইনি ইত্যাদি

উক্তপদে প্রথমা এবং সম্বোধনে প্রথমা হয়। তাহাতে কৰ্তৃবাচ্যে কৰ্তা এবং কৰ্ম্মণিবাচ্যে কৰ্ম্ম উক্ত হয়। এইনিয়মানুসারে উক্ত কৰ্তৃপদে এবং কৰ্ম্মপদে প্রথমা ও অনুক্তকৰ্ম্মপদে দ্বিতীয়া এবং কৰ্তৃপদে তৃতীয়া অথবা ষষ্ঠী ইত্যাদি অতএব কৰ্তৃবাচ্যে কৰ্তৃপদে প্রথমা এবং কৰ্ম্মপদে দ্বিতীয়া ও কৰ্ম্মণিবাচ্যে কৰ্ম্মপদে প্রথমা এবং কৰ্তৃপদে তৃতীয়া অথবা ষষ্ঠী ইত্যাদি হয়।

যেমন।

কৰ্তৃবাচ্যে। আমি তাহাকে দেখিলাম। অত্র উক্ত কৰ্তৃপদ আমি এবং অনুক্ত কৰ্ম্ম তাহাকে ইত্যাদি

কৰ্ম্মণিবাচ্যে। আমাকর্তৃক অথবা আমাদের তাহা করা হইল। অত্র উক্ত কৰ্ম্ম তাহা এবং অনুক্ত কৰ্তা আমাকর্তৃক ইত্যাদি॥

কর্তৃভেদ ।

২কর্তা প্রযোজ্য প্রযোজকভেদে দ্বিধা ।

১প্রযোজ্যকর্তা ।

৩প্রযোজ্য অর্থাৎ সাধারণীক্রিয়াশ্রয় ।

যেনন । তিনি খান্ ইনি করেন ইত্যাদি ।

২ প্রযোজককর্তা ।

৪প্রযোজক অর্থাৎ প্রেরণীক্রিয়াশ্রয় ।

যেনন । ইনি খাওয়ান্ তিনি করান ইত্যাদি ।

৫ প্রযোজ্যকর্তা প্রেরণীক্রিয়ার কৰ্ম্ম হয় এবং তাহাতে দ্বিতীয়া হয় । যেনন । তিনি অন্নখান্ ইনি তাহাকে অন্ন খাওয়ান্ ইত্যাদি ॥

কৰ্ম্মপদ ।

২ ক্রিয়াব্যাপ্য কৰ্ম্ম অর্থাৎ যাহাকে ব্যাপিয়া সকৰ্ম্মকক্রিয়ার অর্থঘটনা হয় তাহাকেই সকলে কৰ্ম্ম কহেন । এবং তাহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং কোন স্থানে ঐ বিভক্তির লোপ হয় ।

যেনন তিনি দেখিলেন অর্থাৎ তাহাকে । এবং তিনি কহিলেন অর্থাৎ বাক্য এবং আমাকে ইত্যাদি ॥

কৰ্ম্মভেদ ।

৩ নিষ্পত্ত্য বিকার্য্য প্রাপ্যভেদে কৰ্ম্ম ত্রিবিধ ।

## ১তম নির্দর্শ্য ।

৪ নির্দর্শ্য অর্থাৎ উৎপাদ্য বর্তমানাপ্রতীত  
বস্তুর উৎপত্তিদ্বারা প্রতীতি ইত্যর্থ ।

যেমন । তিনি ঘট নির্মাণকরিলেন এবং পাট  
প্রস্তুত করিলেন ইত্যাদি

## ২বিকার্য ।

৫ বিকার্য অর্থাৎ অবস্থান্তরপ্রাপ্ত । তাহা দ্বিধা ।

## ১ প্রথমবিকার্য ।

৬ প্রথম, প্রকৃতির উচ্ছেদ অর্থাৎ ধ্বংসদ্বারা  
রূপান্তর, পরিণতি । যেমন । কাঠকে ভস্ম করিলেন  
ইত্যাদি

## ২ দ্বিতীয় বিকার্য ।

৭ দ্বিতীয়, অর্থাৎ প্রকৃতির ক্রিয়াস্তরদ্বারা পূর্বা-  
পেকা গুণান্তরোৎপত্তি ।

যেমন । স্বর্ণকার সুবর্ণখণ্ডকে কুণ্ডল করিতেছে  
এবং কর্মকার তাঁর বা পিত্তলময়পিণ্ডকে বহুগুণা  
করিতেছে ইত্যাদি ।

## ৩ প্রাপ্য ।

৮ প্রাপ্য অর্থাৎ নির্দর্শ্য বিকার্যভিন্ন । যেমন ।  
চন্দ্রকে, দেখানান । জ্ঞানিকে, মানিনাম ইত্যাদি

৯ কিন্তু বিকল্পকক্রিয়ার প্রাপ্য উভয় মুখ্য এবং  
গৌণ ।

## ১ মুখ্য।

১০ মুখ্য অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রধানব্যাপ্য। যেমন।  
ইহা, বলিলাম। তাহা, জিজ্ঞাসা করিলাম।  
ইত্যাদি

## ২ গোণ।

১১ গোণ অর্থাৎ ক্রিয়ার অপ্রধানব্যাপ্য। যেমন।  
তাহাকে, বলিলাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।  
ইত্যাদি ॥

## ৩ করণ।

\* ১ যদ্বারা বা যদ্বন্ধেতুক অর্থসাধন হয় তাহাকেই  
করণ কহা যায় এবং তাহাতে এবং অনুক্তকর্তৃ-  
পদে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

যেমন। অস্ত্রে, কাটিলাম। বস্ত্রে, ছাঁকিলাম। হাত  
দিয়া, মারিলেন। এবং পুণ্যেতে, সুখী পাপেতে,  
দুঃখী ইত্যাদি

এবং তত্কর্তৃক মারা পড়িল এবং ধরা পড়িল  
ইত্যাদি ॥

---

\* অত্র কেহ কহেন যে দ্বারার্থে দিয়া এবং করিয়া  
হয়। যথা। হাতদিয়া কাটিলাম। নৌকা করিয়া  
আইলাম ইত্যাদি

## ৪ সম্পাদান ।

১ যাহার প্রতি স্বীয় স্বত্বত্যাগপূৰ্ব্বক বস্তুপ্রদান বা প্রদানাভিপ্রায় করা যায় তাহাকেই সম্পাদান কহা যায় এবং তাহতে চতুর্থী হয় ।

যেমন । ভট্টাচার্য্যামহাশয়কে একটী স্বর্ণাঙ্গুরী ও পরিধেয়োত্তরীয় বস্ত্র দেওয়াগেল এবং যৎ-  
কিঞ্চিৎ পাথেয় দিলে ভাল হয় ।

## ৫ অপাদান ।

১ যাহাহইতে বস্তুর নিঃসরণ অর্থাৎ পতন গৃহণ গমন ইত্যাদি অর্থ বুঝা যায় এবং যদপেক্ষা কোন বিশেষ তারতম্য বোধ হয় তাহাকে সকলে অপাদান কহেন তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয় ।

যেমন । বৃক্ষহইতে পড়িলাম তাহাহইতে পাই-  
লাম তদপেক্ষা সুখী ছিলেন আমাহইতে বড়  
ছিলেন । এক্ষণে পূৰ্ব্বাপেক্ষা বিশেষ হইয়াছে  
ইত্যাদি ॥

২ অনুক্ত কতৃপদে পঞ্চমীবিভক্তিও হইয়া থাকে  
যথা । সেই বিচ্ছিন্নহইতে প্রতারিত হইব অর্থাৎ  
বিচ্ছিন্নকর্তৃক প্রতারিত হইব ইত্যাদি ॥

## ৬ সম্বন্ধ ।

১ সম্বন্ধা জ্ঞান জনকাবেয়বাবয়বীত্যাদ্যর্থবোধক



পদসমূহাদয়ের পরস্পর যোজনা হয় তাহার নাম সম্বন্ধ তাহাতে ষষ্ঠীবিভক্তি হয় এবং অনুক্ত কতৃ-পদেও ষষ্ঠী হয়।

যেনন। তাহার পুত্র। আমার হস্ত। তোমার পিতা। তাহার দণ্ড। সূর্যের আলোক। রাজার দেওয়া ইত্যাদি

২ সহার্থ সাম্যার্থ নিমিত্তার্থ সামীপ্যাদ্যর্থ শব্দ যোগে ও নির্দ্ধারণার্থে ষষ্ঠী হইয়া থাকে।

যেনন। তাহার সহিত। ইহার তল্য। তাহার নিমিত্ত। ইহার নিকটে আমার কাছে। সকলের অধম। তাহার বড়। ইহার অধিক ইত্যাদি।

৩ উভয় পদের মধ্যে পূর্বপদই সম্বন্ধপদবাচ্য ও তাহাতেই ষষ্ঠী হয় কারণ পরপদের যোজনা বিশেষ ব্যবহারহেতুক বিভক্ত্যন্তর ব্যবহার হয়

যেনন। তাহার পুত্র হইয়াছে তাহার ঘরে থাকি। তাহার পুত্রের পুত্র জন্মিয়াছে ইত্যাদি॥

৭ অধিকরণ।

১ কতৃ কন্ম ব্যবহিত ক্রিয়াশ্রয় অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয় কতৃ ও কন্ম সেই কতৃ কন্ম শ্রয় অধিকরণ অর্থাৎ যদ্বারা আধার রূপার্থ নিষ্পত্তি হয় তাহা কেই অধিকরণ কহা যায় এবং তাহাতে সপ্তমী হয়।

ସେମନ । ବନେ ଯାହି । ଶସ୍ତ୍ରରେ ଥାହି । ଗଞ୍ଜାୟ ପାହି ।  
 ମୁଖେ ଛାହି । ଘରେ ବସି । ମାଥାୟ ଘସି  
 ବୁକେ ହାତ । ପାୟ ବାତ ଇତ୍ୟାଦି ।

୧ କୌଣସି କର୍ମପଦେତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ।

ସେମନ । ହାତେ ଧରିନାମ ତଥାପି ଶୁନିନ ନାତିନି  
 ତାହାର ପୁତ୍ରେ ଅନୁମତି ଦିଆଛେନ ଇତ୍ୟାଦି

୧ ସଂସ୍କାରପଦ ।

\* ୧ ବିମୁଖାବସ୍ଥାବସ୍ଥିତ ସଚେତନ ବସ୍ତୁରାଭିମୁଖୀ କରଣ-  
 କେହି ସଂସ୍କାର କହାଯାଏ ଏବଂ ତାହାତେ ପ୍ରଥମାହୁୟ ॥

୨ ସଂସ୍କାରରେ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର ଇକାର ଏବଂ ଉକାର ଗୁଣ  
 ହିଁୟା ଏକାର ଏବଂ ଓକାର ହୁଏ ଡିକାର ହୁଏ ଆକାର  
 ଏକାରହୁଏ ଇତ୍ୟାଦି ସେମନ । ମହାଶୟ, ସଦୟ ହୁଅ ।  
 ହରେ, ଗୁଣ୍ଡିଦେଓ । ପ୍ରଭୋ, ଶିଷ୍ଟପାଳନ ଅଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତି  
 ଦମନକରା କର୍ତ୍ତା । ସୁନ୍ଦରି, ପ୍ରିୟବାକ୍ୟାମ୍ବୁତ ପାନକର ।  
 ହେକନେ । ସଜ୍ଜନ ସଞ୍ଜେ ବାସକର ଏବଂ ଦୁର୍ଜନ ସଞ୍ଜତି  
 ପରିହର ଇତ୍ୟାଦି ॥

ଉକ୍ତପଦର ନିରୂପଣ ।

୧ ଉକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ॥  
 ତାହାତେ କର୍ତ୍ତା ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ତଦର୍ଥେ କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ

\* ଅନ୍ତରାଚେତନେଓ ଉପଚାରାଧୀନ ସଂସ୍କାର ଗୁଣ୍ଡ ।  
 ସେମନ । ହେଷ୍ଟ ହେଲତେ ଇତ୍ୟାଦି

ক্রিয়া তন্নিয়মিত ব্যক্তি সৎখ্যা গৃহণ করে। যেমন।  
আনি করিলান তুমি করিল। তিনি করিলেন ইত্যাদি

২ কর্ম প্রধানকর্মণিবাচ্য তদর্থ কর্মণিবাচ্য  
ক্রিয়া কর্ম নিয়মিত ব্যক্তি সৎখ্যা গৃহণ করে।

যেমন। আনি মারা পড়িলান। তুমি মারা পড়ি-  
লা। তিনি মারা পড়িলেন। ইত্যাদি

৩ অতএব দ্বিকর্মকাঙ্গলে উভয়কর্ম প্রধান  
হইবার অসম্ভাবনা হেতুক বিশেষ নির্দেশ করা যাই-  
তেছে যে মুখ্যগৌণোভয় কর্মস্থলে মুখ্যকর্ম এবং  
প্রকৃতিবিকৃতিভাব কর্ম স্থলে বিকৃতি ভাবকর্ম  
উক্ত হয়। যথা

তাহাকে (ইহা) বলাগেল এবং স্বর্ণপত্রকে (অঙ্গু-  
রিকা) করাগেল ইত্যাদি।

৪ সকর্মকক্রিয়ার প্রেরণার্থে উভয়কর্ম হয়। তাহা-  
তে সাধারণীর ব্যাপ্য এক কর্ম এবং কর্তা ইহাতে  
ভাষ্যমতে কর্মণি বাচে। সাধারণীর কর্ম ই উক্ত  
হয় এবং কর্তা অনুক্ত কর্ম ই ইয়া থাকে।

যেমন। তাহাকে (ইহা) খাওয়ান গেল এবং  
ইহাকে (একর্ম) করান গেল ইত্যাদি

৫ দ্বিকর্মকস্থলে সাধারণীর গৌণকর্মে প্রেরণে  
প্রতিশব্দের যোগ হয় ॥

যেমন । তাহার প্রতি তাহাকে ইহা বলান গেল  
এবং জিজ্ঞাসা করান গেল ইত্যাদি ॥

৬ অকর্মক্রিয়ার পুরণার্থে কেবল সাধারণীর  
কর্তাই কর্মমাত্র তাহাতে ভাষামতে তাহা উক্ত  
হয় না ॥ অতএব পুরণার্থে ধাতু কখন অকর্মক  
হয় না ।

যেমন । তাহাকে শোওয়ান গেল এবং বাসান গেল  
- ইত্যাদি

অথ ধাতুপ্রকৃতিক প্রকরণ ।

ধাতু ।

১ ক্রিয়ামূলপ্রকৃতি ধাতুপ্রকৃতি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা  
তাহাতে সংস্কৃতানুযায়ি ধাতু । যাও খাও করি  
মারি ইত্যাদি

ক্রিয়া ।

২ 'ধাত্বর্গমাত্রবোধক' পদকে ক্রিয়া কহা যায় ।  
যেমন । যাওয়া খাওয়া করা মারা গমনকরা ইত্যাদি  
ক্রিয়াপদ ।

৩ ক্রিয়া প্রয়োগার্থে অর্থাৎ কালাদ্যর্থবোধক  
প্রত্যয় বিহিতা ও বাক্যার্থসমাপনী হইলে ক্রিয়াপদ  
বাচ্য হয় অর্থাৎ তখন তাহাকে ক্রিয়াপদ কহা  
যায় । যেমন । করিলান । করাগেল ইত্যাদি

৪ ক্রিয়া সকত্বকা অর্থাৎ কতৃসম্বন্ধিনী । যথা ।  
করিলাম অর্থাৎ আমি বা আমরা । করাগেল অর্থাৎ  
আমাকত্বক ইত্যাদি

ক্রিয়াভেদ ।

৫ ক্রিয়া সাধারণী প্রেরণীভেদে দ্বিধা বিভক্তা ।

১ সাধারণী ।

৬ সাধারণী প্রয়োজ্যকতৃসম্বন্ধিনীতি প্রসিদ্ধা ।  
যেনন । আমি খাই । তুমি কর । তিনি বসেন ইত্যাদি

২ পুরণী ।

৭ পুরণী পুয়োজক কতৃসম্বন্ধিনী । যেনন ।  
আমি খাওয়াই । তুমি বসাও ইত্যাদি

৮ অত্র সাধারণীর কর্তা পুরণীর কন্মসংজ্ঞা  
প্রাপ্ত হয় । যেনন । তুমি খাও এবং আমি তোমাকে  
খাওয়াই ইত্যাদি

পুনর্ভেদ ।

৯ সমাপিকা অসমাপিকা ভেদে ক্রিয়া পুনর্দ্বিধা ।

১ সমাপিকা ।

১০ সমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়ান্তরূপে কারহিতা  
বাক্যার্থ সমাপনীতি । যেনন । হইয়াছে করিয়াছে  
করিব ইত্যাদি

## ২ অসমাপিকা।

১১ অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়াস্তুরাপেক্ষিতার্থা  
অর্থাৎ সমাপিকাক্রিয়াসাপেক্ষা।

যেমন। করিতে করিয়া হইলে তইয়াদি  
পুনর্ভেদ।

১২ সকর্মক অকর্মক দ্বিকর্মকভেদে পুনর্বিধা।

## ১ সকর্মক ক্রিয়া।

১৩ সকর্মক ক্রিয়া কর্মসংযোগিনী অর্থাৎ কর্ম  
শাসনতৎপরা। যেমন। করিলেন অর্থাৎ কর্ম।  
খাইলেন অর্থাৎ অন্ন ইত্যাদি ॥

## ২ অকর্মকক্রিয়া।

\* ১৪ অকর্মকক্রিয়া অপ্রতিপাদিতকর্ম। অর্থাৎ  
কর্মশাসনাসমর্থ। হয়।

যেমন। বসিলেন। হইল। আছেন। থাকেন ইত্যাদি

\* অকর্মকক্রিয়ার ধাতু যে২ অর্থে হইয়া থাকে  
তাহার নিকপণ। যথা। হওণ, বাঁচন, দর্পকরণ,  
শয়ন, খেলন, বসন, ভয়করণ, শঙ্ককরণ, উড়ন,  
থাকন, জরা, লজ্জা, উদয়, নত হওন, পলায়ন,  
পতন, নাচন, ভ্রমণ, পাবন, ক্ষরণ, জাগরণ, মজ্জন,  
শুদ্ধ হওন, যুদ্ধকরণ, গমন, পতন, মরণ, উৎসাহকরণ,

## ৩ দ্বিকৰ্মকক্রিয়া।

১৫ দ্বিকৰ্মক ক্রিয়া মুখ্যাতি রিক্ত কৰ্ম সংযোগিনী  
অর্থাৎ মুখ্যগোণোভয় কৰ্ম শাসনতত্পরা।  
যেনন তোমাকে ইহা কহিলাম ইত্যাদি।

১ তত্র মুখ্য।

১৬ প্রধানত্বরূপে নির্দেশ্য মুখ্য অর্থাৎ ক্রিয়ার  
প্রধানব্যাপ্য। যথা। এইকথা কহিলাম এবং  
জিজ্ঞাসা করিলাম ইত্যাদি।

২ গোণ।

১৭ গোণ পশ্চাত্তপ্রতীতক্রিয়াব্যাপ্য অর্থাৎ অপ্র-  
ধান কৰ্ম। যথা। তোমাকে কহিলাম তাহাকে  
জিজ্ঞাসা করিয়াছি ইত্যাদি

পুনর্ভেদ।

১৮ কত্ববাচ্য কৰ্মণিবাচ্য ভাববাচ্যভেদে তিন  
প্রকার।

রোদন, বর্জন, হর্ষণ, বমন, যত্ন, উদ্বেগ, কম্পন,  
জয়পাওন, ঘামন, উপবেশন, বাসকরণ, খ্যাতি  
করণ, বিশ্রামকরণ, উপশমন, দীপ্তিপাওন।  
ইত্যাদি অর্থে ধাতু সমুদায়, অকৰ্মক বলিয়া  
বিখ্যাত ও ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এত-  
দ্ভিন্ন ধাতু সকৰ্মক হয় ॥

১কত্ববাচ্য।

১৯ কত্ববাচ্যক্রিয়া কত্ববিহিতা অর্থাৎ কত্ব  
নিষ্ঠসংখ্যাব্যক্ত্যানুসারে প্রযুক্ত্যমানা।

যেমন। আমি করিতেছি। তুমি করিতেছ ইত্যাদি

১কর্মণিবাচ্য।

২০ কর্মণিবাচ্যক্রিয়া কর্মবিহিতা অর্থাৎ কর্ম  
নিষ্ঠসংখ্যাব্যক্ত্যানুসারে প্রযুক্ত্যমানা।

যেমন। আমি ধরা পড়িলাম। তুমি ধরা পড়িল।  
অর্থাৎ তত্কর্তৃক ইত্যাদি

২১ কর্মণিবাচ্যে কর্মণিবাচ্যপ্রত্যয়ান্ত সকর্মক  
ক্রিয়া নিম্পন্নবিশেষণের অন্তে অকর্মক ক্রিয়া  
যুক্তা হয়। যেমন। করা এবং যায় ইহাতে করাযান্ন  
ধরাযান্ন ইত্যাদি।

৩ ভাববাচ্য।

২২ ধাতুর্থমাত্রই ভাব অতএব কর্মশূন্য কর্মণি  
বাচ্যক্রিয়াসদৃশক্রিয়া ভাববাচ্যক্রিয়া অর্থাৎ কর্তা  
ও কর্মের ব্যক্তিসংখ্যাগুহণ করে না কেবল  
সামান্যত একত্বমাত্রসংখ্যাগুহণ করে।

যেমন। আমারদের বা তাহারদের শোওয়া হইল  
ইত্যাদি ॥

২৩ ভাববাচ্যে ভাববাচ্য আ এবং যাপ্রত্য-



স্নাত্ত অকৰ্মকক্রিয়াবাচক সংস্কার অন্তে অন্য  
অকৰ্মকক্রিয়া যুক্ত হয় । যথা । থাকা এবং  
যায় ইহাতে থাকাযায় । শোওয়াযায় । জাগা  
যায় । হওয়াগেল ইত্যাদি

অথ ক্রিয়াধিষ্ঠিতকালনিকপণ ।

১ পূৰ্ব্বোক্ত সন্মাপিকা ক্রিয়া কালিকপ্রত্যয়ভেদে  
বহুধা হয় ॥

তত্র কাল ।

২ কাল অর্থাৎ ক্রিয়ার্থসম্পাদক ॥

কালভেদ ।

৩ কাল অর্থের দ্যোতকতাহেতুক প্রথমতঃ ত্রিধা  
বিভক্ত । বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ ইতি ॥

১ বর্তমান ।

৪ বর্তমান অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রয়োগাধিকরণকাল  
ইতি ॥

বর্তমানভেদ ।

৫ বর্তমান যোগ্য বিহিতভেদে দ্বিধা বিভক্ত হয় ।

১ যোগ্যবর্তমান ।

৬ যোগ্য বর্তমান অর্থাৎ করণযোগ্যার্থে  
প্রযুক্ত । যথা । আমি করি তুমি কর তিনি  
করেন ইত্যাদি

## ২ বিহিতবর্তমান ।

৭ বিহিতবর্তমান অর্থাৎ ক্রিয়মাণার্থে পুণ্যুক্ত ।  
যেনন । আমি করিতেছি তুমি করিতেছ ইত্যাদি  
অতীত কাল ।

৮ অতীত অর্থাৎ ক্রিয়ার্থসম্পন্নতাবোধক ॥  
অতীতভেদ ।

৯ সাধুতাষারীত্যানুসারে অতীত কাল পঞ্চ  
প্রকার হয় । যথা । অপূর্ণ, বর্তমানসামীপ্য,  
অদ্যতন, হস্তন, অনদ্যতন ইতি ॥

### ১ অপূর্ণ ।

১০ অপূর্ণভূত অর্থাৎ ক্রিয়ার্থের সম্ভাবিতসম্প-  
ন্নতাবোধক । যেনন । আমি করিতাম তুমি করিতা  
ইত্যাদি

### ২ বর্তমান সামীপ্যভূত ।

১১ বর্তমান সামীপ্যভূত অর্থাৎ বর্তমানবিহিত  
সম্পন্নতাবোধক কাল । যেনন । আমি করিতে-  
ছিলাম তুমি করিতেছিল। তিনি করিতেছিলেন  
ইত্যাদি

### ৩ অদ্যতনভূত ।

১২ অদ্যতনভূত অর্থাৎ ক্রিয়ার্থসম্পন্নতামাত্র  
বোধক কাল । যেনন । আমি করিলাম তুমি করিলা  
তিনি করিলেন ইত্যাদি ।

## ৪ হস্তনভূত ।

১৩ হস্তনভূত অর্থাৎ নিশ্চয়ত্বরূপে ক্রিয়ার্থতাৎ-  
কালিকীসম্পন্নতাবোধক কাল । যেমন । আমি  
করিয়াছি তুমি করিয়াছ তিনি করিয়াছেন ইত্যাদি

## ৫ অনদ্যতনভূত ।

১৪ অনদ্যতনভূত অর্থাৎ অনন্তরক্রিয়া পূর্ববত্তি'  
ক্রিয়ার্থসম্পন্নতাবোধক কাল । যেমন । আমি  
করিয়াছিলাম তুমি করিয়াছিল। তিনি করিয়াছি-  
লেন ইত্যাদি

## ১ ভবিষ্যৎকাল ।

১৫ ক্রিয়াভাবিত্ববোধক কালকে ভবিষ্যৎকাল  
কহা যায় । যথা । আমি করিব তুমি করিবা  
তিনি করিবেন ইত্যাদি

## আনন্তর্য্যক্রিয়া ।

১৬ আনন্তর্য্যার্থবোধক কুৎপ্রত্যয়নিৰূপিত ক্রিয়া  
অসমাপিকা ক্রিয়া ॥

## তদ্ভেদ ।

১৭ আনন্তর্য্যক্রিয়া প্রত্যয়ভেদে পঞ্চপ্রকার নির্দিষ্ট।  
হয় । যথা । শত্রুর্থা চতুর্থী চণমর্থা ভূত্বা ভাব-  
ক্তার্থা ইতি

## ১ শত্রুর্থা ।

১৮ শত্রুর্থা অর্থাৎ ক্রিয়ান্তরের সমকালীনতা

বোধক কুৎপ্রত্যয়পুষ্টা । যথা । করত হওত  
যাওত লওত ইত্যাদি

## ২ চতুর্থার্থ ।

১৯ চতুর্থার্থ অর্থাৎ নিমিত্তার্থ কুৎপ্রত্যয়পুষ্টা ।  
যথা । করিতে খাইতে যাইতে লইতে ইত্যাদি

## ৩ চণমর্থ্য ।

২০ চণমর্থ্য অর্থাৎ বর্তমানবিহিতকুৎপ্রত্যয়  
পুষ্টা । যথা । করিতে ২ খাইতে ২ লইতে ২  
যাইতে ২ ইত্যাদি

## ৪ জুার্থ্য ।

২১ জুার্থ্য অর্থাৎ সম্পন্নতার্থকুৎপ্রত্যয়পুষ্টা ।  
যথা । করিয়া যাইয়া লইয়া খাইয়া ইত্যাদি

## ৫ ভাবজুার্থ্য ।

২২ ভাবজুার্থ্য অর্থাৎ সম্ভাবিতার্থকুৎপ্রত্যয়  
পুষ্টা । যথা । করিলে খাইলে যাইলে লইলে  
ইত্যাদি ॥

ইতি সমাপিকা অসমাপিকা ক্রিয়ানিরূপণা-  
নন্তর ধাতুবিভক্তিনিরূপণ করা যাইতেছে ॥

অথ ধাতুবিভক্তিনিরূপণ ।

ভাষ্যমতে ধাতুবিভক্তির সংখ্যা বিশেষে বিশেষ  
নাই । কেবল কাল এবং ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ  
মাত্র ।

তত্র একত্ববহুত্বসংখ্যায়।

বর্ত্তমানে।

প্রথমব্যক্তি। দ্বিতীয়ব্যক্তি। তৃতীয়ব্যক্তি।

১ যোগে। ই। অ, অহ। এ, এন।

২ বিহিতে। তেছি। তেছ। তেছে, তেছেন।

অতীতকালে।

প্র। দ্বি। ত্।

১ অপূর্ণে। তাম। তা। তে। ত, তেন।

২ বর্ত্তমানসামীপ্যে। তেছিলাম। লা, লে। ল, লেন।

৩ অদ্যতনে। লাম। লা, লে। ল, লেন।

৪ হস্তনে। যাছি। যাছ। যাছে, যাছেন।

৫ অনদ্যতনে। যাছিলাম। লা, লে। ল। লেন।

ভবিষ্যৎকালে।

প্র। দ্বি। ত্।

১ ভবিষ্যৎকালে। ব। বা, বে। বে, বেক, বেন।

২ বিধিবিশেষার্থে। উন, ও। উক, উন।

কৎপ্রত্যয়।

শত্রুর্থে। চতুর্মর্থে। চণমর্থে। ক্রুর্থে। ভাবক্রুর্থে।

প্রত্যয়া। তা। তে। তে। য়। লে হয়।

চণমর্থেতেপ্রত্যয়ান্তপদের দ্বির্ভাব হয়। যথা।

করিতে২ যাইতে২ লইতে২ ইত্যাদি ॥

# বিভক্তিনিরূপণানন্তর পদসাধনার্থলক্ষণনির্দেশ ॥ পদসাধনার্থলক্ষণ ।

## ১ সূত্র ।

১ ধাতুবিভক্তিপরে ধাতুর অন্ত্য ওকার ইকার হয় । এবং ধাতুর অন্ত্য ওকারের পূর্ববর্ত্তি ও এবং এ থাকিলে তৎস্থানে উ এবং ই হয় তাহাতে উকারপরে উকারের লোপ হয়, এবং স্বরপরে অন্ত্যইকারের লোপ হয় কেবল ওকারপরে লোপ হয় না ।

## ১ উদাহরণ ।

ধাতু	।	বিভক্তি	।	সিদ্ধপদ	।
লও	।	ই	।	লই	। ইত্যাদি
লও	।	লান	।	লইলান	। ইত্যাদি
করি	।	ই	।	করি	। ইত্যাদি
করি	।	অ অহ	।	কর করহ	। ইত্যাদি
করি	।	এ এন	।	করে করেন	। ইত্যাদি
করি	।	উন উক	।	করুন করুক	। ইত্যাদি
করি	।	ও	।	করিও	। ইত্যাদি
লও	।	ও	।	লইও	। ইত্যাদি

## ২ সূত্র ।

২ ওকারের পর অকারের এবং একারের লোপ

হয়। ওকারস্থানে একারপরের হয়। এবং উকার পরে লোপ হয়।

## ২ উদাহরণ।

ধাতু । বিভক্তি । সিদ্ধপদ।

লও । অ । লও । ইত্যাদি

লও । এ । লয় । ইত্যাদি

লও । উন । লউন। ইত্যাদি

লও । উক । লউক। ইত্যাদি

## ৩ সূত্র।

৩ এন পরে ওকারস্থানে য় এবং ওকারের লোপ হয়। পরে ওকার লুপ্ত হইলে একারেরও লোপ হয়।

## ৩ উদাহরণ।

ধাতু । বিভক্তি । সিদ্ধপদ।

লও । এন । নয়েন লন। ইত্যাদি

দেও । ই । দিই অথবা দেই । ইত্যাদি

শোও । ই । শুই । ইত্যাদি

দেও । এ, এন । দেয়, দেন । ইত্যাদি

শোও । এ, এন, । শোয়, শোয়েন, শোন। ইত্যাদি

দেও । উন, উক । দিউন, দিউক । ইত্যাদি

শোও । উন, উক । শুন, শুক । ইত্যাদি

## ৪ সূত্র।

৪ ক্‌প্রত্যয়ের শব্দের তকারপরে ধাতুর অন্ত্য ইকারস্থানে অকার হয় এবং ওকারস্থানে অকার হয় না।

## ৪ উদাহরণ।

ধাতু ।	বিত্তি	। সিদ্ধপদ ।
করি ।	ড	। করত । ইত্যাদি
লও ।	ত	। লওত । ইত্যাদি

## ৫ সূত্র।

৫ ধাতুর অন্ত্যইকারের স্থানে আকার এবং ওকারের উত্তর যা যুক্ত হইলে ভাববাচ্যে ক্রিয়া-বাচক সংজ্ঞা এবং কৰ্ম্মণিবাচ্যে বিশেষণ হয়।

## ৫ উদাহরণ।

ধাতু ।	প্রত্যয় ।	। পদ ।
করি ।	আ .	। করা । ইত্যাদি
যাও ।	য়া	। যাওয়া । ইত্যাদি
লও ।	. য়া 'i'	। লওয়া । ইত্যাদি

## ৬ সূত্র।

৬ সাধারণীক্রিয়াবাচক সংজ্ঞার উত্তর ওকার যুক্ত হইলে প্রেরণার্থক ধাতু কহায়।



### ৬ উদাহরণ ।

সংজ্ঞা । প্রত্যয় । প্রেরণার্থধাতু ।  
 করা । ও । করাও । ইত্যাদি  
 দেওয়া । ও । দেওয়াও । ইত্যাদি  
 এবং পূর্ববৎ পদসিদ্ধি ।  
 যথা ।

প্রেরণার্থধাতু । বিভক্তি । সিদ্ধপদ ।  
 করাও । ই । করাই । ইত্যাদি  
 দেওয়াও । নাম । দেওয়াইনাম । ইত্যাদি  
 শোওয়াও । তেছি । শোওয়াইতেছি । ইত্যাদি

### ৭ সূত্র

৭ প্রেরণার্থধাতুর অন্ত্য ওকারস্থানে নকার হইলে  
 কর্মণিবাচ্যে বিশেষণ এবং ভাববাচ্যে সংজ্ঞা হয় ।

### ৭ উদাহরণ ।

প্রেরণার্থ ।  
 ধাতু । প্রত্যয় । সিদ্ধপদ ।  
 করাও । ন । করান । ইত্যাদি  
 থাওয়াও । ন । থাওয়ান । ইত্যাদি

### ৮ সূত্র ।

৮ কর্মণিবাচ্য প্রত্যয়ান্তবিশেষণের উত্তর অকর্মক  
 যাও হও ইত্যাদিধাতু যুক্ত হইলে কর্মণিবাচ্যের

ধাতু হয় । এং ভাববাচ্য আ এং যা প্রত্যয়ান্ত  
সংজ্ঞার উত্তর উক্তরূপ ধাতুযুক্ত হইলে ভাববাচ্য  
ধাতু হয় ।

### ৮ উদাহরণ ।

বিশেষণ । অকর্ম্মকধাতু । কর্ম্মণিবাচ্যধাতু ।

করা	।	হও	।	করা হও	।	ইত্যাদি
ধৃত	।	হও	।	ধৃত হও	।	ইত্যাদি
যাওয়া	।	যাও	।	যাওয়া যাও	।	ইত্যাদি
করান	।	যাও	।	করান যাও	।	ইত্যাদি
থাওয়ান	।	যাও	।	থাওয়ান যাও	।	ইত্যাদি
স্থাপিত	।	হও	।	স্থাপিত হও	।	ইত্যাদি

পূর্ববত্ পদসিদ্ধি ।

ধাতু . . . . . । বিভক্তি । সিদ্ধপদ . . . . . ।

করা হও	।	এ	।	করা হয়	।	ইত্যাদি
যাওয়া যাও	।	ন	।	যাওয়া গেল	।	ইত্যাদি
করান যাও	।	এ	।	করান যায়	।	ইত্যাদি
স্থাপিত হও	।	এ	।	স্থাপিত হয়	।	ইত্যাদি

অথ ধাতুরূপব্যবস্থা ।

তত্র ।

কত্ববাচ্যে

সাধারণী সকর্ম্মক সনাপিকা ক্রিয়া

করি ।

যোগ্যবর্ত্তমানে প্রয়োগ ।

একবচন । বহুবচন ।

প্রথমব্যক্তিতে । আমি করি । আমরা করি ।

দ্বিতীয়ব্যক্তিতে । তুমি কর । তোমরা কর ।

তৃতীয়ব্যক্তিতে । তিনি করেন । তাহারা করেন ।

সে করে । তাহারা করে ।

বিহিতবর্ত্তমানে ।

একত্রে । বহুত্রে ।

প্রথম । আমি করিতেছি । আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি করিতেছ । তোমরা ।

তৃতীয় । তিনি করিতেছেন । তাহারা ।

সে করিতেছে । তাহারা ।

অপূর্ণভূতে ।

একত্রে । বহুত্রে ।

প্রথম । আমি করিতাম । আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি করিতা বা । তোমরা ।

করিতে

তৃতীয় । তিনি করিতেন । তাহারা ।

সে করিত । তাহারা ।

বহুমানসামীপ্যভূতে ।

একত্রে ১ বহুত্রে ১

প্রথম ১ আমি করিতেছিলাম ১ আমরা ১

দ্বিতীয় ১ তুমি করিতেছিলি বা ১ তোমরা ১

করিছিলে

তৃতীয় ১ তিনি করিতেছিলেন ১ তাহার ১

সে করিতেছিল ১ তাহার ১

অদ্যতনভূতে ।

একত্রে ১ বহুতে ১

প্রথম ১ আমি করিলাম ১ আমরা ১

দ্বিতীয় ১ তুমি করিলি বা ১ তোমরা ১

করিলে

তৃতীয় ১ তিনি করিলেন ১ তাহার ১

সে করিল তাহার ১

হাস্তনভূতে ।

একত্রে ১ বহুত্রে ১

প্রথম ১ আমি করিয়াছি ১ আমরা ১

দ্বিতীয় ১ তুমি করিয়াছ ১ তোমরা ১

তৃতীয় ১ তিনি করিয়াছেন ১ তাহার ১

সে করিয়াছে ১ তাহার ১

অনদ্যতনভূতে ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম । আমি করিয়াছিলাম ।

আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি করিয়াছিলি বা ।

করিয়াছিলে ।

তোমরা ।

তৃতীয় । তিনি করিয়াছিলেন ।

তাহারা ।

সে করিয়াছিল ।

তাহারা ।

ভবিষ্যৎকালে ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম । আমি করিব ।

আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি করিবা বা ।

তোমরা ।

করিবে ।

তৃতীয় । তিনি করিবেন ।

তাহারা ।

সে করিবে, করিবেক ।

তাহারা ।

বিশেষবিধ্যর্থ ।

বিধিবর্ত্তমানে ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম । আমি করি ।

আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি কর ।

তোমরা ।

মহাশয় করুন ।

মহাশয়েরা ।

তৃতীয় । তিনি করুন ।

তাহারা ।

	একত্রে ।	বহুত্রে ।
তৃতীয় ।	সে করুক ।	তাহারা ।
	বিধিভবিষ্যৎ ।	

	একত্রে ।	বহুত্রে ।
প্রথম ।	আমি করিব ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করিও ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করিবেন ।	তাহারা ।
	সে করিবেক বা করিবে ।	তাহারা ।
	স্বার্থাসম্ভাবনার্থে ।	
	যোগ্যবর্তমানে ।	

	একত্রে ।	বহুত্রে ।
প্রথম ।	যদি আমি করি ।	যদি আমরা ।
দ্বিতীয় ।	যদি তুমি কর ।	যদি তোমরা ।
তৃতীয় ।	যদি তিনি করেন ।	যদি তাহারা ।
	যদি সে করে ।	যদি তাহারা ।
	অর্থাৎ তবে একপ হইবে ।	

অপূর্ণভূতে ।

	একত্রে ।	বহুত্রে ।
প্রথম ।	যদি আমি করিতাম ।	যদি আমরা ।
দ্বিতীয় ।	যদি তুমি করিতা বা ।	যদি তোমরা ।
	করিতে ।	

( ৯৮ )

একত্রে । বহুত্রে ।

তৃতীয় । যদি তিনি করিতেন । যদি তাঁহারা ।

সে করিত । তাহারা ।

অর্থাৎ তবে একগ হইত ।

ধূর্ধাসম্ভাবনার্থে বর্তমানাপূর্ণভূতে যদি শব্দ  
প্রয়োগ হয় এবং তদাকাঙ্ক্ষানিবৃত্ত্যর্থে তবে  
শব্দও ব্যবহার করা যায় ।

উদাহরণ ।

যদি আমি মহাশয়ের অনুনতিগৃহণ করি অথবা  
করিতাম । তবে আমার পক্ষে মঙ্গল হইবে অথবা  
হইত ইত্যাদি ॥

অসমাপিকা ।

শত্রুর্থা । চন্দ্রমর্থা । চণমর্থা । ভ্রূর্থা । ভারত্ভূর্থা ।  
করত । করিতে । করিতে২ । করিয়া । করিলে ।

সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা ত্রিয়ার ।

হও ।

যোগ্য বর্তমানৈ ।

একত্রে । বহুত্রে ।

পুথম । আমি হই । আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি হও । তোমরা ।

তৃতীয় । তিনি হইলেন বা হন । তাঁহারা ।

	একত্রে ।	বহুত্রে ।
তৃতীয় ।	সে হয় ।	তাহারা ।
	বিহিতবর্ত্তমানে ।	
	একত্রে ।	বহুত্রে ।
প্রথম ।	আমি হইতেছি ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি হইতেছ ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি হইতেছেন ।	তাহারা ।
	সে হইতেছে ।	তাহারা ।
	অপূর্ণভূতে ।	
	একত্রে ।	বহুত্রে ।
প্রথম ।	আমি হইতাম ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি হইতা বা হইতে ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি হইতেন বা ।	তাহারা ।
	সে হইত ।	তাহারা ।
	বর্ত্তমান সামীপ্য ভূতে ।	
	একত্রে ।	বহুত্রে ।
প্রথম ।	আমি হইতেছিলাম ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি হইতেছিল বা ।	তোমরা ।
	হইতেছিলে ।	
তৃতীয় ।	তিনি হইতেছিলেন বা ।	তাহারা ।
	সে হইতেছিল ।	তাহারা ।



অদ্যতনে ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম ।	আমি হইলাম ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি হইলা বা হইলে ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি হইলেন বা ।	তাহারা ।
	সে হইল ।	তাহারা ।

হস্তনে ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম ।	আমি হইয়াছি ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি হইয়াছ ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি হইয়াছেন ।	তাহারা ।
	সে হইয়াছে ।	তাহারা ।

অনদ্যতনে ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম ।	আমি হইয়াছিলাম ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি হইয়াছিল বা ।	তোমরা ।
	হইয়াছিলে ।	
তৃতীয় ।	তিনি হইয়াছিলেন বা ।	তাহারা ।
	সে হইয়াছিল ।	তাহারা ।

ভবিষ্যৎ ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম । আমি হইব ।

আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি হইবে বা ।

তোমরা ।

হইবা ।

তৃতীয় । তিনি হইবেন বা ।

তাহারা ।

সে হইবে ।

তাহারা ।

বিশেষবিধার্থে ।

বিধিবর্ত্তমানে ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম । আমি হই ।

আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি হও ।

তোমরা ।

মহাশয় হউন ।

মহাশয়েরা ।

তৃতীয় । তিনি হউন ।

তাহারা ।

সে হউক ।

তাহারা ।

বিধিভবিষ্যৎ ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম । আমি হইব ।

আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি হইও ।

তোমরা ।

তৃতীয় । তিনি হইবেন ।

তাহারা ।

সে হইবেক বা হইবে ।

তাহারা ।

ধূর্তাসম্ভাবনার্থে ।

বর্তমানে ।

একত্বে ।

বহুত্বে ।

প্রথম । যদি আমি হই । যদি আমরা ।

দ্বিতীয় । যদি তুমি হও । যদি তোমরা ।

তৃতীয় । যদি তিনি হয়েন বা হন । যদি তাঁহারা ।

সে হয় ।

তাঁহারা ।

অপূর্ণভূতে ।

একত্বে ।

বহুত্বে ।

প্রথম । যদি আমি হইতাম । যদি আমরা ।

দ্বিতীয় । যদি তুমি হইত বা । যদি তোমরা ।

হইতে ।

তৃতীয় । যদি তিনি হইতেন বা । যদি তাঁহারা ।

সে হইত ।

তাঁহারা ।

অসমাপিকা ।

শত্রুর্থা । চতুর্থ । চণ্ডীর্থ । ভূর্তার্থ । ভাবভূর্তার্থ ।

হুত । হইতে । হইতে ২ । হইয়া । হইলে ।

প্রেরণীসকলক সমাপিকা ক্রিয়া ।

করাও ।

যোগ্যবর্তমানে ।

একত্বে ।

বহুত্বে ।

প্রথম । আমি করাই ।

আমরা ।

	একত্রে ।	বহুত্রে ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করাও ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করান ।	তাহারা ।
	সে করায় ।	তাহারা ।

বিহিতবর্তমানে ।

	একত্রে ।	বহুত্রে ।
প্রথম ।	আনি করাইতেছি ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করাইতেছ ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করাইতেছেন ।	তাহারা ।
	সে করাইতেছে ।	তাহারা ।

অপূর্ণভূতে ।

	একত্রে ।	বহুত্রে ।
প্রথম ।	আনি করাইতাম ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করাইত বা করাইতে ।	তোমরা ।
তৃতীয় ।	তিনি করাইতেন বা ।	তাহারা ।
	সে করাইত ।	তাহারা ।

বর্তমান মাণিপ্যভূতে ।

	একত্রে ।	বহুত্রে ।
প্রথম ।	আনি করাইতেছিলাম ।	আমরা ।
দ্বিতীয় ।	তুমি করাইতেছিল বা ।	তোমরা ।
	করাইতেছিলে ।	

একত্রে ।      বহুত্রে ।  
 তৃতীয়। তিনি করাইতেছিলেন বা ।      তাঁহারা ।  
 সে করাইতেছিল ।      তাহারা ।  
 অদ্যতনে ।

একত্রে ।      বহুত্রে ।  
 প্রথম ।      আমি করাইলাম ।      আমরা ।  
 দ্বিতীয়। তুমি করাইলা বা করাইলে ।      তোমরা ।  
 তৃতীয় ।      তিনি করাইলেন বা ।      তাঁহারা ।  
 সে করাইল ।      তাহারা ।  
 হস্তনে ।

একত্রে ।      বহুত্রে ।  
 প্রথম ।      আমি করাইয়াছি ।      আমরা ।  
 দ্বিতীয়।      তুমি করাইয়াছ ।      তোমরা ।  
 তৃতীয় ।      তিনি করাইয়াছেন ।      তাঁহারা ।  
 সে করাইয়াছে ।      তাহারা ।  
 অনদ্যতনে ।

একত্রে ।      বহুত্রে ।  
 প্রথম ।      আমি করাইয়াছিলাম ।      আমরা ।  
 দ্বিতীয়।      তুমি করাইয়াছিল বা ।      তোমরা ।  
    করাইয়াছিলে ।  
 তৃতীয় ।      তিনি করাইয়াছিলেন ।      তাঁহারা ।  
 সে করাইয়াছিল ।      তাহারা ।

## ভবিষ্যৎ

একত্বে ।

বহুত্বে ।

প্রথম । আমি করাইব । আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি করাইবা বা করাইবে । তোমরা ।

তৃতীয় । তিনি করাইবেন । তাহারা ।

সে করাইবে । তাহারা ।

বিশেষবিধার্থে ।

বিধিবর্তমানে ।

একত্বে ।

বহুত্বে ।

প্রথম । আমি করাই । আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি কর।ও । তোমরা ।

মহাশয় করাউন । মহাশয়েরা ।

তৃতীয় । তিনি করাউন । তাহারা ।

সে করাউক । তাহারা ।

বিধিভবিষ্যৎ ।

একত্বে ।

বহুত্বে ।

প্রথম । আমি করাইব । আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি করাইও । তোমরা ।

মহাশয় করাইবেন । মহাশয়েরা ।

তৃতীয় । তিনি করাইবেন । তাহারা ।

সে করাইবে বা করাইবেক । তাহারা ।

ধ্বংসস্তাবনার্থে ।

যোগ্য বর্তমানে ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম । যদি আমি করাই । যদি আমরা ।

দ্বিতীয় । যদি তুমি করাও । যদি তোমরা ।

তৃতীয় । যদি তিনি করান । যদি তাঁহারা ।

সে করায় । তাহারা ।

অপূর্ণত্রে ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম । যদি আমি করাইতাম । যদি আমরা ।

দ্বিতীয় । যদি তুমি করাইতা বা । যদি তোমরা ।  
করাইতে ।

তৃতীয় । যদি তিনি করাইতেন । যদি তাঁহারা ।

সে করাইত । তাহারা ।

অসমাপিকা ।

শত্রুর্থা । চতুর্মর্থা । চণমর্থা । ক্ষুর্থা । ভাবিত্তার্থা ।  
করাওত । করাইতে । করাইতে । করাইয়া । করাইলে

সাধারণী অকর্মকক্রিয়ার প্রেরণার্থে ।

সকর্মক সমাপিকা ।

শোওয়াও ।

যোগ্যবর্তমানে ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম । আমি শোওয়াই । আমরা ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

দ্বিতীয় । তুমি শোওয়াও ।

তোমরা ।

তৃতীয় । তিনি শোওয়ান বা ।

তাহারা ।

সে শোওয়ায় ।

তাহারা ।

ইত্যাদি ।

ইহার শেষ পূর্ববত্ ।

কৰ্ম্মণিবাচে ।

সাধারণী সকৰ্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া ।

ধৃত হও ।

যোগ্য বর্ত্তমানে ।

একত্রে ।

বহুত্রে ।

প্রথম । আমি ধৃত হই ।

আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি ধৃত হও ।

তোমরা ।

তৃতীয় । তিনি ধৃত হয়েন বা হন ।

তাহারা ।

সে ধৃত হয় ।

তাহারা ইত্যাদি ।

ইহার শেষ পূৰ্ব্বোক্ত অকৰ্ম্মক ক্রিয়াবৎ ॥

প্রেরণী সকৰ্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়া ।

ধরান হও ।

যোগ্য বর্ত্তমানে ।

প্রথম । আমি ধরান হই ।

আমরা ।

দ্বিতীয় । তুমি ধরান হও ।

তোমরা ।



একত্বে । বহুত্বে ।  
 তৃতীয় । তিনি ধরানি হয়েন বা হন । তাহার ।  
 সে ধরান হয় । তাহার ইত্যাদি ।  
 ইহার শেষ পূর্ববৎ ॥

ভাববাচ্যে ।

অকস্মিক সমাপিকা ক্রিয়া ।

যান্ত্রায়ায় ।

বর্তমানে ।

যোগ্য বর্তমানে । বিহিত বর্তমানে ।

যাওয়ায়ায় । যান্ত্রায়াইতেছে ইত্যাদি ।

অতীতকালে ।

১

২

৩

অপূর্ণভূতে । বর্তমান সামীপে । অদ্যতনে ।  
 যাওয়ায়াইতেছে । যাওয়ায়াইতেছিল । যাওয়াগেল ।

৪

৫

হস্তনে । অনদ্যতনে ।  
 যাওয়াগিয়াছে । যাওয়াগিয়াছিল ইত্যাদি ।  
 ভবিষ্যৎ ।

যাওয়ায়াইবে । ইত্যাদি ।

অত্র ভাববাচ্যক্রিয়া কেবল ধাত্বর্থনিষ্ঠানাত্র তদর্থে  
 কেবল সর্বদাই তৃতীয় ব্যক্তির একবচন গৃহণ করে ।  
 কারণ ইহা কখন কত্ এবং কস্ম নিষ্ঠব্যক্তি ও সংখ্যা  
 কিছুই গৃহণ করেনা ॥

## নঞর্থক্রিয়া ॥

১ নিষেধার্থ নাশক ইওনর্থক্রিয়ার পূর্বে প্রযুক্ত হইলে উভয়েরই রূপ বৈলক্ষণ্য হয় তাহাতে তাহাকে নঞর্থক্রিয়া কহা যায় ॥

২ কিন্তু তাহার সকলবিভক্তিতে রূপান্তর ব্যবহার হয়না অর্থাৎ প্রায় যোগ্যবর্তমানকালেই তদ্রূপ হয় ॥

## রূপান্তরের আদেশ ।

নঞ ।	যাতু ।	সিদ্ধপদ ।
না ।	হই ।	নই । নাই । নহি ।
না ।	হও ।	নও । নহ ।
না ।	হয় ।	নয় । নাই ।
না ।	হয়েন ।	নহেন । নাই ।
না ।	হন ।	নন ।
না ।	হইবেন ।	নহিবেন । ইত্যাদি ।

## নঞর্থক্রিয়ারূপ ।

প্রথম । আমি নই । বা । নাই । বা । নহি ।  
 দ্বিতীয় । তুমি নও । বা । নহ ।  
 তৃতীয় । তিনি নহেন । বা । নন ।  
 সে । নয় । বা । নাই । ইত্যাদি ।

অথ ক্রিয়াবিশেষণপদনিক্রপণ ।

১ ক্রিয়াবিশেষণপদ অর্থাৎ যদ্বারা ক্রিয়াপদের  
ও বিশেষণপদের অথবা অন্যক্রিয়া বিশেষণের  
অবস্থাতির বিশেষ ব্যক্ত হয় ।

যেমন । তিনি শীঘ্র যাইতেন এবং অত্যন্ত ব্যগ্ন  
ছিলেন কিন্তু অতিশীঘ্র চলিতেন ইত্যাদি

তাহার ভেদ ।

২ দৈশিক । কালিক । আবস্থিক । নিষেধার্থক ।  
প্রশ্নার্থক ইত্যাদি প্রকার হয় ॥

ইহার মধ্যে অনেকপদ অধিকরণস্বরূপ চিহ্ন গৃহণ  
করিয়া থাকে ॥

যেমন । পরে, পর । নিকট, নিকটে । দূর, দূরে,  
ইত্যাদি ॥

৩ এবং অনেকশব্দের অন্তে রূপ প্রকার পূর্বক  
প্রযুক্ত ইত্যাদি শব্দ যুক্ত হইলে ক্রিয়া বিশেষণ হয় ।  
যেমন । তদ্রূপে । সেইপ্রকারে । জ্ঞানপূর্বক ।  
অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ইত্যাদি ॥

১ তত্র দৈশিক ।

৪ দৈশিক অর্থাৎ যাহা স্থানবিষয়ে বিশেষ  
জানায় । যেমন । এখানে ওখানে সেখানে যথা  
যথায় তথা তথায় দূরে নিকটে অগ্রে সম্মুখে  
সাম্রাতে পশ্চাতে পাশ্বে পাশে মধ্যে মাঝে  
ইত্যাদি ॥

## ২ কালিক ।

৫ কালিক অর্থাৎ যাহা কালের বিশেষকে প্রতি-  
 পন্ন করায় ॥ যেমন । এখন যখন তখন আজি  
 কালি কল্য পরশ্ব পরে পূর্বে প্রভাতে প্রাতে  
 প্রত্যুষে সকালে, বিকালে রাত্রিতে সদা সর্বদা তৎ-  
 ক্রণাৎ যাবত্ তাবত্ প্রত্যহ প্রতিমাস প্রতিদিন  
 প্রতিক্রণ প্রতিসপ্তাহ এবং অবধি ও পর্য্যন্ত শব্দ  
 যাহার অন্তে যুক্ত থাকে । যেমন তৎপর্য্যন্ত তদবধি  
 ইত্যাদি ॥

## ৩ আবস্থিক ।

৬ আবস্থিক অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার অথবা গুণ-  
 বাচকের অবস্থা বিশেষকে ব্যক্ত করে ॥  
 যেমন । ভাল অতিভাল মন্দ অতিমন্দ শীঘ্র অতি-  
 শীঘ্র অতিবাদ অতিশয় অত্যন্ত অতিহ্রায় বেগে  
 ধীরে ধীরে ক্রমে অল্পে মধ্যে আন্তে  
 মন্দ বার পুনঃ পুনর্বার একবার একবারে  
 অকস্মাৎ হঠাৎ পূর্বাপর কিছু অধিক যথেষ্ট  
 একপে একপারে জ্ঞানপূরক বাহন্যকপে  
 আধিক্যকপে কাতরতাপূরক কাতরতাপ্রযুক্ত  
 ইত্যাদি ॥

৪ নিষেধার্থক ।

১ নিষেধার্থক অর্থাৎ যাহা ক্রিয়ার নিষিদ্ধরূপ অর্থবোধ করায় ।

যেনন । না । নাই । নহে । ইত্যাদি ॥

৫ প্রশ্নার্থক ।

৮ প্রশ্নার্থক অর্থাৎ যাহারদ্বারা জিজ্ঞাসার প্রতীতি হয় । যেমন । কবে কোথা কোথায় কখন কোনদিন কিরূপে কিপ্রকারে কিরূপপ্রকারে কিসে কিজন্যে কিহেতুক কিনিমিত্তে কেন ইত্যাদি

অথ ধাতুমালা

ধাতুমালা ধাতুশ্রেণী অর্থাৎ ভাষামতপ্রসিদ্ধ প্রচলিত কতিপয়ধাতুসংগৃহ করাগেল এইরীত্যনুসারে অন্যান্য অবশিষ্ট ধাতু সকলও সকলে বিবেচনা করিয়ালইবেন এই ধাতুসকল দুইপ্রকারে চলিত হইতেছে এক হ্রস্বইকারান্ত এবং অন্য কেবল ওকারস্বরান্ত ॥

হ্রস্বইকারান্ত ।

করি । বলি । শুনি । থাকি । পড়ি । ইত্যাদি ॥

কেবল ওকারস্বরান্ত ।

খাও । লও । দেও । পাও । শোও । হও । যাও । ইত্যাদি এবং প্রেরণার্থ অনেক ধাতু পায় তদ্বৎ ওকারান্ত হয় । যেমন ।

করাও । খাওয়াও । শুনাও । লওয়াও । শোওয়াও । হওয়াও । ইত্যাদি ॥

তত্র অকস্মক ধাতু ।

সাধারণী ।

প্রেরণী ।

ধাতু ।

অর্থ । ধাতু ।

অর্থ ।

যাও । গমনার্থে । পাঠাও । প্রেরণার্থে ।

শোও । শয়নার্থে । শোওয়াও । তৎপ্রেরণে ।

থাকি । স্থিতার্থে । থাকাও । স্থাপনার্থে ।

হও । ভবনার্থে । হওয়াও । তৎপ্রেরণে ।

আসি । আগমনার্থে । আসাও ।

পড়ি । পতনার্থে । পড়াও ।

মরি । মরণার্থে । মারি ।

লাগি । লগ্নার্থে । লাগাও ।

জন্মি । জননার্থে । জন্মাও ।

চলি । চলনার্থে । চলাও বা চালাও ।

বসি । উপবেশনার্থে । বসাও ।

নাচি । নৃত্তনে । নাচাও ।

বাড়ি । বর্দ্ধনে । বাড়াও ।

জাগি । জাগরণে । জাগাও ।

সাধারণী ।

প্রেরণী ।

ধাতু

। অর্থ

। ধাতু

। অর্থ

বাঁচি । জীবনে । বাঁচাও । তৎপ্রেরণে ।

উঠি । উত্থানে । উঠাও ।

নাবি । অধোগমনে । নাবাও ।

সাধারণী ।

প্রেরণী ।

ধাতু । অর্থ । ধাতু । অর্থ ।

উড়ি । উড়গমনে । উড়াও ।

ঠেকি । বাধনে । ঠেকাও ।

খেলি । খেলনে । খেলাও ।

ভাবি । চিন্তনে । ভাবাও ।

ইত্যাদি অকর্ম্মক ধাতু এতদ্রূপে অবশিষ্টও অব-  
গত হইবে ইতি ॥

সকর্ম্মক ধাতুমালা ।

সাধারণী ।

প্রেরণী ।

ধাতু । অর্থ । ধাতু । অর্থ ।

করি । করণে । করাও । তৎ প্রেরণার্থে ।

খাও । খাদনে । খাওয়াও ।

লও । গৃহণে । লওয়াও ।

পাও । প্রাপ্ত্যর্থ । পাওয়াও ।

শুনি । শ্রবণে । শুনাও ।

দেও । দানে । দেওয়াও ।

ধরি । ধরণে । ধরাও ।

বুঝি । বোধার্থে । বুঝাও ।

পূজি । পূজনার্থে । পূজাকরাও ।

চাহি । প্রার্থনে । চাহাও ।

মাগি । যাচঞার্থে । মাগাও ।

## সকলক ধাতুমানা ।

সাধারণী ।

শ্রেণী ।

ধাতু । অর্থ । ধাতু । অর্থ ।

দেখি । দর্শনে । দেখাও । তৎশ্রেণে ।

লিখি । লেখনে । লেখাও ।

ধারি । ধারণে । ধারাও ।

ব্যাপি । ব্যাপনে । ব্যাপাও ।

জানি । জ্ঞানে । জানাও ।

মানি । মান্যার্থে । মানাও ।

পরি । পরিধানে । পরাও ।

সরি । ব্যবহারে চলনে । সরাও ।

সাধি । সাধনে । সাধাও ।

আনি । আনয়নে । আনাও ।

চিনি । পরিচয়ে । চেনাও ।

রাখি । অর্পণে । রাখাও ।

হরি । হরণে । হরাও ।

কহি । কথনে । কহাও ।

বলি । বলনে । বলাও ।

জিজ্ঞাসি । প্রশ্নার্থে । জিজ্ঞাসাকরাও ইত্যাদি



এতদ্ভিন্ন করি ধাতু সংযোগে অনেক ধাতু হইয়া থাকে । যেমন । গমন । করি । যোগে । গমনকরি । ভোজন । করি । যোগে । ভোজনকরি ইত্যাদি ।

উদাহরণ ।

ভোজনকরি ।

ছেদনকরি ।

গমনকরি ।

শয়নকরি ।

অর্পণকরি ।

বোধকরি ।

শ্রবণকরি ।

গৃহণকরি ।

লাভকরি ।

ইত্যাদি এই রীত্যনুসারে জানিবে ॥

ইতি ধাতু সংগুহ সমাপ্ত হইল ॥

অথ সমাসাসপ্রকরণ ।

১ সমাস অর্থাৎ দ্বিপদবহুপদের একপদতমাত্র কিন্তু সমাসের সম্পাদক সমস্তপদে পরস্পর সম্বন্ধ । অতএব পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিজ্ঞ সমুদায়ই সমাস ইত্যর্থ ॥

সমাসভেদ ।

২ উক্ত সমাস । দ্বন্দ্ব । বহুব্রীহি । কৰ্মধারয় ।  
তৎপুরুষ । দ্বিগু । এবং অব্যয়ীভাব এই ভেদে  
ছয়প্রকার হয় ইহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ॥

১ তত্র দ্বন্দ্ব ।

৩ পরস্পর ভিন্নার্থপদের একীভাবই দ্বন্দ্ব অর্থাৎ  
একপদেরন্যায় ব্যবহার্য্য হয় তদর্থের পরস্পর  
সাহিত্যরূপ সম্বন্ধ । এবং সমাসঘটক প্রত্যেক  
পদার্থের সহিত উদ্ভবপদের বিভক্ত্যর্থ অনুয়  
থাকে ॥

যেমন । আনুগনসগুবাকনারীকেলদিগকে রক্ষা  
করিয়া লোভুমদনশোভাজনদিগকে ছেদন করে  
ইত্যাদি ॥

১ সুত্র ।

৪ দ্বন্দ্বসমাসে পুত্র ও সমান গৌত্র এবং সমান  
বিদ্যা বিশিষ্ট বাচকস্বকারান্ত শব্দ পরে স্বকারা-  
ন্তশব্দের স্বকারস্থানে আকার হয় ।

১ উদাহরণ ।

পিতৃ	পুত্র	।	পিতাপুত্র	।
মাতৃ	পুত্র	।	মাতাপুত্র	।
মাতৃ	পিতৃ	।	মাতাপিতা	।
হোতৃ	পোতৃ	।	হোতাপোতা	। ইত্যাদি

অন্যত্র ।

বক্তৃ শ্রোতৃ । বক্তৃশ্রোতা ।  
ভ্রাতৃ জামাতৃ । ভ্রাতৃজামাতা । ইত্যাদি ।  
২ বহুব্রীহি ।

সমস/মান পদার্থাতিরিক্ত প্রথমান্তাদিপদার্থ  
বোধক বহুব্রীহি অর্থাৎ সমাসযোগ্যপদের  
অর্থভিন্ন অন্যপ্রথমান্তাদিপদার্থের বোধক ই-  
ত্যর্থ ॥

উদাহরণ ।

প্রথমান্ত ।

সমাতৃক । অর্থাৎ মাতার সহিত বর্তমান  
যিনি । দক্ষিণপূর্বা অর্থাৎ দক্ষিণ এবং পূর্বা-  
গের মধ্য বর্তী যে দিক ইত্যর্থ ।

দ্বিতীয়াস্ত ।

আকিচবানর । অর্থাৎ যাহাকে বানর আশ্রয়  
করিয়াছে । ইত্যর্থ অর্থাৎ বৃক্ষ ॥

তৃতীয়াস্ত ।

জিতকাম । অর্থাৎ যৎকর্তৃক কামদেব পরাভূত  
ইত্যর্থ ॥

চতুর্থ/স্ত ।

দত্তধন । অর্থাৎ যাহাকে ধন দেওয়া গিয়াছে ।  
ব্রাহ্মণ ইত্যর্থ ।

পঞ্চম্যন্ত ।

চ্যুতফল । অর্থ ১৫ যাহাহইতে ফল পত্রিত হই-  
য়াছে । বৃক্ষ ইত্যর্থ ।

ষষ্ঠ্যন্ত ।

চতুর্মুখ । অর্থ ১৬ যাহার চারিটামুখ । ব্রহ্মা ইত্যর্থ ।

সপ্তম্যন্ত ।

বহুজনা । যাহাতে অনেকজন অর্থ ১৭ নদী ।

বহুবীহিভেদ ।

২ বহুবীহি সমাস প্রথমতঃ দুই প্রকার । ব্যধি-  
করণ । এবং সমানাধিকরণ ॥

ব্যধিকরণ ॥

৩ ব্যধিকরণ । অর্থ ১৮ বিশেষ্য বিশেষণতানুশা-  
স্বার্থ বোধক পদের সমাস ॥

উদাহরণ ।

শূলপাণি । যাহার হস্তে শূল । শিব ইত্যর্থ ।

চক্রপাণি । যাহার হস্তে চক্র । বিষ্ণু ইত্যর্থ ।

ধনুজপাণি । শঙ্খপাণি । পদ্মনাভ । ইত্যাদি ।

২ সমানাধিকরণ ।

৪ সমানাধিকরণ অর্থ ১৯ তুল্যাধিকরণ । বিশেষ্য  
বিশেষণতাপন্নার্থ বোধক পদের সমাস ।

উদাহরণ ।

চিত্রাঙ্ক । অর্থাৎ চিত্রতা গুরু যাহার ইত্যর্থ ।

সমানাধিকরণভেদ ।

৫ সমানাধিকরণ দ্বিধা বিভক্ত । তদগুণ সম্বিচ্ছান  
এবং অতদগুণ সম্বিচ্ছান ইতি ॥

১ তদগুণ সম্বিচ্ছান ।

৬ তদগুণ সম্বিচ্ছান অর্থাৎ সমাস যোগ্য পদার্থ  
সহিত অতিরিক্ত পদার্থ বোধক ॥

উদাহরণ ।

ব্রাহ্মণাদি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আদি প্রধান যাহার-  
দের ইত্যর্থ ।

২ অতদগুণ সম্বিচ্ছান ।

৭ অতদগুণ সম্বিচ্ছান অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণা-  
যুক্ত সমস্যমান পদার্থাতিরিক্ত পদার্থমাত্র বোধক  
ইত্যর্থ ॥

উদাহরণ ।

স্থিরলক্ষীক । অর্থাৎ যাহার স্থিরালক্ষী ॥

মহাবল । অর্থাৎ মহত্ বল যাহার ।

ধৃতধনু । কৃতকার্য । কৃতপুণ্য । কৃতকর্ম্ম ॥ ইত্যাদি

১ সূত্র ।

৮ বহুব্রীহিসমাসের অর্থ পদের অন্তে কব্যব-  
হার হয় ॥

## ১ উদাহরণ ।

সমাত্মক । প্রাপ্তনোক । পীতপন্নক । অধিক-  
বয়স্ক ইত্যাদি ॥

## ২ সূত্র ।

বহুবীহিসমাসে পূৰ্ব্বস্থিত জ্ঞীলিঙ্গশব্দপ্রায়  
পুয়ত অর্থাৎ পুলিঙ্গসদৃশ ব্যবহার হয় অর্থাৎ  
আ ই হ্রস্ব ইত্যাদি হয় । কিন্তু উকারান্ত এবং  
অকভাগান্ত ও অনেকতদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত জ্ঞীলিঙ্গ  
পদে হয় না ॥

## ৩ সূত্র ।

\*১০ বহুবীহিসমাসে অন্ত্যপদের. অন্তেস্থিত  
জ্ঞীলিঙ্গবোধক আ উ এবং গোলকের ওকার  
ইহার হ্রস্ব অর্থাৎ অ উ হইয়া ব্যবহার হয় ॥

## ৩ উদাহরণ ।

শীতা গো গরু যাহার ইত্যর্থ । শীতগু ।

ধূস্তা মাষা যাহার ইত্যর্থ । ধূস্তমায় ।

ক্ষুদ্রকায় । কৃতবিদ্য ইত্যাদি । কালী তনু কৃষ্ণবর্ণ  
শরীর যাহার ইত্যর্থ । কালতনু । সুন্দরতনু ।  
ক্ষুদ্রতনু ইত্যাদি ।

\*বহুবীহিসমাসে জ্ঞীলিঙ্গ দীর্ঘঈকারান্ত শব্দের  
হ্রস্ব হয় না কিন্তু গৌণার্থে দ্বিগু সমাসে ব্যবহার হয় ।

## পুষ্পদ্রাবনিষেধ ॥

বামোক্ত ভাষ্য যার ইত্যর্থ । বামোক্তভাষ্য  
ইত্যাদি । রসিকা ভাষ্য যার ইত্যর্থ । রসিকাভাষ্য  
ইত্যাদি । ষষ্ঠী জায় যার ইত্যর্থ । ষষ্ঠীজায়  
ইত্যাদি ।  
মৈথিলী ভাষ্য যার ইত্যর্থ । মৈথিলীভাষ্য  
ইত্যাদি ।

## ৩ কর্মধারয় ।

১ তুল্যাধিকরণপদঘটিতসমাস অর্থ ৭ বিশেষ্য  
বিশেষণবাচক পদদ্বয়ের অথবা বিশেষ্যরূপ বি-  
শেষণবাচক পদদ্বয়ের সমাসই কর্মধারয় উক্ত  
হয় ॥

## ১ উদাহরণ ।

নৃদুপদ । আশ্মীয়ব্রাক্তি । রাজকীয়কর্ম । ইত্যাদি  
দুষ্টধনী । উত্তমপণ্ডিত । এতদেশীয়জ্ঞানী । ইত্যাদি

২ সংজ্ঞাঘটক সংখ্যাবাচক পূর্বপদ হইলেও  
কর্মধারয় হয় ॥

## ২ উদাহরণ ।

সপ্তর্ষি । সপ্তজন । সপ্তকূল । ইত্যাদি

যথা । পঞ্চথারী পরিনাম যার ইত্যর্থ পঞ্চথারি ।  
পঞ্চগোবি ইত্যাদি ॥

৩ কর্মধারয় মধ্যপদলোপী এবং অন্ত্যপদ  
লোপী হইয়া আর দুইপ্রকার হয় ॥

৩ উদাহরণ ।

১ মধ্যপদলোপী ।

শঙ্খতুল্য ধবল ইত্যর্থ । শঙ্খধবল ।

মৃগীতুল্য চপলা ইত্যর্থ । মৃগচপলা ।

কাকীতুল্য বক্ষ্য ইত্যর্থ । কাকবক্ষ্য । ইত্যাদি

২ অন্ত্যপদলোপী ।

মুখ চন্দ্রতুল্য ইত্যর্থ । মুখচন্দ্র ।

কর পদ্মতুল্য ইত্যর্থ । করপদ্ম । ইত্যাদি

১ সূত্র ।

৪ কর্মধারয়সমাসে অনেকস্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পুষ্ট  
অর্থাৎ পুংলিঙ্গের সদৃশ হয় । কিন্তু অন্তেষ্টিত  
শব্দের হয় না ॥

১ উদাহরণ ।

পাটিকা স্ত্রী ইত্যর্থ । পাটকস্ত্রী ।

পঞ্চমী ভাষ্য ইত্যর্থ । পঞ্চমভাষ্য । ইত্যাদি

২ সূত্র ।

২ সখা অহ রাজা এই তিন শব্দ কর্মধারয়  
সমাসের অন্তস্থিত হইলে ইহাদের অন্ত্যস্বরস্থানে  
অ হয় ॥



## ২ উদাহরণ।

প্রিয় .সখা । ইত্যর্থঃ । প্রিয়সখা । ইত্যাদি  
 পরম অহ । ইত্যর্থঃ । পরমাহ । ইত্যাদি  
 মহা রাজা । ইত্যর্থঃ । মহারাজ । ইত্যাদি

## ৪ তৎপুরুষ ।

১ দ্বিতীয়াদ্যন্ত পূৰ্বপদক কৃচিৎ প্রথমান্ত পূৰ্ব  
 পদক অর্থাৎ যাহার পূৰ্বপদে দ্বিতীয়াদি বিভক্তির  
 অন্যতম কোন বিভক্তি অথবা প্রথমা বিভক্তি  
 থাকে তাহাকে তৎপুরুষ সমাস कहा যায় ॥

২ ইহাতে প্রথমান্ত পূৰ্বপদক অর্থাৎ নঞতৎ-  
 পুরুষ कहा যায় । ইহা অর্থভেদে ছয়প্রকার হয় ।  
 সাদৃশ্যার্থ । অভাবার্থ । অপার্থ । অপ্রশস্তার্থ ।  
 তিন্নার্থ । এবং বিরোধিতার্থ । ইতি ॥

## ১ সূত্র ।

৩ নিষেধার্থক নকারস্থানে ব্যঞ্জনবর্ণপরে' অকার  
 এবং স্বরবর্ণপরে অন্ আদেশ হয় ।

## ১ উদাহরণ ।

ন ব্রাহ্মণ ইত্যর্থঃ । অব্রাহ্মণ । ব্রাহ্মণসদৃশ ।  
 ন পাপ ইত্যর্থঃ । অপাপ । পাপশূন্য ।  
 ন কেশী ইত্যর্থঃ । অকেশী । অল্লকেশী ।  
 ন কাল ইত্যর্থঃ । অকাল । অপ্রশস্তকাল ।

ন ঘট ইত্যর্থ । অঘট । ঘটভিন্নঅর্থাপট ।

ন সুর ইত্যর্থ । অসুর । সুরবিরোধী ।  
এবং

ন ঈশ ইত্যর্থ । অনীশ । কত্‌হীন ।

ন ইচ্ছা ইত্যর্থ । অনিচ্ছা । ইচ্ছাশূন্য ।

দ্বিতীয়ান্ত ।

দুঃখকে আপন্ন ইত্যর্থ । দুঃখাপন্ন ।

সুখকে প্রাপ্ত ইত্যর্থ । সুখপ্রাপ্ত । ইত্যাদি  
তৃতীয়ান্ত ।

ধনদ্বারা ক্রীত ইত্যর্থ । ধনক্রীত । ইত্যাদি  
অশ্বেত আগত ইত্যর্থ । অশ্বাগত । ইত্যাদি  
চতুর্থান্ত ।

দেবকে দত্ত ইত্যর্থ । দেবদত্ত । ইত্যাদি  
পঞ্চম্যন্ত ।

গৃহহইতে আগত ইত্যর্থ । গৃহাগত । ইত্যাদি  
ষষ্ঠ্যন্ত ।

কিতির ঈশ্বর ইত্যর্থ । কিতীশ্বর । ইত্যাদি  
সপ্তম্যন্ত ।

ধর্ম্মে রত ইত্যর্থ । ধর্ম্মরত । ইত্যাদি  
৫ দ্বিগু ।

১ তুল্যাদিকরণ সংখ্যাবাচক পূর্বপদক অর্থ ১৫

বিশেষ্যবিশেষণবাচক পদদ্বয়ের পূৰ্বপদ যদি  
সংখ্যাবাচক হয় তবে দ্বিগু কহা যায় ।

দ্বিগুভেদ ।

২ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধদ্বিগু তিনপ্রকার । সমাহারদ্বিগু ।  
তদ্ধিতার্থ দ্বিগু । এবং উত্তরপদ দ্বিগু ইতি ॥

১ সমাহারদ্বিগু ।

৩ সমাহার অর্থাৎ যাহাতে সমস্তপদের পর-  
স্পারার্থে ঐক্যভাব বোধ হয় ॥

১ উদাহরণ ।

স্বর্গাদিত্রিলোকের ঐক্য ইত্যর্থ । ত্রিলোকী ।  
ত্রি তিন ভুবনের ঐক্য ইত্যর্থ । ত্রিভুবন । ইত্যাদি

২ তদ্ধিতার্থ ।

৪ তদ্ধিতার্থ অর্থাৎ যাহাতে অপত্যার্থ ক্ষি  
প্রভৃতি তদ্ধিতপ্রত্যয়ভিন্ন অন্যতদ্ধিত প্রত্যয়ার্থ  
বোধ হয় ॥

২ উদাহরণ ।

পঞ্চ গো গরুদ্বারা ক্রীত ইত্যর্থ । পঞ্চগু ।

পঞ্চগোণি । ইত্যাদি ॥

দ্বি দুই অঙ্গুলি পরিমাণ যার ইত্যর্থ । দ্ব্যঙ্গুল ।  
দ্ব্যঙ্গুলি । ত্র্যঙ্গুল । ইত্যাদি

৩ উত্তরপদ ।

৫ উত্তরপদ অর্থ ১২ যাহাতে সমাসবিধ্যুক্তপদের  
উত্তর অন্য কোন পদ প্রযুক্ত হয় ॥

৩ উদাহরণ ।

পঞ্চ গো গরুইধন যার ইত্যর্থ । পঞ্চগবধন  
ইত্যাদি ॥

অত্রমধ্যের গোশব্দের ওকার অব হইল । ইহার  
উত্তরপদ ধন ইতি ।

ত্রিখারী পরিমাণধন যার ইত্যর্থ । ত্রিখারধন  
ইত্যাদি ॥

৩ অব্যয়ীভাব ।

১ ব্যধিকরণপদঘটিত অব্যয় পূৰ্বপদের সমা-  
সই অব্যয়ীভাব উক্ত হয় ॥

১ উদাহরণ ।

স্থানের বহিঃ ইত্যর্থ । বহিঃ স্থান । ইত্যাদি  
\*২ এবং সাদৃশ্য সমীপ্য বীণা সাকল্য যোগ্যতা  
পশ্চাদর্থ অনতিক্রম অভাবার্থ ইত্যাদ্যর্থ বিশে-  
ষ্য বিশেষণতাশূন্য অব্যয়পূৰ্বপদের সমাস ইত্যর্থ ।

২ উদাহরণ ।

হরির সদৃশ ইত্যর্থ । সহরি । ইত্যাদি  
বনের সমীপ ইত্যর্থ । উপবন । ইত্যাদি

দিনঃ প্রতি ইত্যথে । প্রতিদিন । ইত্যাদি  
 তূণের সহিত সকল ইত্যথে । সত্ব । ইত্যাদি  
 রূপের যোগ্য ইত্যথে । অনুরূপ । ইত্যাদি  
 শিবের পশ্চাৎ ইত্যথে । অনুশিব । ইত্যাদি  
 শক্তির অনতিক্রম । ইত্যথে । যথাশক্তি । ইত্যাদি  
 পাপের অভাব ইত্যথে । অপাপ । ইত্যাদি  
 অগ্নির সমীপ ইত্যথে । সমক । প্রত্যক । ইত্যাদি  
 এই সমাসে সমুদায় পদই ক্রীবলিঙ্গ হয় এবং  
 অনেক পদও ক্রিয়াবিশেষণ হইয়া ব্যবহার হয় ॥  
 যেমন । আমি প্রতিদিন প্রত্যকে আপনার কন্ম  
 যথাশক্তি নিরূহ করিতেছি ইত্যাদি ॥

\* অব্যয়ীভাবসমাসে অন্তেষ্টিত অব্যয়শব্দ পূর্ব-  
 বর্ত্তী হয় । এবং সহশব্দের স্থানে স আদেশ হয় ॥

অথ তদ্ধিতপ্রকরণ ।

তদ্ধিত ।

১ তদ্ধিত অর্থাৎ যাহাতে বিশেষঃ প্রয়োজনানু-  
 সারে বিশেষঃ প্রত্যয়দ্বারা শব্দের বিশেষঃ অর্থ  
 প্রতিপন্ন করায় ॥

১ তত্র প্রথমসূত্র ।

২ প্রয়োজনানুসারে শব্দের উত্তর অপত্যথে ।  
 যি । ক্ষেয় । ক্ষ্য । ক্ষায়ন । ক্ষিক । ক্ষ । এবং গীয় ।  
 এইসকল প্রত্যয় ব্যবহার হয় ॥

\*৩ যাহাতে বংশের গতন নাই তাহাকেই অপত্য কহা যায় অর্থাৎ কন্যা পুত্র পৌত্রাদি তদর্থ অপত্যার্থ ইত্যর্থ ॥ এবৎ ঐ সকল প্রত্যয়ের য এবৎ গ ইত হয় অর্থাৎ থাকে না তদ্বিষ বর্ণই প্রত্যয়রূপে ব্যবহার হয় ॥ যেমন ॥

ফি । ফেয় । ফ্য । ফায়ন । ফিক । ফ । গীয় ।  
ই । এয় । য় । আয়ন । ইক । অ । ঈয় ।

২সূত্র ।

৪ একারেত্ প্রত্যয় পরে শব্দের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয় । এবৎ আদ্য ই উস্বরস্থানে জাত যব বর্ণদ্বয়ের অব্যাহিত পূর্বে ই এবৎ উ হয় অর্থাৎ যকারের পূর্বে ই এবৎ বকারের পূর্বে উ হয় ॥

৩সূত্র ।

৫ তদ্ধিত প্রত্যয়ের য এবৎ স্বরপরে অন্ত্য অবর্ণ ইবর্ণ এবৎ নকারের লোপ হয় এবৎ উবর্ণস্থানে ওকার হয় ॥

\* অত্র তদ্ধিত প্রত্যয়ের বকারেত্ হইলে জীলিঙ্গে ঈকার যোগ হয় এবৎ বহুব্রীহিসমাসে সেই ঈকারের পুষ্পভাব হয় না ॥ যথা ॥ মৈথিলী ভাষ্যা যার ইত্যর্থ । মৈথিলীভাষ্য । ইত্যাদি ।

এবৎ একারেত্ দ্বারা আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয় না ॥ যথা । বিকু । ফ্য । বৈফব । ইত্যাদি ।

## ৪মূত্র ।

৬ ও এবং ঔকারের পর প্রত্যয়ের যকার স্বরস-  
দৃশ কার্য্যকর হয় অর্থাৎ স্বরসন্ধিনিয়মানুসারে  
ভুক্তিতের যকারপরে ওকারস্থানে অব্ এবং ঔকা-  
রের স্থানে আব্ আদেশ হয় ॥

## উদাহরণ ।

পূৰ্ব্বপদ । প্রত্যয় । সিদ্ধপদ । তদর্থ . ।  
অগ্নিশম্ভন । ষি । আগ্নিশম্ভি । অগ্নিশম্ভি পুত্র  
অত্রি । ক্ষেয । আত্রেয় । অত্রিপুত্র ।  
বজ্র । ষ । বাভ্রব্য । বজ্রসন্তান ।  
দক্ষ । ষায়ন । দাক্ষায়ণী । দক্ষপুত্রী ।  
রেবতী । ষিক । রৈবতিক । রেবতী পুত্র ।  
যদু । ষ । যাদব । যদুকুলসন্তান ।  
মাতৃষস্ । গীয় । মাতৃষসুয় । মাতৃষস্পুত্র ।

## ৫ মূত্র ।

৭ কারকার্থপদের উত্তর কত্ববাচ্যের এবং  
কর্ম্মণিবাচ্যের অর্থে পূর্বোক্ত প্রত্যয় সকল এবং  
ক্ষীক । কণ । গীন । ইয় । ইত্যাদি প্রত্যয় হয় ॥

## প্রত্যয়রূপান্তর ।

ক্ষীক । কণ । গীন । ইয় । এবং ক্ষিক্ষেয়াদি  
ঈক । ক । ঈন । ইয় ।

এই লক্ষণে. একারেত কার্য অর্থাৎ পূর্ষস্বরের  
বৃদ্ধি ইচ্ছানিতে হয় অর্থাৎ সর্বত্র হয় না ॥

উদাহরণ ।

পূর্ষশব্দ । প্রত্যয় । সিদ্ধপদ । তদর্থ ।

তর্ক । ষিক . । তার্কিক । যেতর্কজানে ।

ব্যাকরণ । ষ । বৈয়াকরণ । যেব্যাকরণজানে ।  
বা পাঠকরে ।

শক্তি । ষীক । শাক্তীক । যেশক্তিদ্বারা যুদ্ধ  
করে ।

গুণ । গীন । গুণীন । যে গুণে জন্মে ।

যজ্ঞ । ইয় । যাজ্জিয় । যে যজ্ঞের হিত-  
কারী

ইহ । ষিক । ঐহিক । ইহকালে সঞ্চিত ।

পরত্র । ষিক । পারত্রিক । পরকালে জাত ।

নগর । ষ । নাগর । নগরে জাত ।

অহ্ন । ষিক । আহ্নিক । দিবাকৃত্য ।

মথুরা । ষ । নাথুর । মথুরাহইতে আ-  
গত । ইত্যাদি

৩ সূত্র ।

৮ বিকারার্থ সমূহার্থ সম্বন্ধার্থ স্বার্থ ইত্যাদ্য-  
র্থে পূর্ষে ষিঙ প্রত্যয়সকল হয় ॥



অর্থঃ ১। ষি ১। ষেয় ১। ষ্য ১। ষায়ন। ষিক  
 গীয় ১। ষীক ১। ষ ১। কণ ১। গীন ১। ইয় ১। এই সক-  
 ল প্রত্যয় সম্বন্ধ হইয়া থাকে ৷

উদাহরণ ৷

শূর্যশব্দ ৷ প্রত্যয় ৷ সিদ্ধপদ ৷ তদর্থ ৷  
 হেমন্ ৷ ষি ৷ হৈনি ৷ স্বর্ণবিকৃতদ্রব্য ৷  
 অগ্নি ৷ ষেয় ৷ আগ্নেয় ৷ অগ্নি বিকৃত ৷  
 রাজন্ ৷ ষ্য ৷ রাজন্য ৷ রাজ অনুহ ৷  
 দেশ ৷ ষিক ৷ দৈশিক ৷ দেশসম্বন্ধী ৷  
 গুরু ৷ ষ ৷ গৌরব ৷ গুরুত্ব ৷  
 দেশ ৷ গীয় ৷ দেশীয় ৷ দেশসম্বন্ধীয় ৷  
 রাজন্ ৷ ক ৷ রাজক ৷ রাজসমূহ ৷  
 ত্রিলোকী ৷ ষ্য ৷ ত্রৈলোক্য ৷ ত্রিলোকী ৷  
 শিব ৷ ষ ৷ শৈব ৷ শিবদেতা যার ৷  
 শক্তি ৷ ষেয় ৷ শাক্তেয় ৷ শক্তিদেবতা যার ৷

৭ সূত্র ৷

\* ৯ ভাবার্থেত্র এবং তা হয় ॥

উদাহরণ ৷

ভদ্র ৷ ভ্র ৷ ভদ্রত্ব ৷ ভদ্রের ভাব ৷  
 সাধু ৷ তা ৷ সাধুতা ৷ সাধুর ভাব ৷

\* ৯ প্রত্যয়ান্ত ক্রীড়ানিহ্ন এবং তাপ্রত্যয়ান্ত ক্রী  
 নিহ্ন হয় ॥

## ৮ সূত্র।

১০ বিশিষ্টার্থে নতু হয়। এবং উকারলোপে  
নতু ভাগ থাকে ॥

## উদাহরণ।

শ্রী । নতু । শ্রীমান্ । শ্রীবিশিষ্ট ।  
বুদ্ধি । নতু । বুদ্ধিমান্ । বুদ্ধিবিশিষ্ট ।

## ৯ সূত্র।

১১ মকারান্ত অবর্ণান্ত এবং বর্ণাদ্য চতুষ্ঠয় বর্ণান্ত  
শব্দের উত্তর এবং যেশব্দের অন্ত্যাক্ষরের পূর্বে ন-  
কার অথবা অবর্ণ থাকে তাহার উত্তর বিশিষ্টার্থে  
বতু হয়। তাহার উকারলোপে বতু ভাগ থাকে ॥

## উদাহরণ।

পুরুষশব্দে । প্রত্যয় । সিদ্ধপদ । তদর্থ ।  
কিং । বতু । কিম্বান্ । কিম্বিশিষ্ট ।  
জ্ঞান । বতু । জ্ঞানবান্ । জ্ঞানবিশিষ্ট ।  
বিদ্যা । বতু । বিদ্যাবান্ । বিদ্যাবিশিষ্ট ।  
বিদ্যুত্ । বতু । বিদ্যুত্বান্ । বিদ্যুদ্বিশিষ্ট ।  
লক্ষ্মী । বতু । লক্ষ্মীবান্ । লক্ষ্মীবিশিষ্ট ।  
যশস্ । বতু । যশস্বান্ । যশোবিশিষ্ট ।  
ভাস্ । বতু । ভাস্বান্ । ভাস্বযুক্ত ।

## ১০ সূত্র।

১২ সূজ্ মেধা মায়া এবং অস্তাগান্তশব্দের উত্তর বিশিষ্টার্থে বিকপ্পে বিন্ হয়। কিন্তু ইন্তাগান্ত শব্দের ন্যায় পুংলিঙ্গাদিভেদে ব্যবহার হয়।

## উদাহরণ।

সূজ্ । বিন্ । সুগী । মালাবিশিষ্ট ।  
 মেধা । বিন্ । মেধাবী । মেধাবিশিষ্ট ।  
 মায়া । বিন্ । মায়াবী । মায়াবিশিষ্ট ।  
 তেজস্ । বিন্ । তেজস্বী । তেজোবিশিষ্ট ।

এবং বিকপ্পে যথা।

সূজ্ । বহ্ । সুগান্ ।  
 মেধা । বৎ । মেধাবান্ ।

## ১১ সূত্র।

১৩ দ্বি বহ্ স্বরযুক্ত অবর্ণান্তশব্দের উত্তর বিশিষ্টার্থে ইন্ প্রত্যয় হয় ॥

## উদাহরণ।

জ্ঞান । ইন্ । জ্ঞানী । জ্ঞানবিশিষ্ট ।  
 শিখা । ইন্ । শিখী । শিখাবিশিষ্ট ।

## ১২ সূত্র।

১৪ সৎখ্যাবাচকশব্দের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের স্থানে পূরণার্থে অট হয় কিন্তু টকারলোপে অকারমাত্র যুক্ত হয়।

উদাহরণ।

একাদশন্ ১ অ ১ একাদশ ।

দ্বাদশন্ ১ অ ১ দ্বাদশ ১ ইত্যাদি

১২ সূত্র।

১৪ অন্য সংখ্যাবাচক পূর্বে না থাকে এমনত নাস্ত  
সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর পূরণার্থে মট এবং  
ষষ্ট্যাদি শব্দের উত্তর তমট হয় । টকারলোপে  
ম এবং তম ভাগ থাকে ।

উদাহরণ।

\* পঞ্চন্ ১ ম ১ পঞ্চম ।

সপ্তন্ ১ ম ১ সপ্তম ।

অষ্টন্ ১ ম ১ অষ্টম । ইত্যাদি

ষষ্টি ১ তম । ষষ্টিতম ।

সপ্ততি ১ তম । সপ্ততিতম । ইত্যাদি

অন্যত্র ।

একষষ্টি ১ অ ১ একষষ্ট ।

দ্বাষষ্টি ১ অ ১ দ্বাষষ্ট । ইত্যাদি

১৩ সূত্র।

১৫ চত্বর এবং ষম্ শব্দের উত্তর পূরণার্থে থট  
হয় । টকারলোপে থ থাকে ।

---

\* অত্র ম পরে নকার লোপী হইল ॥

( ১৩৬ )

উদাহরণ ।

চতুর্ ১ থ ১ চতুর্থ ১

ষষ্ ১ থ ১ ষষ্ঠ ১ ইত্যাদি

১৪ সূত্র ।

১৩ সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর প্রকারার্থে ধা হয় । এবং অবয়বার্থে তয়ট এবং দ্বি ও ত্রি শব্দের ইকারস্থানে অয় হয় । টকারলোপে তয় থাকে ॥

উদাহরণ ।

দ্বি ১ ধা ১ দ্বিধা ১ দ্বিপ্রকার ইত্যর্থ ১

ত্রি ১ ধা ১ ত্রিধা ১ ত্রিপ্রকার ইত্যর্থ ১

ত্রি ১ তয় ১ ত্রিতয় ১ ত্র্যবয়ব ইত্যর্থ ১

চতুর্ ১ তয় ১ চতুষ্টয় ১ চতুরবয়ব ইত্যর্থ ১

দ্বি ১ অয় ১ দ্বয় ১ দ্ব্যবয়ব ইত্যর্থ ১

ত্রি ১ অয় ১ ত্রয় ১ ত্র্যবয়ব ইত্যর্থ ১

১৫ সূত্র

১৭ বিশেষণবাচক পদের উত্তর উভয়ের মধ্যে একের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষার্থে তর প্রত্যয় হয় এবং অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষার্থে তম প্রত্যয় হয় ।

উদাহরণ ।

শুভ্র ১ তর ১ শুভ্রতর ।

শুভ্র ১ তম ১ শুভ্রতম ।

## ১৬ সূত্র।

১৮ গুণবাচক পদের উত্তর পূর্বার্থে ইঈ এবং ঈয়সু এবং ভাবার্থে ইমন প্রত্যয় হয়। এবং ইহাতে পদের অন্ত্যস্বরাদি বর্ণের লোপ হয় ও ঈয়সুর উকারলোপে ঈয়স্ ভাগ থাকে।

## উদাহরণ।

লঘু । ইঈ । লঘিঈ ।  
 \* লঘু । ঈয়সু । লঘীয়ান্ ।  
 † লঘু । ইমন । লঘিমা ।  
 মৃদু । ইমন । মৃদিমা । ইত্যাদি।

## ১৭ সূত্র।

১৯ অন্ত্যার্থে এবং বহুব্র্যর্থ শস্ হয়।  
 ভূরি । শস্ । ভূরিশঃ ।  
 অম্প । শস্ । অম্পশঃ ।  
 ক্রম । শস্ । ক্রমশঃ ।  
 স্তোক । শস্ । স্তোকশঃ । ইত্যাদি

\* অত্র অন্ত্য সস্থানে ন এবং নকারপরে অকার স্থানে আকার হইল ॥ কিন্তু জ্বলিজে লঘীয়সী ইত্যাদি ।

† অত্র নকার লুপ্তহইল ও অকারের বুদ্ধি আকার হইল ।

( ১৩৮ )

১৮ সূত্র ।

২০ তাদা অ্যার্থে নয়ট্ । টকারেৎ হয় ।

উদাহরণ ।

বিষ্ণু । নয় । বিষ্ণুনয় । বিষ্ণুঅক ইত্যর্থ ।

বাক্ । নয় । বাঙ্ নয় । বাক্যঅক ইত্যর্থ ।

১৯ সূত্র ।

২১ পদের উত্তর বিভক্তি স্থানে তস্ প্রত্যয় হয় ॥

উদাহরণ ।

সৰ্ব্ । তস্ । সৰ্বতঃ ।

উভয় । তস্ । উভয়তঃ ।

স্ব । তস্ । স্বতঃ ।

পর । তস্ । পরতঃ । ইত্যাদি

২০ সূত্র ।

২২ সাম্যার্থে অব্যয় বৎ শব্দযুক্ত হয় ॥

পূৰ্ব্ । বৎ । পূৰ্ববৎ ।

তদ্ । বৎ তদ্বৎ তদ্বূলা ইত্যর্থ । ইত্যাদি

২১ সূত্র ।

২৩ উৎপন্নার্থে শব্দের অন্ত্য অকার স্থানে ইত্ প্রত্যয় হয় ॥

উদাহরণ ।

কল । ইত । কলিত । কল যার জন্মিয়াছে ।

## ২২ সূত্র ।

২৪ অনেক সৰ্বনাম শব্দের উত্তর এবং বহু শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তিস্থানে ত্র ইয় এবং প্রকারার্থে থা হয় ॥

## উদাহরণ ।

সৰ্ব । ত্র । সৰ্বত্র ।

সৰ্ব । থা । সৰ্বথা । সৰ্বপ্রকারে ইত্যর্থ

অন্য । ত্র । অন্যত্র ।

অন্য । থা । অন্যথা । অন্যপ্রকারে ইত্যর্থ ।

উভয় । থা । উভয়থা ।

বহু । ত্র । বহুত্র । ইত্যাদি

তদ্ । ত্র । তত্র ।

যদ্ । ত্র । যত্র ।

## ২৩ সূত্র ।

২৫ কতকগুলি শব্দ পূৰ্বোক্ত রীত্যানুসারে প্রত্যয়গত নাহইয়া ব্যবহারাধীন নিপন্ন হয় ॥

## উদাহরণ ।

পূৰ্বশব্দ । সিদ্ধপদ । তদর্থ ।

কিঞ্চ । কুতঃ । কোথাহইতে ইত্যর্থ ।

কিঞ্চ । কু । কুত্র । কোথায় ইত্যর্থ ।

ইদম্ । ইতঃ । ইহাহইতে ইত্যর্থ ।



ইদন্ । ইহ । এখানে । ইহাতে ইত্যর্থ ।

অতদ্ । অতঃ । ইহাহিতে ইত্যর্থ ।

। অত্র । ইহাতে ইত্যর্থ ।

ইদন্ । ইদানীং । এক্ষণে ইত্যর্থ ।

সৰ্ব্বে । সৰ্ব্বদা । সদা । সৰ্ব্বকালে ইত্যর্থ ।

যদ্ । যদা । যেকালে ইত্যর্থ ।

তদ্ । তদা । তদানীং । তৎকালে ইত্যর্থ ।

পূৰ্ণ । পূৰ্ণস্তাৎ । পূৰ্ণঃ । অগ্রে ইত্যর্থ ।

অধঃ । অধস্তাৎ । অধঃ । নীচে ইত্যর্থ ।

পৰা । পরস্তাৎ । পরে ইত্যর্থ ।

ইদন্ । অদ্য । আজি ইত্যর্থ ।

সনান । সদ্যঃ । সমদিনে ইত্যর্থ ।

কিন্ । কদা । কদাচিৎ । কদাচ ইত্যর্থ ।

২৪ সূত্র ।

২৬ অদ্যাदि दक्षिणादि आद्यादि 'शब्देर'  
उत्तर भवादर्थे । तन । त्वा । न । এইপ্রত্যয়  
সকল ক্রমে হয় । ভব উৎপত্তি ইত্যর্থ ।

উত্তর ।

ক্রমে অর্থাৎ অদ্যাदि । তন ।

দক্ষিणादि । ত্বা ।

आद्यादि । न ।

অত্র ত্য প্রত্যয়পরে আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয় ॥

উদাহরণ ।

অদ্যাদি ।

অদ্য । তন । অদ্যতন । আজিভব ইত্যর্থ

হ্যস্ । তন । হ্যস্তন ।

সদা । তন । সদাতন ।

সনা । তন । সনাতন । ইত্যাদি ।

দক্ষিণাদি ।

দক্ষিণ । ত্য । দাক্ষিণাত্য । দক্ষিণে ভব ইত্যর্থ ।

পশ্চাৎ । ত্য । পশ্চাত্য । ইত্যাদি ।

আদ্যাদি ।

আদি । ন । আদিন । আদিভব ইত্যর্থ ।

মধ্য । ন । মধ্যন ।

চর । ন । চরন ।

অন্ত্য । ন । অন্ত্যিন । ইত্যাদি

২৫ সূত্র ।

২৭ ইচ্ ঈয়সু প্রত্যয়পরে নতু । বতু । বিন্ ।

তু ইত্যাদি প্রত্যয়ের লোপ হয় ॥

অন্ত্যিন অগ্নিন পশ্চিন ইহাদের অন্ত্য অ আস্থানে  
(ই) হয় পশ্চাৎ শব্দের তকারের লোপ হয় ॥

## উদাহরণ ।

মতিমৎ । ইচ্চ । মতিচ্চ ।

মেধাবিন্ । ইচ্চ । মেধিচ্চ ।

কত্ । ইচ্চ । করিচ্চ । ইত্যাদি

ইতিতদ্ধিতপ্রকরণ সমাপ্ত হইল ॥

## অথ কৃদন্তু প্রকরণ ।

১ কৃৎপ্রত্যয়পরে ধাতুর অন্ত্যস্বর এবং অন্ত্য বর্ণের পূর্বে স্থিত হ্রস্বস্বরের গুণ হয় । ও গকারেৎ এবং ঞ্কারেৎ প্রত্যয়পরে ধাতুর কেবল অন্ত্যস্বরের বৃদ্ধি হয় । ও ঘকারেৎ প্রত্যয়পরে ধাতুর অন্ত্য চ, জ, স্থানে ক, গ, হয় এবং পকারেৎ প্রত্যয়পরে ধাতুর অন্ত্যহ্রস্বস্বরের উত্তর তকার আদেশ হয় ॥

২ সংস্কৃত প্রসিদ্ধ কৃ, দু, শী, প্রভৃতিধাতুর উত্তর কন্মণিবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে ভবিষ্যদর্থে তব্য । অনীয় । য । ঘ্যগ । ক্যপ । প্রত্যয় হয় ॥

৩ কত্ববাচ্যে যোগ্যবর্তমানার্থে তু, ণক, ণিন্, প্রত্যয় হইয়া থাকে ॥

৪ কত্বভিন্ন কারকবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে ঘঞ । অ । অনট । প্রত্যয় হয় ।

## কৃদন্তুপুংকরণ ।

৫ এবং ভাববাচ্যে তি, ও কতৃ'বাচ্যে ভাববাচ্যে  
ত, প্রত্যয় হয় । এইদুই প্রত্যয় পরে ধাতুর অন্ত্য  
নকারাদি বর্ণের লোপ হয় । এবং গুণ বৃদ্ধি হয় না ।

৬ বর্তমানার্থে কতৃ'বাচ্যে অত্, এবং কতৃ'বাচ্যে  
ও কৰ্ম্মণিবাচ্যে আন, প্রত্যয় হয় আনপরে ধাতুর  
উত্তর কতৃ'বাচ্যে, ন, এবং কৰ্ম্মণিবাচ্যে ন, এবং  
নপরে য আদেশ হয় ॥

৭ এই সকল প্রত্যয়ের । ঘ । ক । প । ৭ । ঞ ।  
ট । ঋ । ইৎ যায় অর্থাৎ এইসকল বর্ণ থাকেনা ।  
তাহাতে ঘ ইৎ গিয়া চ । জ । স্থানে ক । গ । হয় ।  
ক ইৎ গিয়া গুণ । বৃদ্ধি হয়না । প ইৎ গিয়া ।  
ত্ আদেশ হয় । ৭ । ঞ । ইৎ গিয়া বৃদ্ধি হয় । ট ।  
ঋ । ইৎ গিয়া জ্ঞীলিঙ্গে ঙ্কার যোগ হয় ॥

## • উদাহরণ ॥

ধাতু । প্রত্যয়ে । সিদ্ধপদ ।

কৃ । তব্য । কতৃ'ব্য । ইত্যাদি ।

কৃ . । অ'নীয় । করণীয় ।

ভূ । য । ভব্য ।

কৃ । ঘ্য'ন । কার্য্য ।

কৃ । ক্য'প । কৃত্য ।

এইসকল কৰ্ম্মণিবাচ্যে এবং ভাববাচ্যে হয় ॥

কৃদন্ত প্রকরণ ।

কত্বাচ্যে ॥

ধাতু । প্রত্যয় । সিদ্ধপদ ।

ক্ । ত্ । কত্বা । ইত্যাদি ।

ঐ । ণক । কারক ।

ঐ । গিন্ । কারী ।

ভাববাচ্যেত্যাদি ॥

ক্ । যঞ । কার ।

ঐ । অ । কর ।

ঐ । অনট । করণ ।

ভাববাচ্যে ॥

ক্ । তি । কৃতি ।

কস্মণিবাচ্যে ॥

ক্ । ত । কৃত ।

কত্বাচ্যে ॥

পচ । অত্ । পচৎ ।

ঐ । আন । পচমান ।

কস্মণিবাচ্যে ॥

ক্ । আন । ক্রিয়মান । ইত্যাদি ।

ঘকারৈঃযথা ॥

বচ । ঘ্যণ । বাক্য । বাচ্য ।

## কৃদন্তু প্রকরণ ।

পাচ	।	যঞ	।	পাক	।
ভুজ	।	ঐ	।	ভোগ	।
ঐ	।	যাণ	।	ভোগ্য	। ইত্যাদি।

পকারেৎ যথা ॥

কৃ	।	ক্যপ	।	কৃত্য	।
নৃ	।	ঐ	।	নৃত্য	। ইত্যাদি।

ট ঋকারেৎ যথা ।

জ্ঞানিজে ॥

ভুষ	।	অনট	।	ভুষণী	।
পাচ	।	অত্	।	পাচন্তী	। ইত্যাদি

নকারাদির লোপ যথা ।

মন	।	ত	।	মত	।
গম	।	ত	।	গত	।
মন	।	তি	।	নতি	।
গম	।	তি	।	গতি	। ইত্যাদি ।

৮ এবং তব্য, তৃ, ত, এই তিন প্রত্যয় পরে  
কোন২ ধাতুর উত্তর ইকার আদেশ হয় । এবং  
কোন ধাতুর উত্তর কোন২ স্থানে হয় না । ও  
কোন২ স্থানে হয় এবং ঐ ইকারপরে পূর্বের  
গুণও হয় ॥

কুদন্তপ্রকরণ ॥

উদাহরণ যথা ॥

ভূ ১ তব্য ১ ভবিতব্য ১

ভূ ১ ভূ ১ ভবিতা ১

ইকার হয়না যথা ১

ভূ ১ ত ১ ভূত ১

পূজ ১ তব্য ১ পূজিতব্য ১

ঐ ১ ভূ ১ পূজিতা ১

ঐ ১ ত ১ পূজিত ১ ইত্যাদি

ঘাণ ১ ক্যপ ১ য ১ গিন্ ১ প্রত্যয় সকল সকলধা-  
তুর উত্তর হয় না অর্থাৎ কোন২ স্থানে হয় ১ এবং  
কোন২ স্থানে হয় না ॥

রচনা প্রকরণ ১

রচনা অর্থাৎ পদসমূহের অথবা বাক্যসমূহের  
বিন্যাসবিশেষ মাত্র ॥

তত্র পদনির্দেশ ১

১ বর্ণসমূহ সংযোগবিশেষে বিশেষার্থপ্রতিপা-  
দকতাহেতুক প্রয়োগার্থ হইয়া পদসংজ্ঞা প্রাপ্ত  
হয় ১

বাক্যানির্দেশ ১

২ পরস্পরার্থান্বিত পদসমূহদ্বয় তাৎপর্য্যবোধক  
হইলে তাহাকে বাক্য কহা যায় ॥

### রচনা প্রকরণ ১১

৩ ঐ বাক্য ন্যূনসংখ্যায় কৰ্ত্তা ও ক্রিয়াপদ দ্ব্যতীত সংলগ্নার্থ হয় না অতএব ইহাতে এই উভয় পদের অপেক্ষা অবশ্যই থাকিবে তবে তাৎপর্য বিশেষে যত পদ অধিক হউক ॥

### বাক্যভেদ ১

৪ বাক্য গদ্যপদ্যভেদে দুইপ্রকার নির্ধারিত হয়।

### গদ্যনির্দেশ ১

১ ঐ বাক্যসমুদায় অর্থানুসারে ছন্দোবহিত নিয়মবর্তীত রচনার নিয়মানুসারে ব্যবহৃত হইলে গদ্য কহা যায় ॥

### গদ্যরচনার রীতি ১

১ গদ্যরচনাতে প্রথমতঃ কৰ্ত্তাপদ এবং সৰ্ব্বান্তে সমাপিকাক্রিয়াপদ নিবিষ্ট হয় এবং বিশেষণ পদ সংজ্ঞাপদের পূর্বে ও কর্মপদ সাকর্মক ক্রিয়াপদের পূর্বে ও অসমাপিকাক্রিয়াপদ সমাপিকাক্রিয়াপদের পূর্বে এবং যচ্ছান্তপদ অন্যসম্বন্ধিপদ অথবা নির্ধারিতার্থাদিপদের পূর্বে থাকে। কিন্তু যদি বিশেষণপদ বিধেয়তাক্রমে নির্দেশ্য হয় তবে বিশেষ্যপদের পরে প্রযুক্ত হয় এবং এতদ্বিন্ন অন্যান্য সকলপদ অর্থবিশেষে যক্তার অভিপ্রায়ানুসারে কৰ্ত্তাপদের এবং সমাপিকা



রচনা প্রকরণ ॥

ক্রিয়াপদের মধ্যস্থানে যথাসংলগ্ন নিবিষ্ট হইয়া থাকে ॥

উদাহরণ ।

তত্র কেবল কত্ৰী এবং ক্রিয়া ।

রানহরি জাগিয়াছেন এবং হনধর শুইলেন ইত্যাদি ।

কত্ৰী ও কর্মযুক্তক্রিয়া ।

ইরিহর আমারদিগকে কহিলেন এবং সদুপদেশ দিলেন ইত্যাদি ॥

বিশেষণযুক্তকত্ৰী ও কর্মযুক্ত ক্রিয়া ।

এক সভাব্যক্তি আমাকে সদুপদেশ সবিশেষ কহিতেছিলেন কিন্তু অন্য এক ব্যক্তি তাঁহাকে নিষেধ করিলেন ইত্যাদি ॥

অসমাপিকায়ুক্ত সমাপিকা ।

তিনি তাবদ্ব্যস্ত শ্রবণ করিয়া অনেক মঙ্গলচেষ্টা করিয়াছিলেন ॥

ষষ্ঠ্যন্তপদযুক্ত কত্ৰী ক্রিয়াদি ।

তিনি আমার পুত্রের বিবাহের পর স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন । অতএব তাঁহার নিকটে আপনি তাবদ্ব্যস্ত অবগত হইবেন । ইত্যাদি ॥

রচনা প্রকরণ ॥

বিধেয়তাক্রপ বিশেষণ ।

‘বর্তমান রাজ্যাবিকারী অতিবিদ্ভ ও প্রজ্ঞাপ্রতি-  
পালক ও সদসদ্বিবেচক অতএব এক্ষণে দেশের  
মঙ্গলসম্ভাবনা ॥

নানাপদের সঙ্কলন ।

‘তিনি আগন ভদ্রতাপ্রকাশপূর্বক স্বীয়চেষ্টা-  
দ্বারা বাটীহইতে তাহাকে তত্র আনাইয়া শিক্ষা-  
লয়ে শিক্ষাপ্রদানার্থে নিযুক্ত করিয়াছেন  
এবং তত্রস্থ মহাশয়েরাও তাহার প্রতি কৃপা  
করিয়া তদুপদেশদানে এবং পুরস্কারপ্রদানে  
বিশেষ যত্নপ্রকাশ করিয়াছেন ॥

প্রকারান্তর ।

এই ক্ষণকার শ্রীযুক্ত অধ্যক্ষ মহাশয়, এক্ষণে সতত  
বিদ্ভ স্বজনজনাবৃত্ত সদাঙ্গাপরত নিদ্রিতকন্ম বি-  
রত হইয়া যাদৃশ বিশিষ্ট শিষ্ট মध्ये গণ্য হইয়া-  
ছেন পূর্বে কিন্তু তদ্রূপ ছিলেন না । তাহা পূর্বকৃত  
কার্য্যানুসন্ধানদ্বারা অন্তবসিত প্রসিদ্ধ ইত্যাদি ॥

পদ্যপ্রকরণ ।

পদ্যনির্দেশ ।

২ বাক্য ছন্দোন্নতিযুক্ত হইলে  
তাহাকে পদ্য কতায় । এবং ঐ পদ্য প্রকার-

## পদ্যপ্রকরণ ॥

ভেদে পয়ার ত্রিপদী চৌপদী তোটক প্রভৃতি অনেক প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে কিন্তু কবিতাদি কোন পদের নির্দ্ধারিত স্থান নিয়মিত হয়না কেবল ছন্দোানুরোধে যেকোন স্থানে নিবেশমাত্র হয়। ইতি

## পদ্যরচনারীতি ।

ছন্দোবিহিত বাক্যসমুদায়, দুই প্রধান অংশে মিলিত হইলে এক প্রধান পদ্য হয়। ঐ অংশ-দ্বয়, পদ বা পাদ অথবা চরণ বলিয়া বিখ্যাত। তাহাতে পদ্যবিশেষে ঐ পদদ্বয়मध्ये অল্প প্রত্যঙ্গরূপেও কতিপয়পদ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু প্রত্যেক পদে অথবা অল্পপুতঙ্গপদে অন্ত্যাকরে ঐক্য বা মিলন অর্থাৎ একজাতীয়স্বর অথবা স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হয়। ঐ পদ্যসমুদায় কতিপয় প্রধান প্রচলিতনামে চলিত হইয়া আসিতেছে এরূপ তাহাতে যেকোন বর্ণাবলীযুক্ত পদাবলী। তাহাদের স্বর সুর সম্বলিত প্রয়োগহেতুক স্থানে প্রভেদ পুকাশ পায়, তাহাতে সন্দেহ করিয়া ভেদস্বীকার করা যায় না।

## পুচলিতপদ্যসমুদায়েরনাম ।

পয়ার, ত্রিপদী, ভঙ্গত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, চতু-

## পদ/প্রকরণ ॥

আদৌ, তোটক, একাবলী, মালঝাপ, চানরছন্দঃ  
 পাঞ্চচামরছন্দঃ ভুজঙ্গপ্রয়াত, ইত্যাদি  
 এই সকল ছন্দের যেকোন নিয়ম ছন্দোগুহুরীত্যনু-  
 সারে তত্তন্নিয়মসম্বলিত তত্তদ্বন্ধে তত্তদ্বন্ধের  
 লক্ষণনির্দেশ করাগেল । মনোযোগপূর্ব্বক বিশেষা-  
 বধারণ করিলে ইহার বিশেষ বিশেষাবগতি  
 হইবে ।

তত্রপ্রথমতঃ পয়ারছন্দে পয়ার লক্ষণ ।

পয়ারে কেবল দুই পদব্যবহার । প্রতিপদে বর্ণ  
 চতুর্দশমাত্র তার । হলন্তাদি শব্দভেদে হইলে  
 ব্যত্যয় । স্বরভেদে সেইভেদ তাহে নাহি ভয় ।

ইহার উদাহরণ ।

ধর্ম্ম অর্থ কান মোক্ষ যার নামে হয় । তাঁরে  
 আমি দেখিব কেমনে মনে লয় ॥

যনকপয়ার লক্ষণ ।

কহি যনক পয়ার ২ । আদিপদে অষ্ট ২ স্পষ্টকণ  
 যার ॥

• উদাহরণ ।

শুনি চমকিত লোক ২ ! কহিছে ভারত তার  
 গোটাকত শ্লোক ॥

পদ্যপ্রকরণ ॥

অন্ত্যায়মক পয়ারলক্ষণ ।

অন্তিময়মক যদি কর কোন ঠাই । করিবে সমান  
পদ অন্ত্যপদ ঠাই ॥

উদাহরণ ।

জিজ্ঞাসিলে বলে আমি কৰ্ত্তাই হই ।

এইকপে মর্ত্যে নোক করে হই হই ।

লঘুত্ৰিপদীলক্ষণ ।

বর্ণ ছয় ছয়ঃ দুই অঙ্ক হয়ঃ অষ্টবর্ণ যদি শেষ ।  
পুতিপদে যদিঃ এইকপবিধিঃ নানত্ৰিপদে বিশেষ ।  
কোথাও ললিতঃ খরকদাচিতঃ লঘু নামকে হুবলে ।  
স্বরভেদে ভেদঃ কোথাও অভেদঃ ভ্রমে ভুলনা সকলে ।

উদাহরণ ।

এসুখযামিনীঃ এনবকামিনীঃ আমি এনব যুবক ।

এরনছাড়িয়াঃ পূজায়ে বসিয়াঃ ধ্যানের বয়েনবক ।

হ্রস্বত্ৰিপদীলক্ষণ ।

হ্রস্বত্ৰিপদী কহিঃ আর কিহু ভেদঃ নাহি ।

বর্ণ আটঃ দুই খণ্ড নাটঃ পুথন চরণে চাহি ॥

উদাহরণ ।

কোটাল কহে এনরঃ দুয়ারে থাকিতে হয় ।

রাজার নিকটেঃ যাহার বাঘটেঃ ভারত উচিতকয় ॥

## দীর্ঘত্রিপদীলক্ষণ ।

দুইভাগে বর্ণঅষ্ট শেষভাগে দশম্পষ্ট ত্রিপদে ত্রি-  
পদীদীর্ঘকয় । স্বরভেদে যদি হয় বর্ণসংখ্যাবিপ-  
র্যয় তাহাতে জানিহ নাহি ভয় ॥

## উদাহরণ ।

হইয়া বিরসমন লইয়াগৃহগজানন হিমালয়ে  
চলিল অভয়া । ভারত বিনয়ে কয় এমত উচিত  
নয় নিষেধ করিয়া কহে জয়া ॥

## দীর্ঘভঙ্গত্রিপদী লক্ষণ ।

আদিপদে দুইপদ হয় বর্ণভেদে কিছু নাহি  
ভয় দশদশ কুড়িবর্ণ আদিপদে করপূর্ণ অন্তেতে  
ত্রিপদীসমুদয় ॥ ভঙ্গদীর্ঘত্রিপদীতোকয় সাহার  
প্রথমে ভঙ্গ হয় । স্বরেসুরেউচ্চারণ করিবুঝি  
সঙ্গজন আদিপদে ত্রিপদীব্যত্যয় ॥

## ইহারউদাহরণ ।

প্রভু মোর গুণের সাগর রসময় কপের নাগর  
রসিকের শিরোমণি বিলাসধনেরধনী নৃত্য গাত  
বান্ধের আকর ॥

## চতুষ্পদী লক্ষণ ।

চৌপদী চৌপদে প্রতিপদেপদে বর্ণছয় বাঁধে  
করিয়াযতন । ত্রিভাগে তাহার বর্ণ একাকার

এইত ইহার মিলের ধরণ। অন্ত্যপদে হয় বর্ণ  
পাঁচ হয় স্বরভেদেরয় প্রভেদ ইহার। এইরীতি  
মত চৌপদীচলিত নাহি তাহে ভীত হইবে কা-  
হার ॥

উদাহরণ।

হেন নয় চিতে রতিবিপরীতে সাধিতে পাড়ি-  
ছে ডর নাসছে। সুজনে মিলিত সুজনের চিত  
এইসে উচিত ভারতকছে ॥

মধ্যচতুস্পদীলক্ষণ।

চারিপদে চতুস্পদী তিনপদে হয় যদি অষ্টমষ্ট  
বর্ণবিধি শেষপদে দশ বর্ণ হয়। এই পদ্যবিধি  
ধরি অন্তে মিলকরি করিলে হইবে তারি  
মধ্য চতুস্পদী যারে কয় ॥

উদাহরণ।

নৃত্যময়ী যন্ত্রযোগে সঙ্গিনিতা ষড়রাগে  
আনন্দিত গলভাগে অমর অদৃশ্য রত্ন হার। রত্ন  
ময়সকুণ্ডলে অপরিমে ক্রতিমূলে মৃগাক কলক  
ছলে লুকাইল অঙ্গ আপনার ॥

দীর্ঘচতুস্পদী লক্ষণ।

যদিগো অকর অধিক থাকে কহিবে চৌপদী  
দীর্ঘ তাহাকে দশদর্শ বিভাগে রাখে কোথাও

এগারো করিয়া । কাহার অষ্ট শেষেতে রর  
কাহার শেষে হইবে নয় করিতে চৌপদী নাহি-  
ক ভয় রীতিমত বর্ণ রাখিয়া ॥

উদাহরণ ।

বান্ধলী পিয়লী মালতী জাতী কুন্দকৃষ্ণকেনী দ-  
নারপাতি গোলাব সেউতী দেশী বিনাতি আচি-  
কুর চির জালিকা । ধুতুরা অতসী অপরাজিতা  
চন্দ্রসূর্য্য নুখী অতি শোভিতা ভারত রচিতা কুল  
কবিতা কবিতা রসে রসালিকা ॥

তোটকছন্দোন্নয়ন ।

চরণে, দ্ব্যধিকা, কর পং, ত্রিদেশ । গুরুব, বর্ত্তী,  
স্বপরে, ক্রমশঃ । করিবে, সকলে, ধরিয়া, নিয়ম ।  
হইবে, সব তো, টকছ, নন্দন ॥

উদাহরণ ।

রত্নিরঙ্গরণে নাতিলা দুজনে । দ্বিজভারততোট-  
কছন্দভণে ॥ ১

একাবলী লক্ষণ ।

একাদশাকর যেপদে থাকে । একাবলী নামদিবে  
সাহাকে ॥ .

ইহার উদাহরণ ।

বিনয় বাক্যেতে করিল বশ । অগস্ত্যরোষ উদয়রস ॥



মালঝাপ অথবা ললিতঝাপ লক্ষণ ॥

চারিচারি বর্ণসারি মিলকরি থাকে ।  
কহিশেষ সবিশেষ দুইশেষ রাখে ।  
চৌদ্ধয়ার বর্ণহার তারভার কিসে ।  
এইমত শতশত করেকত দেশে ।  
মালেকিয়া ললিতেবা ঝাপদিবা অন্তে ।  
এইনাম পরিণাম কহিলাম জান্তে ।

উদাহরণ ।

ভারতের গোবিন্দের চরণের আশ ।  
পরিণাম হরিণাম আরকাম পাশ ।

চামরছন্দোলক্ষণ ।

চামরাখ্য ছন্দবদ্ধ নামতার রাখিবে । সপ্তযুগ  
সপ্তহুস্র অষ্ট দীর্ঘ বর্ণিবে । সর্বশুদ্ধ অষ্টসপ্ত বর্ণ  
সজ্জা জানিবে । যত্র২রীতি ভিন্ন নামভিন্ন দেখিবে

উদাহরণ ।

ভট্টকোকহে মহীপ চিত্তমোদনায়কে । লাওনে  
চলে মশান ভারতী বনায়কে ॥

পঞ্চচামরছন্দ ।

দ্বিতীয়দীর্ঘ বর্ণিবে যুগেযুগাক্রাকরে । নিতান্ত  
ষোড়শাকরে মিলিতপঞ্চচামরে ।

## উদাহরণ।

বিলোল লোচনাঞ্চলেন শান্তুরক্ত পারদে। প্র-  
সাদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি সম্পাদে।

ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দ।

চতুঃ সপ্তবর্ণে দশাদ্যে বিহারি ভুজঙ্গ প্রয়াতে  
হবে হ্রস্বচারি। ভুজঙ্গপ্রয়াতে করে বার বর্ণ।  
বিশেষে তদন্তে দিয়াদিঘ পূর্ণ।

## উদাহরণ।

ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহেভারতীদে সতীদে সতীদে  
সতীদে সতীদে।

## তুণকছন্দোদ্ধরণ।

চারিচারি বর্ণসারি সপ্তশেষ রাখিবে।  
যুগ্মহ্রস্ব যুগ্মহ্রস্ব সপ্তহ্রস্ব থাকিবে।  
অষ্টসপ্ত বর্ণকপ্ত সর্বশুদ্ধ পাইবে।  
যুগ্মবন্ধ এই ছন্দ তুণকাখ্য জানিবে।

## ইহার। উদাহরণ

মৈলদক্ষ ভুতযক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।  
ভারতের তুণকের ছন্দবন্ধ বাড়িছে।  
ইতিপদ্য প্রকরণে পদ্যরচনারীতি সমাপ্ত ॥

রচনারীতি/নুসারে বিভক্ত্যাদি পরিবর্তন।

১ অনুক্ত কত্থপদে তৃতীয়া এষা ষষ্ঠী হয়।

এই নিয়ম কহাগিয়াছে কিন্তু তাহাতে কখনও  
পঞ্চমীও হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

সেই বিজ্ঞ হইতে প্রতারণিত হইব। অর্থাৎ তৎ-  
কর্তৃক ইত্যাদি।

২ কর্তৃবাচ্যে উক্তপদে প্রথমা হয় কিন্তু তাহা  
নতে তৃতীয়াও সম্ভবীভূত হইয়া থাকে।

উদাহরণ।

ধনেতে তাহাকে মত্ত করিয়া রাখিয়াছে। এবং  
পাপেতে ভোগহইতেছে মুখে বকে পণ্ডিতে সহ-  
করে। ইত্যাদি।

৩ পূর্ববাক্যস্থ কর্তা বাক্যান্তর ব্যবধানসত্ত্বেও  
পরবাক্যের ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয়।

উদাহরণ।

এক পণ্ডিত যাত্রাকরিয়া রাজ সভাতে উপস্থিত  
হইয়া শ্রবণ করিলেন, যে প্রাজ্ঞমন্ত্রী কোন বিজ্ঞ  
বিচক্ষণ কর্তৃক পরাভূত হইয়া স্বীয়াপমানে সভা  
হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে অত্যন্ত  
আহাদ পূর্বক মহারাজকে সম্বোধন করিয়া  
স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ইত্যাদি

৪ কোনস্থানে ক্রিয়াপদের নির্দেশ থাকেনা কিন্তু উদ্দেশ্যমাত্রথাকে অর্থাৎ অধ্যাহার করিতে হয় ।

উদাহরণ ।

‘মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রতাপে আদিত্য তুল্য  
বিক্রমাদিত্য সভাস্থ নবরত্ন সদৃশ পণ্ডিতরত্নযুক্ত  
ইত্যাদি

৫. যখন চতুর্থ অসমাপিকাক্রিয়ার উত্তরহ-  
নার্থ ক্রিয়ার প্রয়োগ হয় । তখন তাহাতে কতৃ-  
বাচ্যের কতৃপদে দ্বিতীয়া অথবা ষষ্ঠীহইয়া থাকে

উদাহরণ ।

তাহার আমাকে কহিতে হইবে । এবং আমাকে  
অপেক্ষাকরিতে হইল । প্রতিদিন তাহাকে বিদ্যা-  
লয়ে বাইতে হয় । ইত্যাদি

৬ কোনস্থানে কর্মপদে এবং সৎপ্রদান পদে  
সপ্তমী বিভক্তি হয় ॥

উদাহরণ ।

তাহার হাতে ধরিলাম । তথাপি কিছু হইলনা ।  
ককেকাক পণ্ডিত শ্রীহর্ষে হর্ষযুক্তকরিয়া গৃহগমনা-  
র্থ অনুমতি দিলেন । ইত্যাদি ।

এবং আমার সর্বস্ব তোমায় দিলাম । তোমার  
ও যাহা আছে আমায় দেহ । ইত্যাদি

৭ কখন এক বাক্য অন্যবাক্যান্তর্গত সর্কর্মক  
ক্রিয়ার কর্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ॥

উদাহরণ ।

আমি কহিতেছি তোমরা দীন ক্রীণ সাহসহীন  
সকলের প্রতি সদয় হইবে । ইত্যাদি ।

৮ পূর্ববাক্য পরবাক্যস্থ সর্কর্ম্য দ্বারা পূর্ব-  
বক্তিসংজ্ঞাপদের স্বরূপ হয় । এবং তাহাতে  
নানাবিভক্তির সম্ভাবনা হইয়া থাকে ।

উদাহরণ ।

দেশান্তর গমন করিলে বিবিধ মনোহর দ্রব্য  
দেখিতেপায় ও নানা প্রকার উপভোগ ভোগক-  
রে । ইহা শুবণে তাহার দেশান্তরে গমনোৎসাহ  
জন্মিল । ইত্যাদি ।

এক ব্যক্তি তাহার পুত্রের প্রতি কহিলেন যে না-  
না দেশীয় ভাষাশিক্ষা করিলে সর্কর্ম্য মূল্য হয়  
তাহাতে তাহার বিদ্যাভ্যাসের যত্ন হইল । ইত্যাদি ।

অনবরত তত্ত্ব জ্ঞানানুেষণ করিলে ক্রমশঃ মা-  
নস উল্লসিত হইবে । ইহাতে তিনি মনোভিনি-  
বেশ করিলেন । ইত্যাদি

৯ সৰ্বস্বক্ৰিয়াপদ কৰ্মশূন্য হইলে সৰ্বদাই তাহার পরে যেশব্দের প্রযোগ হয় । এবং কোন ক্ৰিয়াপদের বিশেষ তাৎপৰ্য্য পাই বাক্ত হইলেও ঐশব্দের ব্যবহার হয় ॥

উদাহরণ ।

তিনি কহিলেন, (যে) তোমরা বিদ্যাভ্যাসে যত্ন কর । এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি তাবৎ অভ্যাস করিয়াছ । ইত্যাদি

এবং তদবিষয়ে তিনি এমনত উৎসাহী ছিলেন যে যথাসম্ভব ব্যয় করিতে উদ্যত ।

তাহাকে এই যথেষ্ট কহিলাম, যে উত্তরকালে একপ করিলে তোমার একপ ভাব থাকিবে না ইত্যাদি

১০ সৰ্বনাম যদশব্দ এবং তদশব্দ পরস্পর সাংক্ৰান্তপ্রযুক্ত সৰ্বদাই পরস্পরের অপেক্ষা করে । তাহাতে কেবল তাহাদের বিভক্তির নানা প্রকার ভেদ হইয়া থাকে কিন্তু নিজ সংখ্যাটির নিয়তানুগম অন্যথা হয়না অর্থাৎ একলিঙ্গ এক-সংখ্যক ইত্যাদি হইয়া থাকে ॥

উদাহরণ ।

যিনি সৰ্বদা পরাপকারে এবং অনিষ্টবিষয়ে

কৃত হইয়া বৌদ্ধিক মধুরকচনদ্বারা আশীৰ্ব্বত  
প্রকাশ করেন তাহাকেই প্রবন্ধক বা প্রত্যয়ক  
করা যায় ।

তিনি ঐ বসিয়াছেন যিনি পূর্বে আসিয়াছিলেন ।  
যদ্বারা তোমার একশ বিবাদ রিসম্বাদ পদে ২  
ঘটিতেছে তাহার প্রতি তোমার এতাদৃশ বিশ্বাস  
কি আশ্চর্য্য ।

রাজা অত্যন্ত শান্ত ও পিপাসাত্ত হইয়া যেকপ  
কহিলেন তাহাতে আমার চিত্ত আদু হইল ইত্যাদি

১১ অসমাপিকাক্রিয়া যে ২ সমাপিকাক্রিয়াকে  
আকাজ্জা করে তাহার সহিত পরস্পর সম্বন্ধ এক-  
কর্তৃত্ব থাকে না ।

উদাহরণ ।

তিনি তাহা না করিতে ২ আমি প্রস্তুত করিয়া  
উপস্থিত হইব । তোমার ইতিহাস সমাপ্ত হইলে  
আমি আপন কন্মে প্রবৃত্ত হই তিনি আইলেন  
তথায় আমি ঘাইতে পারি ইত্যাদি

১২ কতাদি বিভক্ত্যস্তপদ এবং অন্যান্য পুরুষ  
পদ বক্তার অভিপ্রায়ানুসারে উক্তি বিশেষে  
বিশেষ হইয়া উক্ত হয় । অর্থাৎ যখন যাহার  
উক্তির আবশ্যক তখন তাহাকে অগ্রে স্থাপিত  
করা যায় । ইতি

## উদাহরণ ।

বাড়বামি সমুদ্র মধ্যে একশে প্রবলতর হইয়াছে  
আমাকে গঙ্গাস্নান করাইয়া তিনি গ্রহণ  
করিলেন ।

ইহাশ্রবণ করিয়া গুরু কহিলেন সাধুরে সাধু ।  
তদ্বারা আমি কৃতকার্য হইলাম ।

তাহাতে আমার আর শঙ্কা নাই ।

ঐ ব্যক্তিকে আমি কিছু পুরস্কার দিব । তাহা-  
হইতে আমি জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি শুনিয়াছি যে  
তাহার শ্রীচরণদর্শনপূর্বক মহাশয় অত্যন্ত  
আহ্লাদযুক্ত হইয়া অনেক স্তুতি প্রণতি করিয়াছেন ।  
বাল্যাবস্থায় বিদ্যাবিষয়ে প্রায় অনেকের মনো-  
যোগ থাকে না ।

কেবল তোমার তাহাতে অত্যন্ত আস্থা আছে ।

এখন কিকরিব পূর্বে আপনার পথ আপনি নষ্ট-  
করিয়াছি ।

কেমন মহাশয় এরূপ কি আর হয়না ।

যদি-বলেন তবে প্রবর্ত হই । মন্তবা পান্নি ।

তোমার আশ্রয়ে আমার এতদিন গেল ।

ভাল যদি কর্ম সকল হইত হানি ছিলনা । এক্ষণে  
সুইদিক গেল কিকরিব ।



ফলতঃ তোমায় বিশ্বাস করা কর্তব্য নয় ।

জানি কি তুমি ভালকে মন্দ করিতে পার ।

১৩ ছন্দোনিরোধে পদ্যমধ্যে এবং ব্যবহারাধীন কথোপকথনে অনেকস্থানে লক্ষণ সিদ্ধ প্রসিদ্ধ পদের ব্যত্যয় হয় । অর্থাৎ ক্রিয়াপদের ইকার লুপ্ত এবং আকার থাকিলে তাহা স্থানে একার হইয়া তদ্বর্ণে যুক্ত হয় ।

যেনন । হইতে এস্থানে ইকারলোপে হে হতে । ব্যবহার হয় ।

থাইতে । যাইতে । পাইতে । ইত্যাদি স্থলে  
খেতে । যেতে । পেতে । ব্যবহার হয় ।  
এবং হইল । হইলে । পাইলে । এস্থলে  
হল । হলে । পেলে ।

থাইলাম । পাইলাম । হইবে । এস্থলে ।  
খেলাম । পেলাম । হবে ।

আনিতে । জানিতে । মারিতে । এস্থলে  
আন্তে । জান্তে । মান্তে ।

মাখিতে । মাখিব । ইত্যাদি স্থলে ।  
মাখতে । মাখব । ইত্যাদি হয় ।

অথানুয়প্রকরণ ।

১ অনুয় অর্থাৎ পরস্পর সম্বন্ধযুক্তপদের সম্ব-

নিকপিত ভেদসম্বলিত ব্যক্তি সংখ্যাাদি সম্বন্ধের বিশেষ ব্যক্তীকরণ ইত্যর্থ ।

২ তত্র প্রথমত পদ সমুদায়নির্দেশ অর্থাৎ যাবৎ পদের নাম সকলন । সংজ্ঞা, সর্বনাম, বিশেষণ, উপসর্গ, অব্যয়, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ পদ ইত্যাদি ।

৩ সংজ্ঞাপদে । নাম বা সংজ্ঞা, ভাববাচক, ক্রিয়াবাচকভেদ, সামান্য প্রকৃতভেদ, নিষ্ক, ব্যক্তি, সংখ্যা ও কৰ্ত্তাদি কারক ভেদ, এবং তন্মিয়মিত বিভক্তি ও পরস্পর সম্বন্ধ, এবং কৰ্ত্তা ও কর্মকারকের যেহ ক্রিয়ার সহিত অনুয়, ইত্যাদি অবশ্য বক্তব্য এবং ইহার অন্তর্গত যদি কোন সমাস থাকে তবে তাহারও নির্দেশ কর্তব্য ইতি ।

৪ সর্বনাম পদে । অস্মদাদি, বিশেষণ, সংখ্যা-বাচক ভেদ এবং অস্মদাদি সর্বনাম পদে সংজ্ঞাবৎ নিষ্ক সংখ্যাাদি তাবদ্বিশেষ বক্তব্য এবং তাহার পূর্ববর্তি বিশেষ্যের নির্দেশ করা কর্তব্য । কিন্তু বিশেষণাদি সর্বনাম পদে বিশেষণবৎ তাবদ্বিশেষ বক্তব্য এবং কোন প্রকৃত শব্দহইতে ইহার উৎপন্ন তাহার নির্দেশও কর্তব্য ।

৫ বিশেষণপদে । স্বরূপ, তত্ত্বপ্রত্যয়ান্ত, ও তত্ত্ব-  
প্রত্যয়ান্ত ভেদ, এবং বিশেষ্য ধর্মিতাহেতুক  
বিশেষ্যানুযায়ি নিজ ব্যক্তি সংখ্যা বিভক্তি ভেদ  
ও তাহার বিশেষ্যের নির্দেশ করা কর্তব্য ।

৬ উপসর্গ । অব্যয়ান্তর্গত অতএব তৎস্বরূপ  
নির্দেশমাত্র বক্তব্য ।

৭ অব্যয়শব্দে । অর্থভেদান্তর্গত ভেদমাত্র গুহ্য

৮ ক্রিয়াপদে । সাধারণী প্রেরণী ভেদ, সাক্ষ্য-  
কাক্ষ্যক দ্বিক্ষ্যকভেদ, সমাপিকা অসমাপিকা  
ভেদ, এবং কতৃবাচ্য কক্ষ্যণিবাচ্য ভাববাচ্যভেদ  
এবং সমাপিকাপদে বাচ্যানুসারে কতৃকক্ষ্য নিষ্ঠ  
ব্যক্তিসংখ্যাভেদ, অষ্টপ্রকার কালের অন্যতম  
ভেদ বক্তব্য এবং কতৃকক্ষ্য ব্যবহিতত্বহেতুক  
কর্তৃ অথবা কক্ষ্যপদের নির্দেশ করাকর্তব্য ইত্যাদি  
এবং অসমাপিকাপদে ক্রিয়াভেদ কহিয়া চতুর্ম-  
থাপি প্রত্যয়ভেদ বক্তব্য এবং সমাপিকা ক্রিয়াব-  
লম্বনহেতুক সমাপিকা ক্রিয়ানির্দেশ করাকর্তব্য  
ইত্যাদি ।

৯ ক্রিয়াবিশেষণপদে । দৈশিকাদিভেদ এবং  
নির্দিষ্ট ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ এবং অন্তর্গত যে  
কোন সমাস থাকে তাহা বক্তব্য ইতি ।

পূর্বোক্তি শব্দসকলের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে ।

১ সেই নারী পূর্বে আনাকে ইহা বলিয়াছেন ।

অত্র । সেই । বিশেষণ সর্বনাম ক্রীলিঙ্গ তৃতীয়-  
ব্যক্তির একবচন ইহাতে প্রথমা বিভক্তি কারণ  
ইহার বিশেষ্য নারী এবং তদংশদ্বইতে উৎপন্ন ।

নারী । সামান্য সংজ্ঞা বা নাম ক্রীলিঙ্গ তৃতীয়  
ব্যক্তির একবচন কর্তৃকারক ইহাতে প্রথমা বিভ-  
ক্তি এবং ইহার ক্রিয়া “ বলিয়াছেন ” ।

পূর্বে । কালিক ক্রিয়াবিশেষণ ইহার ক্রিয়া  
“ বলিয়াছেন ” ।

আনাকে । অস্মদাদি সর্বনাম পুংলিঙ্গ প্রথম  
ব্যক্তির একবচন কর্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ও  
অস্মদংশদ্বইতে উৎপন্ন এবং ইহার সকর্মক  
ক্রিয়া “ বলিয়াছেন ” ।

ইহা । অস্মদাদি সর্বনাম ক্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির  
একবচন কর্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ইদংশদ-  
বইতে উৎপন্ন ইহার সকর্মক ক্রিয়া “ বলিয়াছেন ”  
এবং ইহার পূর্ববর্তি বিশেষ্য “ কথা ” ।

বলিয়াছেন । সাধারণী দ্বিকর্মক সমাপিকা কতৃ-  
বাচ্য ক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির একবচন হস্তনভূতকাল  
( কেহই এই স্থলে স্বার্থলংকার বলে ) এবং ইহার  
কর্তৃপদ “ নারী ” । ইত্যাদি ।

২ তিনি ঐ বঞ্চককে দূরীকৃত করিয়াছেন ।

অত্র । তিনি । অক্ষদাদি সৰ্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কৰ্ত্তা কারক প্রথমা বিভক্তি তদ্-  
শব্দ হইতে উৎপন্ন ইহার পূৰ্ববর্তি বিশেষ্য “নারী”  
এবং সমাপিকা ক্রিয়া করিয়াছেন ॥ এ । বিশেষণ  
সৰ্বনাম অদৃশ্য পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একব-  
চন দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার বিশেষ্য বঞ্চককে ।

বঞ্চককে । বিশেষণীয় বিশেষ্য পুংলিঙ্গ তৃতীয়  
ব্যক্তির একবচন কৰ্ম্ম কারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার  
সকৰ্ম্মক ক্রিয়া “করিয়াছেন” ।

দূরীকৃত । স্বরূপ বিশেষণ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তি-  
র একবচন দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার বিশেষ্য বঞ্চ-  
ককে ।

করিয়াছেন । সাধারণী সকৰ্ম্মক সমাপিকা কৰ্ত্তৃ-  
বাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির একবচন হস্তন দ্রুতকাল  
( স্বার্থলকার ) এবং ইহার কৰ্ত্তা “তিনি” ।

৩ এই রাজপুত্র এক্ষণে প্রাপ্তবয়স্ক হইলেন ।

এই । বিশেষণ সৰ্বনাম ইদৃশ্য পুংলিঙ্গ তৃতীয়  
ব্যক্তির একবচন প্রথমা বিভক্তি ইহার বিশেষ্য  
“রাজপুত্র” ।

অনুয় প্রকরণ ।

১ রাজপুত্র । সামান্য সংজ্ঞা বা নান পুংলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন কর্তৃকারক প্রথমাবিভক্তি এবং রাজার পুত্র এইবাক্যে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমান ও ইহার সমাপিকা ক্রিয়া, “ হইলেন ” ।

একগণে । কালিক ক্রিয়াবিশেষণ ইহাতে অধিকরণার্থে সপ্তমী বিভক্তিও হয় এবং ইহার ক্রিয়া “ হইলেন ” ।

প্রাপ্তবয়স্ক । স্বরূপ বিশেষণ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন প্রথমাবিভক্তি এবং প্রাপ্তহইয়াছে বয়স্ ষৎকর্তৃক এইবাক্যে তৃতীয়ান্ত অতদগুণ সম্বিজ্ঞান বহুবীহি ও ইহার বিশেষ্য, “ রাজপুত্র ” ।

হইলেন । সাধারণী অকস্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্যক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির একবচন অদ্যতন ( স্বার্থনকার ) এবং ইহার কর্তৃ, “ রাজপুত্র ” ।

৪ এক সতী যুবতী পতি বিরহে জ্ঞানপূন্য হইয়া ঘরগীতে পতিতা হইয়াছিলেন ।

এক । সংখ্যাবাচক সর্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির এক বচন প্রথমাবিভক্তি ইহার বিশেষ্য, “ যুবতী ” সতী । স্বরূপ বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন প্রথমাবিভক্তি ইহার বিশেষ্য, “ যুবতী ” । যুবতী । বিশেষণীয় বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্য-

অনুয় প্রকরণ ।

ক্তির একবচন কর্তাকারক প্রথমাভিত্তি ইহার সমাপিকাক্রিয়া, “হইয়াছিলেন” ।

পতিবিরহে । সামান্যসংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন করণ কারক তৃতীয়া ভিত্তি এবং পতির বিরহে এইবাক্যে ষষ্ঠীতৎ পুরুষ সমাস ।

জ্ঞানশূন্য । স্বরূপ বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন প্রথমাভিত্তি ইহার বিশেষ্য “যুবতী” । এবং জ্ঞানেতে শূন্য অর্থাৎ রহিতা এইবাক্যে তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস ।

হইয়া । সাধারণী অকর্মক জ্ঞার্থা অসমাপিকা কত্বাচ্যক্রিয়া ইহার সমাপিকা ক্রিয়া, “হইয়া ছিলেন ।”

ধরণীতে । সামান্য সংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন অধিকরণ কারক সপ্তমী ভিত্তি ।

পতিতা । স্বরূপ বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন প্রথমাভিত্তি ইহার বিশেষ্য, “যুবতী” ।

হইয়াছিলেন । সাধারণী অকর্মক সমাপিকা কত্বাচ্য ক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির একবচন অনদ্যতন ভূত-কাল (স্বার্থলকার) এবং ইহার কর্তা, “যুবতী” ।

৫ মহারাজ প্রজারক্ষকদিগের প্রতি অনুমতি

### অনুয় প্রকরণ ।

করিলেন, যে তাহারা অন্য কতৃক কৃতকার্য সকল অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে অবগত করায় ইতি ।

মহারাজ । সামান্য সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন কর্তৃকারক প্রথমাবিভক্তি এবং মহারাজা ইত্যর্থ কৰ্ম্মধারয় সনাস এবং ইহার ক্রিয়া “ অনুমতি করিলেন ” ।

প্রজারক্ষকদিগের । বিশেষণীয়বিশেষ্য পুংলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির বহুবচন কৰ্ম্মকারক কিন্তু “ প্রতি ” শব্দ যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি এবং প্রজাদের রক্ষক এই বাক্যোষধীতৎ পুরুষ সনাস ।

প্রতি । উপসর্গনাত্র । ষষ্ঠীবিভক্তির যোজক ।

অনুমতি করিলেন । সাধারণী সকৰ্ম্মক সমাপিকা কতৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির একবচন অদ্যতন ভূত ( স্বার্থলকার ) এবং ইহার কর্তৃ “ মহারাজ ”

যে । যদশব্দ ক্রিয়াবিশেষণে কৰ্ম্ম সংজ্ঞা ইহার সকৰ্ম্মক সমাপিকাক্রিয়া, “ অনুমতি করিলেন ” ।

তাহারা । অস্মদাদিসৰ্ব্বনাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির বহুবচন কর্তৃকারক প্রথমাবিভক্তি তদশব্দ ইহার পূৰ্ব্ববত্তি বিশেষ্য, “ প্রজারক্ষক ” । এবং ক্রিয়া, “ অবগত করায় ” ।

অন্যকতৃক । বিশেষণীয়বিশেষ্য সৰ্ব্বনাম পুংলিঙ্গ



### অনুয় প্রকরণ ।

অথবা দ্বিলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির বহুবচন অনুক্ত কত্-  
কারকে তৃতীয়া এবং ইহার কৰ্ম্মণিবাচ্য প্রত্যয়ান্ত  
বিশেষণ স্বরূপ ক্রিয়া, “কৃত” ।

কৃত । কৰ্ম্মণিবাচ্য প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ ক্লীবলিঙ্গ  
তৃতীয়ব্যক্তির বহুবচন, দ্বিতীয়াবিভক্তি ইহার বি-  
শেষ্য, “ কার্য্যসকল ” ।

কার্য্যসকল । সামান্য সংজ্ঞা বা নাম ক্লীবলিঙ্গ  
তৃতীয়ব্যক্তির বহুবচন কৰ্ম্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তি  
ইহার সৰ্ব্বকর্ম্মক অসমাপিকা ক্রিয়া, “ অনুসন্ধান  
করিয়া ” এবং কার্য্যের সকল এইবাক্যে যষ্ঠীতৎ-  
পুরুষ সমাস ।

অনুসন্ধানকরিয়া । সাধারণী সৰ্ব্বকর্ম্মক ভূত্বার্থা অস-  
মাপিকা কত্ববাচ্যক্রিয়া এবং ইহার সমাপিকা  
ক্রিয়া, “ অবগত করায় ” ।

তাঁহাকে । অস্মাদাদি সৰ্ব্বনাম তদশক পুংলিঙ্গ  
তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কৰ্ম্মকারক দ্বিতীয়া বিভ-  
ক্তি ইহার পূৰ্ব্বভি বিশেষ্য মহারাজ এবং সৰ্ব্বকর্ম্ম-  
কক্রিয়া “ অবগত করায় ” ।

অবগত করায় । প্রেরণী সৰ্ব্বকর্ম্মক সমাপিকা কত্ব-  
বাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির বহুবচন যোগ্য বস্তুরান

অনুয় পুৰণ ।

কাল ( অনুমতার্থলক্ষ্যকার ) এবং ইহার কৰ্ত্তা তাহার ।

৩ রামহরি গোপালচন্দ্রকে শিক্ষাদিতেছেন ।

অত্র রামহরি । প্রকৃতসংজ্ঞা বা নাম পূর্ণ-  
লিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কৰ্ত্তাকারক প্র-  
থমা বিভক্তি ইহার ক্রিয়া “শিক্ষাদিতেছেন,, ।  
এবং রামই হরি ইত্যর্থ কৰ্ম্মধারয় সমাস ।

গোপালচন্দ্রকে । প্রকৃতসংজ্ঞা বা নাম পূর্ণ-  
লিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির এক বচন কৰ্ম্ম কারক দ্বিতীয়া  
বিভক্তি কৰ্ম্ম ধারয় সমাস এবং ইহার সকৰ্ম্ম-  
কক্রিয়া “শিক্ষাদিতেছেন,, ।

শিক্ষাদিতেছেন । সাধারণী সকৰ্ম্মক সঙ্গাপিকা  
কৰ্ত্ত্বাচ্যক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির এক বচন বিহিত  
বৰ্ত্তমান কাল এবং ইহার কৰ্ত্তা “রামহরি,, ।

৭ পূণ্যেছে সুখভোগ হইতেছে ।

পূণ্যেতে । সামান্যসংজ্ঞা বা নাম ক্লীবলিঙ্গ  
তৃতীয়ব্যক্তির এক বচন করণ কারক তৃতীয়া  
বিভক্তি ।

সুখভোগ । সামান্য সংজ্ঞা ক্রিয়াবাচক পূর্ণ-  
লিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কৰ্ত্তাকারক প্রথমা

### অন্য প্রকরণ ।

বিভক্তি ইহার ক্রিয়া হইতেছে এবং সুখের ভোগ এই বাক্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ॥

হইতেছে । সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কত্ব-  
বাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন বিহিত বর্ত্ত-  
মানকাল এবং স্বার্থলকার ) ইহার কর্ত্তা সুখ  
ভোগ ।

৮ ধর্ম্মকরিলে পাপের ক্ষয় হয় ।

ধর্ম্ম । সামান্য সংজ্ঞা বা নান পুংলিঙ্গ তৃতীয়  
ব্যক্তির এক বচন কর্ম্মকারক দ্বিতীয়াবিভক্তি  
ইহার সকর্ম্মক ক্রিয়া “করিলে” ।

করিলে । সাধারণী সকর্ম্মক ভাবভূতার্থ অসমা-  
পিকা কত্ববাচ্য ক্রিয়া ইহার এক কত্বক সমা-  
পিকা নাই অন্য সমাপিকা ক্রিয়া হয় ।

পাপের । সামান্য সংজ্ঞা বা নান ক্লীবলিঙ্গ  
তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন সম্বন্ধে ষষ্ঠী ইহার অন্য  
সম্বন্ধপদ “ক্ষয়” ।

ক্ষয় । সামান্য সংজ্ঞা ক্রিয়াবাচক তৃতীয়ব্যক্তির  
এক বচন কত্বকারক প্রথমাবিভক্তি ইহার ক্রিয়া  
“হয়” ।

হয় । সাধারণী অকর্ম্মক সমাপিকা কত্ববাচ্যক্রিয়া

### অনুয় প্রকরণ ।

তৃতীয়ব্যক্তির একবচন বোধ্য বর্তমানকাল স্বার্থ লকার ) এবং ইহার কৰ্ত্তা হয় ।

৯ বৃন্দাবন হইতে বৃন্দাবনচন্দ্র মথুরায় যাইবেন ।

বৃন্দাবন হইতে । প্রকৃতসংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন অপাদান কারক প্রথমাবিভক্তি ।

বৃন্দাবনচন্দ্র । প্রকৃতসংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কৰ্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি এবং বৃন্দাবনের চন্দ্রস্বরূপ এইবাক্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ও ইহার ক্রিয়া “যাইবেন” ।

মথুরায় । প্রকৃতসংজ্ঞা বা নাম স্ত্রীলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন অধিকরণকারক সপ্তমী বিভক্তি ।

যাইবেন । সাধারণী অকৰ্ম্মক সনাপিকা কৰ্ত্তৃবাচ্য ক্রিয়া তৃতীয়ব্যক্তির একবচন ভবিষ্যৎকাল ( স্বার্থ লকার ) এবং ইহার কৰ্ত্তা, “বৃন্দাবনচন্দ্র” ।

১০ কাশীনাথ কাশীশ্বরীর ক্রোড়বাসি সন্ন্যাসিদিগকে কৃপাকরিয়্য কামনা পূর্ণ করিতেন ।

কাশীনাথ । প্রকৃত সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির একবচন কৰ্ত্তাকারক প্রথমাবিভক্তি এবং কাশীর নাথ এই বাক্যে ষষ্ঠীতৎপুরুষসমাস ও ইহার ক্রিয়া, “পূর্ণকরিতেন” ।

অনুয় প্রকরণ ।

কাশীশ্বরীর । প্রকৃত সংজ্ঞা বা নাম ত্রীনিজ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন সম্বন্ধে ষষ্ঠী এবং কাশীর ঈশ্বরী এইবাক্যে । যষ্টীতৎপু ষ সমাস ও ইহার সম্বন্ধ “ক্রোড়পদে” ।

ক্রোড়বাসি । স্বরূপ বিশেষণ পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন দ্বিতীয়াবিভক্তি এবং ক্রোড়ে বাসি এই বাক্যে । সপ্তমীতৎপু ষ সমাস ও ইহার বিশেষ্য “সন্ন্যাসিদিগকে” ।

সন্ন্যাসিদিগকে । সামান্য সংজ্ঞা বা নাম পুংলিঙ্গ তৃতীয়ব্যক্তির বহুবচন কর্মকারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার সাকর্মক ক্রিয়া “কৃপাকরিয়া” ।

কৃপাকরিয়া । সাধারণী সাকর্মকভূত্বার্থা অনমাপিকা কত্ববাচ্যক্রিয়া ইহার সমাপিকা ক্রিয়া “পূর্ণকরিতেন”

কাননা । সামান্য সংজ্ঞা বা নাম ত্রীনিজ তৃতীয় ব্যক্তির একবচন কর্মকারক দ্বিতীয়াবিভক্তি ইহার সাকর্মক ক্রিয়া “পূর্ণকরিতেন” ।

পূর্ণকরিতেন । সাধারণী সাকর্মক সমাপিকা কত্ববাচ্য ক্রিয়া তৃতীয় ব্যক্তির একবচন অপূর্ণভূত কাল স্বার্থলকার এবং ইহার কত্ব “কাশীনাথ” ।

১১ যদি যাও তবে অপেক্ষা করিতেপারি ।

টিহু প্রকরণ ।

যদি । সন্দেহসূচক অব্যয় মাত্র ।

যাও । সাধারণী অকৰ্ম্মক সমাপিকা

কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া দ্বিতীয়ব্যক্তির এক বচন । যোগ্য বহুমানকাল ( আশংসাথ লকার ) এবং ইহার কর্তা উহ্য, “তুমি” ।

তবে । সন্দেহসূচক অব্যয় মাত্র ।

অপেক্ষাকরিতে । সাধারণী অকৰ্ম্মক চতুর্থী অ-সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া ইহার সমাপিকা ক্রিয়া “পারিঃ” ।

পারি । সাধারণী অকৰ্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া প্রথম ব্যক্তির একবচন যোগ্য বহুমান কাল ( শাস্ত্যর্থলকার ) এবং ইহার কর্তা উহ্য, “আমিঃ”

ভান যাও তাহাকে আনিও ।

ভান । আবহিক্রিয়াবিশেষণ ইহার ক্রিয়া “যাওঃ”

যাও । সাধারণী অকৰ্ম্মক সমাপিকা কর্তৃবাচ্য ক্রিয়া দ্বিতীয়ব্যক্তির একবচন বিধিবহুমান কাল ( অনুমত্যর্থ লকার ) এবং ইহার কর্তা উহ্য “তুমিঃ”

### চিহ্ন প্রকরণ ।

তাহাকে । অম্মদাদিসম্বন্ধনাম পুংলিঙ্গ তৃতীয় ব্যক্তির এক বচন কস্ম'কারক দ্বিতীয়া বিভক্তি ইহার সকস্মকক্রিয়া “আনিও” ।

আনিও । সাধারণী সকস্ম'ক সমাপিকা কতৃ'বাচ্য ক্রিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তির একবচন বিধিভবিষ্যৎ কাল ৬ অনুমত'র্থলকার ২ এবং ইহার কত্তাপদ উহ্য “তুমি,”

ইতি অন্য পুক্রণ সমাপ্ত হইল ॥

পাঠকবর্গের গদ্যপদ্যপঠনকালেবিভিন্নরূপে বাক্যের বিশেষত্ব তাৎপর্য্য নিকপণার্থ স্বর-বিরামের আবশ্যকতাহেতুক তদুতপুভেদ নিক-পক চিহ্ন সমুদায় নিকপণ করাগেল ।

### তত্র বিশ্রামচিহ্ন ।

বিশ্রামচিহ্ন, অর্থাৎ বাক্যার্থতাৎপর্য্যভেদজ্ঞানার্থ আবৃত্তিকালে যদ্বারা স্বরবেগ রুদ্ধ হয় তাহাকে বিশ্রাম, বিরতি, বা যতি, কহা যায় । এবং তদুত যে সকল চিহ্ন, তাহাদিগকে বিশ্রামচিহ্ন কহা যায় ।

### তত্র প্রথমত একমাত্রযতি ।

একমাত্রযতি, ( , ) অর্থাৎ হ্রস্ববর্ণোচ্চরণ যো-

## চিহ্নপ্রকরণ।

গ্য কালবোধক চিহ্নমাত্র । এই চিহ্ন বাক্যান্ত-  
গত পৃথক্ পৃথগর্থ বোধক পদসমুদায়ের উত্তর-  
বর্তী হইয়া ব্যবহৃত হয় ।

## উদাহরণ।

তিনি, এবং তাঁহার পুত্র, উভয়ে রাজসভাস্থ  
হইলেন ।

## দ্বিমাত্রযতি ।

দ্বিমাত্রযতি, ( : ) অর্থাৎ দীর্ঘবর্ণোচ্চারণযোগ্য  
কালবোধক চিহ্নবিশেষ । এই চিহ্ন, পূর্বা-  
র্থের কিঞ্চিদ্ব্যবচ্ছেদপূর্বক পরার্থাংগে, বাক্যা-  
ন্তগত যে বাক্য তদুত্তরবর্তী হইয়া সর্বদা ব্যব-  
হৃত হয় ।

## উদাহরণ।

রাজা কহিলেন, যে আমি অদ্য তাহারদিগকে  
উচিত প্রতিফল দিব ; অতএব, তুমি কিঞ্চিৎ  
ত্বর কর ।

## পূর্ণযতি ।

পূর্ণযতি, ( : ) এই চিহ্ন, গদ্যপদে বিসর্গভ্রান্তি-  
হেতুক, পদ্যমধ্যগত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পদের ছেদ বোধ  
করায় ।



( ১৮০ )

চিহ্নপুরুষ ।

উদাহরণ ।

রূতিবিশাখ ।

‘শিবশিব শিবনাম ( : ) সবে বলে শিবধাম ( : )  
বানদেব আনার কপালে । যারদৃষ্টে নৃত্য করে ( : )  
তাঁর দৃষ্টে প্রভু নরে ( : )’ এমন নীদেখি কোন  
কালে ॥

চ্ছেদ ।

চ্ছেদ ( ১ ) অর্থ ১৭ বাক্যপূরণার্থ চিহ্ন । এইচিহ্ন  
অন্তর্গত বাক্যান্তর সম্বলিত একতাৎপর্যনির্মা-  
হক বাক্যের উত্তরপদে, এবং পদ্যের প্রথম পা-  
দান্তে নিবিষ্ট হয় ॥

উদাহরণ ।

তিনি এখানে বহুকানপর্যন্ত থাকতে আনার-  
দের সহিত তাঁহার যথেষ্ট প্রণয় ছিল ; কিন্তু এক-  
ণে সেভাব তাদৃক নাই ।

পদ্যে যথা ৪

“চেতরে চেতরে চেত ডাক চিদানন্দ ( ১ ) ।

চেতমা যাঁহার চিত্তে সেই সন্ধানন্দ ॥”

পূর্ণচ্ছেদ ।

পূর্ণচ্ছেদ ॥ অর্থ ১৭ অশেষ বিশেষার্থ পূরণপূ-

## চিহ্ন পুরকণ ।

স্বক বাক্যার্থ পুরক চিহ্ন । এই চিহ্ন, পদ্যসমাপ্তিকালে এবং গদ্যের যে বিষয় অবলম্বন করিয়া বাক্যবিন্যাস তদ্বিষয়ের সমাপ্তিকালে ব্যবহার করা যায়

## উদাহরণ ।

“প্রণমিয়া পাটনি কহিছে মোড় হাতে ।  
আমার সন্তান যেন থাকে দুখে ভাতে ॥”  
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান ।  
দুখে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥ ৩০

## গদ্যের উদাহরণ ।

পূর্বে লিখিত ছেদের অন্তে যথা নিবিষ্ট হইল ।  
এবং পূর্ণছেদের অন্তে ব্যবহার করা যায় ॥ ৩১

## প্রশ্নার্থনাত্ৰ ।

প্রশ্নার্থনাত্ৰ, (?) অর্থাৎ বাক্যগত প্রশ্নসূচক চিহ্ন ।

## উদাহরণ ।

শিষ্য । মহাশয় এই পুস্তকের নাম কি (?)  
শিক্ষক । ইহার নাম সাধুভাষার ব্যাকরণ রত্নসং-  
গৃহ ।

শিষ্য । ভাল, এই উত্তম পুস্তক কে প্রস্তুত  
করিয়াছেন (?)

চিহ্ন প্রকরণ ।

শিক্ষক । গৌরীভাগ্যাননিবাসি বৈদ্য কুলোদ্ভব  
ত্রিযুক্ত 'ভগবচ্চন্দ্রবিশাখদনামক এক জন প-  
ণ্ডিত ।

শিষ্য । ভান, মহাশয় । তিনিইকি সধন নি-  
ধন সাধারণ মানবগণ হিতার্থে সাধারণ শিক্ষা  
সম্পাদক সভাস্থ সদাশয় মহাশয় সংস্থাপিত  
ছুচুড়াগুানে মহম্মদ মইক্কীনের বিদ্যামন্দিরে নিযুক্ত  
পণ্ডিতমহাশয়দিগের মধ্যে এক জন (:) )

শিক্ষক । হাঁ বাপু তিনি তথা নিযুক্ত ।

আবেগ মাত্র ।

আবেগমাত্র ( ! ) অর্থ ১৭ বাক্যগত আক্ষেপ বা  
আবেদন সূচক চিহ্ন ।

উদাহরণ ।

হেজগদীশ্বর ( ! ) হা পরমেশ্বর ( ! )

হা দীন দয়ালো দীন বন্ধো ( ! ) হা প্রভো ( ! )

ভ্রমরগারবিন্দে মন দ্বিরেক চিত্ত আকৃষ্ট কর ।

সাক্ষেতিকচিহ্ন ।

যদ্রা নিপির সঙ্কেত গৃহ হয় তাহাকে সাক্ষেতিক  
চিহ্ন কহা যায় ।

তত্রপ্রক্ষেপ চিহ্ন ।

প্রক্ষেপচিহ্ন, “ ” এই চিহ্ন, স্বীয়কৃতপণ্ডিত

## চিহ্ন পুস্করণ।

মধ্যে স্বমতসিদ্ধার্থে অন্যকৃত অথবা অন্যভি-  
প্নেত পদ্ধতি প্রক্ষেপ করিলে ব্যবহার করা যায়।

## উদাহরণ।

এক রাজার চিত্র সতত প্রজাপীড়নপূৰ্ব্বক কর-  
ণদ্বারা রত ছিল, দৈবাৎ তিনি, কোন বিজ্ঞ পু-  
রিত এক পত্র প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, যে “তো-  
মার মন অত্যন্ত ধনতৃষ্ণা৷ তাহাতে তুমি তৃচ্ছ-  
তা প্রাপ্তি পূৰ্ব্বক অচিরে চিরস্বর্ণীয়রূপে হেয়  
হইবে।”, পরে এই উপদেশ বাক্য সনিলে ততৃষ্ণা  
নিবৃত্তি পাইল ॥

## দ্বিধনুরেখা।

দ্বিধনুরেখা, (১) এই চিহ্ন খণ্ডদ্বয়ের প্রত্যেকতঃ  
ধনুরাকার প্রযুক্ত ধনুরেখা কহা গেল এবং  
এক বাক্য মধ্যে তত্ত্বৎপদাশ্লেষরহিত বাক্যান্তর  
বিন্যাস করিলে ব্যবহার করা যায়।

## উদাহরণ।

এই বৃক্ষ, তাবদৃক্ষ (আম্র, পানস, নারিকেল  
প্রভৃতি) হইতে অত্যুৎকৃষ্ট জানিবা।

## উদ্ধারেরেখা।

উদ্ধারেরেখা, (১) এই চিহ্ন, যদিকেবল লিখিত হয়।

## চিহ্ন পদ্ধতি :

তবে উক্তি ( অর্থঃ স্বর্গ ) দর্শ ইয়া, স্বর্গীয় অর্থঃ পরমেশ্বরকে ) বোঝ করায়। যেমন। শ্রীশ্রী।  
নদীপে অর্থঃ শ্রীশ্রীপরমেশ্বর নদীপে ইত্যাদি।

এবং যদি কোন নামের পৃষ্ঠে লিখিত হয়, তবে সেই ব্যক্তিকে স্বর্গীয় অর্থঃ মৃত বোধ করায়। যেমন। জগদগুরু লক্ষ্মীনারায়ণ অর্থঃ মৃতজগদগুরু ইত্যাদি।

যদ্যপি এই চিহ্ন, পদ্ধতি নগে উদ্ভাধোভাগে লিখিত হয়, তবে উদ্ভাধোভাগে (১) এবং অধোভাগে কিঞ্চিৎকণ বৈলক্ষণ্য হয়। তৎকালে তাহাকে কলারেখা বলা যায়।

এই চিহ্ন, পদ্ধতির যে স্থানে স্থাপিত হয় ; তৎস্থানের কোন অংশ, বিস্মৃতি হেতুক অথবা বুদ্ধিকরণ হেতুক তাহার উদ্ভাধোভাগে অথবা পার্শ্বে লিখিত আছে, বোধ করায়।

## উদাহরণ :

তিনি ৮ তাহাকে গৈতুক ধনের ভারদিয়াছেন।

চন্দ্রবিন্দু।

চন্দ্রবিন্দু, (১) এই চিহ্ন যে বর্ণের উপরিভাগে যোগ করা যায়, তাহার অনুনাসিকতা অর্থঃ নাসিকাদ্বারা উচ্চারণ হয়।

উদাহরণ।

তিনি । তাঁহার । বাণ । তারাটাদ । ইত্যাদি  
৫ হলচিহ্ন ।

হলচিহ্ন, ( ১ ) এই চিহ্ন, যখন কোন হলবর্ণের  
অধোভাগে নিবিষ্ট হয়, তখন তাহাকে স্বরশূন্য  
অর্থাৎ হল নামে বোধ করিতে হয় । যথা ।

বাক্, প্রাক্, পৃথক্, ইত্যাদি

৬ সংক্ষেপচিহ্ন ।

সংক্ষেপচিহ্ন, ( ২ ) এই চিহ্ন, অনেক প্রসিদ্ধ  
শব্দের প্রথম বর্ণের উত্তর প্রযুক্ত হয়, তাহাতে  
সেই শব্দের অন্যান্য শব্দ তাববর্ণের বোধ হয় ।

উদাহরণ।

ক্লীং, অর্থাৎ ক্লীবলিঙ্গ । ক্রীং, ক্রীলিঙ্গ । দিং,  
দিগের ইত্যাদি ।

৭ টীকাচিহ্ন ।

তারাকৃতি, ( * )	{	এই রূপ সকল চিহ্ন দ্বারা
গজকুণ্ডাকৃতি ( m )		টীকাক্রপ কোন
বজ্রাকৃতি, ( + )		বিশেষার্থ বোধক
		বাক্য, অধোভাগে লিখিত আছে, বোধ করিতে হয় ।

এবং বজ্রাকৃতি, (+) কখনই উভয়ের মধ্যে  
নিবিষ্ট হইয়া তাহারদের ভেদ বোধ করায়। যথা  
ত + শ । ক্ষ । হয় । ইত্যাদি।

৮-যোজক চিহ্ন।

যোজকচিহ্ন, (১) এইচিহ্ন এক প্রয়োজনে

পৃথক পৃথক পংক্তি লিখিত  
হইলে সেই সকল পংক্তির পরস্পর যোগার্থ,  
উপরি, বা, অধোভাগে নিবিষ্ট হয়। যথা

চউগান  
বাকরগঞ্জ } বাসকরিবার উত্তম দেশ নহে।  
যশোহর

হুগলি  
চুচুড়া } এই সকল সুখদায়ক বসতিস্থান।  
বদ্ধমান

রানহরিলাহিড়ি }  
জগদুলভগামূলি } লেখকের কল্মে নিগূক হই-  
য়াছেন।

সনাগোয়ং গ্রন্থঃ ॥











